ধর্ম্মবিজয়।

বা

শঙ্করাচার্য্য।



শ্রীনগেন্দ্রনাথবসু প্রণীত।



৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট্‌
শব্দকল্পদ্রুম কার্য্যালয় হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।



কলিকাতা।

১২৯৫

মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

PRINTED BY K. P. BASU, AT THE RAMNARAYAN PRESS,

71, PATHURIAGHATA STREET,

CALCUTTA.

মুখবন্ধ।



১২৯১ সালে কার্ত্তিকমাসে এই 'ধর্ম্মবিজয়'নাটকখানি রচিত হয়। নানাকারণে এতদিন ইহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশ-বিষয়ে আমার কয়েকটী সন্দেহ ছিল, ১ম, এ প্রকার ধর্ম্মমূলক নাটক জনসমাজে আদৃত হইবে কি না? ২য়, বিধর্ম্মীকবলিত শ্রুতিশাস্ত্রের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, হিন্দুধর্ম্মের জীবনস্বরূপ পরমহংস পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের জীবনচিত্র আমার ন্যায় সামান্যবুদ্ধি মানবের দ্বারা অঙ্কিত হইতে পারে কি না? ৩য়, পরিব্রাজকাচার্য্যের জীবনী লিখিতে হইলে সমস্ত প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র, তদ্ভিন্ন বৌদ্ধজৈনাদি তৎসাময়িক অপরাপর শাস্ত্র জানা আবশ্যক, আমি তাহাতে সমর্থ হইব কি না?—জানি না, উক্ত বিঘ্নত্রয় অতিক্রম করিতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। যাহা হউক, বন্ধুবর্গের পুনঃপুনঃ অনুরোধে এই গ্রন্থ অপূর্ণ অবস্থায় জনসমাজে প্রকাশিত হইল। বিদ্যোৎসাহিগণ কৃপাচক্ষে দর্শন করিলে আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে।

এইগ্রন্থরচনা কালে—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, আনন্দগিরিকৃত শঙ্করদিগ্বিজয়, বিদ্যারণ্যস্বামীকৃত সংক্ষেপশঙ্করজয়, শঙ্করবিলাস, শঙ্কর জয়ন্তী, শঙ্করাচার্য্যকৃত উপনিষৎ কয়েকখানির ভাষ্য, শারীরিক-ভাষ্য, গীতাভাষ্য, আত্মবোধ এবং ষড়্দর্শনপ্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র;

আচারাঙ্গসূত্র, ভগবতীসূত্র, জীবাভিগমসূত্র ও নবতত্ত্ব প্রভৃতি কয়েকখানি জৈনশাস্ত্র ; অভিধর্ম্মকোশ, মাধ্যমিকসূত্রবৃত্তি, সমাধিরাজ প্রভৃতি মহাযানসম্প্রদায়ভুক্ত সংস্কৃত গ্রন্থ ; ধর্ম্মপদ, বিনয়পিটক প্রভৃতি হীনযানসম্প্রদায়ভুক্ত পালিগ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। ইচ্ছা ছিল, ঐ সমস্ত গ্রন্থ নাটকীয় পৃষ্ঠার নিম্নপ্রান্তে আবশ্যক স্থলে উদ্ধৃত এবং কঠিন পদসমূহের ব্যাখ্যা করিয়া দিব। কিন্তু সময়াভাব এবং স্থানাভাবপ্রযুক্ত ইচ্ছা মানসে বিলীন হইল।

এই নাটকখানি সমাপ্ত করিয়া, শঙ্করাচার্য্যের বিস্তারিত জীবনবৃত্ত লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আশা শীঘ্রই পূর্ণ করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথবসু।

কলিকাতা
৬৭ নং বিডন ষ্ট্রীট্।
১২৯৫।

নাটকীয় পাত্রগণ।

গোবিন্দনাথ	...	...	শঙ্করাচার্য্যের গুরু।
শঙ্করাচার্য্য	...	...	পরমহংস পরিব্রাজক।
পদ্মপাদ	...	...	ঐ শিষ্য।
আনন্দগিরি	...	...	ঐ শিষ্য।
মণ্ডনমিশ্র	...	...	একজন বেদজ্ঞ গৃহী, পরে ঐ।
অগস্ত্য	...	...	একজন সন্ন্যাসী।
সুবাহু	...	...	জৈনযতি।
সুমতি	...	...	শ্বেতাম্বর জৈন।
অগ্নিভূতি	...	...	দিগম্বর জৈন।
যশোমিত্র	...	...	মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ।
উগ্রভৈরব	...	...	কাপালিক।
ভাস্কর	...	...	একজন মূর্খ।

শঙ্করাচার্য্যের প্রতিবাসীগণ, শিষ্যগণ, জ্ঞাতিগণ ও বৌদ্ধগণ।

সতী	...	...	শঙ্করাচার্য্যের মাতা।
কুমারী	...	...	সতীর পালিতা। (৩ অঙ্ক হইতে ৫ অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্য অবধি পুরুষবেশে।)
মাধবী	...	...	ঐ সহচরী।
অচলা	...	...	একজন বৌদ্ধকুমারী।

প্রতিবেশিনী, বৃদ্ধা ইত্যাদি।

আনন্দগিরি ও মাধবাচার্য্যের মতে—শঙ্কর শিব, মণ্ডন ব্রহ্মা, পদ্মপাদ বিষ্ণু, আনন্দগিরি অনন্ত এবং গোবিন্দনাথ শেষের অবতার।

ধৰ্ম্মবিজয়

বা

শঙ্করাচার্য্য।

প্রস্তাবনা।

শিবলোক।

(বিদ্যা ও ধৃতির প্রবেশ।)

ধৃতি। ধন্য তব লীলা কৃপাময় !
তব লীলা হেরি সমুদয়
ভাবে মুগ্ধ সাধকের মন !
লীলাস্রোত যতই বহিছে,
নব ভাব ততই বাড়িছে,
কে বুঝেছে এই আবর্ত্তন ?
এ তরঙ্গে ভেসে মোরা যাই,
কৃপা করি দাও পদে ঠাঁই,
মনোবাঞ্ছা করহ পূরণ !
বিদ্যা। হায়, সখি ! বৃথা হ'ল এত পরিশ্রম !
না হইল শিব দরশন,
কা'রে আর জানাব বেদনা ?

ধৃতি। বৃথা আর হ'ওনা অধীর,
রাখ কথা, কর মনস্থির ;
কৃপাময় করিবে করুণা।

বিদ্যা। মনস্কাম সফল হ'বে না !—
কেন মিছা করহ সান্ত্বনা ?
বুঝিয়াছি যা হ'বে আমার !
তা' না হ'লে কেন বল, সখি !
শিবলোক অপরূপ দেখি,
শিবহীন তুষার-আধার !
প্রেম, ভক্তি, বাৎসল্য, করুণা,
শান্তি, তুষ্টি, মঙ্গল-বাসনা,
যেই স্থানে ছিল স্বপ্রকাশ ;
সাম্যভাব, আনন্দ-প্রতিমা,
ঈশ্বরের অপার মহিমা
প্রকাশিত অনন্ত আকাশ !
সিংহ সহ নাচিত শৃগাল,
এক ঠাঁই কুকুর বিড়াল,
ময়ূর ভুজঙ্গে আলিঙ্গন ;
শত্রু মিত্র না ছিল যেখানে,
আজি হের সেই প্রিয় স্থানে,
হিংসা, দ্বেষ, ঘোর উৎপীড়ন !

শঙ্করাচার্য্য।

নাস্তিকের বিষম আচার,
দুর্ব্বলের শুন হাহাকার,
দৌরাত্ম্য করি'ছে বলবান্।
(তাই) নাহি পাই দেখিতে ঈশানে,
মনোব্যথা জানাব কেমনে;
হবে কি এ দু'খ-অবসান?

প্রতি। ঈশ্বরের লীলা এ সকল!
শান্তিধামে অশান্তি প্রবল;
কিন্তু, আর না রবে এমন।
কালগতি করিতে বারণ
মহাকালে ল'য়েছি শরণ,
কালচক্র হবে বিবর্ত্তন।

(নিকৃতির প্রবেশ।)

নিকৃতি। কেরে তোরা? নাহি ভয় মনে,
পলা শীঘ্র, না'রোস্ এখানে;
মরিবিরে হ'লে আগুসার!
ঘন ঘটা আবরে গগনে,
বজ্রনাদে গভীর নিস্বনে,
জলস্থল হবে একাকার!

শঙ্করাচার্য্য।

নিতান্তই তোদের দুর্গতি,
কথা শোন্, পলা শীঘ্রগতি,
অত্যাচারে যা'বি তোরা মারা।
পাবি তোরা বিষম বেদনা,
মর্ তবে শুনিলিনা মানা,
ফের্ বলি, পলা দোঁহে ত্বরা!
[নিকৃতির প্রস্থান

বিদ্যা। শুন সখি!
আশা তবে পূরিলনা আর!
পরিশ্রম সকলি অসার।

ধৃতি। কেন সখি! হ'তেছ অধীর,
তব নীরজ-নয়ন-নীর,
কি হেতু হতাশে বহমান?
হ'ওনা হতাশ, করলো প্রয়াস,
অবশ্যই পূর্ণ হবে কাম।
শুনেও কি তুমি বুঝিলেনা,
নিকৃতির বৃথা বিড়ম্বনা,
নিরুৎসাহ করিতে তোমারে।
মনোবেগ কর সংবরণ,
এস সখি! ধীর করি মন,
একচিত্তে ডাকি মহেশ্বরে।

[উভয়ের স্তুতিগান।]

নমো জিতশমন সিতবরণ ঈশান চিতভাবন !
পুরহর হর শশধরধর শিব অশিবনাশন !
পুরেশ সুরেশ অনাদি মহেশ অশেষ বিষধারণ !
নিখিলকারণ অখিলতারণ উমেশ স্মরশাসন !
ত্বংহি শ্রীপতি দীন হীন গতি যতি-জন-মন-পূজন !
ভব হে সদয় করুণানিলয় জয় জগ-জন-জীবন !

বিদ্যা। হায় সখি !
দীনেশের দয়া নাহি হ'ল !
কি করিব হায়, বুক ফেটে যায়,
মনোব্যথা কা'রে বলি বল ?
নাস্তিকের পদতলে রব,
অধর্ম্মীর পদাঘাত স'ব
বক্ষ পাতি বহিব লাঞ্ছনা ?
কি দোষ ক'রেছি বল সখি !

ধৃতি। নাহি রবে তব দুঃখ আর;
নেত্র মেলি দেখ একবার,
মেঘাসনে বিষ্ণুরে নিরখি।

(অন্তরীক্ষে মেঘাসনে বিষ্ণুর প্রবেশ।)
সহসা শিবের আবির্ভাব।

বিদ্যা। একি ! একি ! অগতির গতি ?
কেন প্রভো ! নীরদ-আসনে !

তবে কি গো আমার দুর্গতি;
ঢাকা রবে তমো-আবরণে ?
মনোবনে দহে দাবানল,
হে শ্রীপতি ! দেহ শান্তিজল।

বিষ্ণু। স্থির হও, জ্ঞান-বিনোদিনি !
আশা তব পূরিবে সত্বর।

(ধৃতির প্রতি।)

ধৃতি !

ধর তব জীবন-সঙ্গিনী,
হের বিদ্যা বিকল অন্তর।

ধৃতি। দয়াময় !
কেবা বুঝে মহিমা তোমার,
তব পদে বিনতি আমার,
হর হরি ! সখির যাতনা !

বিষ্ণু। ত্রিলোচন !
কার্য্য আসি কারণেরে চায়,
পূরাও হে মনঃঅভিপ্রায়।

শিব। তুমি হরি সবার কারণ,
একি কথা, ব্রহ্ম সনাতন ?
ধ্যানে কিহে আইলে ছলিতে ?

শঙ্করাচার্য্য।

নমি তব পদ-রত্নাকরে,
কৃপা করি বল হরি মোরে,
কিবা কাজ হইবে সাধিতে ?

বিষ্ণু। নিবেদন শুন, নিরঞ্জন !
অত্যাচারে আকুল ভুবন,
আমি তাহে হ'য়েছি ব্যাকুল,

তাই এসেছি নিকটে তব,
সংসারীকে কেমনে জুড়াব ?
এ তুফানে কোথা পাবে কূল !

নাস্তিকতা, পশু-আচরণ,
মোহজাল করি আবরণ,
সর্ব্বদেহে করিছে আশ্রয় !

বেদ আদি আর্য্যশাস্ত্র যত,
নাস্তিকেরা করি'ছে দলিত,
সনাতন-ধর্ম্ম হয় লয় !

আত্মসুখে তৎপর মানব,
দিনান্তে করেনা অনুভব,
ভবধাম দুঃখের কারণ,

অন্যে দিয়া দু'খ, নিজে ভুঞ্জে সুখ,
ইহাই সবার আকিঞ্চন।

শঙ্করাচার্য্য।

সবে হ'য়ে লালসার বশ,
পুণ্যকর্ম্মে হ'য়েছে অলস,
দিবসরজনী কামে রত ;
মদে মত্ত, প্রবৃত্তির দাস,
আত্মবোধ করেনা বিশ্বাস,
জড়তত্ত্বে অধীর নিয়ত।
ধৈর্য্য তাই এ মন মানেনা,
পাপাচার দেখিতে পারিনা,
নাস্তিকতা করহে বিনাশ ;
তাই মোর হেথা আগমন,
পুনরায় করি নিবেদন,
কৃত্তিবাস ! পূরাও এ আশ।

শিব। নারায়ণ !
তব তত্ত্ব বিদিত সংসার,
তব ধর্ম্ম করিয়াছে সার,
কি দোষে হে দোষী জগ'জন ?
করিয়াছ "নির্ব্বাণ" প্রচার,
ভাবিতেছে সবে অনিবার
কিসে পাবে নির্ব্বাণ-রতন।

তাই বেদে উপেক্ষিছে সবে,—
শুধু তব মহিমা প্রভাবে ;
ভকতের তুমিই ভরসা !
ভক্তাধীন তুমি হে শ্রীহরি,
ভক্তে আজি কেন হও অরি,
মুছ কেন তাহাদের আশা।
ভক্তে তব অতুল করুণা,
তাই বিদ্যা সহিছে যাতনা,
(আহা !) দুঃখ দেখে হৃদয় বিদরে !
মুনিজন-মানস-বাসনা ;
মম ধ্যানে আজি নিমগনা,
ধ্যানে কেহ না পায় যাহারে।
নর বাঞ্ছে যে রমণীমণি,
নরে ইচ্ছে সে বিদ্যা আপনি,
হেন ইচ্ছা পূরাতে না পারি !
মনে হ'লে বুক ফেটে যায়,
নয়নে সলিল বাহিরায়,
রহি স্থির তব নাম স্মরি'।
কিন্তু হরি এ বড় বিস্ময়,
কেন হেরি ভক্তে নিরদয়,

এ কেমন বাসনা তোমার !—
তব লীলা বুঝে সাধ্য কা'র ?
তুচ্ছ হ'তে আমি হীনজন,
তব ইচ্ছা করিব পূরণ !
    কেমনে হে কহিতে না পারি ?
তব ধ্যানে বঞ্চি অনুক্ষণ,
তব ভক্তে ভাবি প্রাণ সম,
    ভক্তে নারি ক্লেশ দিতে হরি।

বিষ্ণু। শুন হে মহেশ !
    কেন আমি হ'য়েছি নিদয় ?
কেন আমি হইয়া ব্যাকুল,
    চাহি আজ তোমার আশ্রয় ?
সমুদ্র-মন্থন কিছু পরে,
অমর হেরিয়া যত সুরে,
    ধর্ম্মকাম দৈত্য কয়জন,
অবিনাশী ধর্ম্ম লভিবারে,
পশি' মহা-অরণ্য ভিতরে,
    মম ধ্যানে হয় নিমগন।
কত কত বর্ষ অগণন
পরিহরি অশন শয়ন,
    প্রেমভরে ডাকিত আদরে ;

কত শীত কত বর্ষা গেল,
বস্ত্র বিনা সকলি সহিল,
ভুলিল না তথাপি আমারে।

সৃষ্টিক্রিয়া তাহে চমকিল,
বিশ্বে যেন প্রলয় ঘটিল,
শেষনাগ কাঁপিল সঘনে ;

ইন্দ্র আদি হ'য়ে ভীতমন,
মোরে আসি কহিল তখন,
দৈত্য হ'তে রাখিতে ভুবনে।

তুষ্ট হ'য়ে তা'দের বচনে,
যাইলাম দৈত্য-সন্নিধানে,
ইষ্টবর করিবারে দান ;—

বনে মোরে হেরি দৈত্যগণ,
পূর্ণানন্দে হইয়া মগন,
করযোড়ে চাহিল "নির্ব্বাণ"।

ভক্ত-আশা করিতে পূরণ,
মহেশ্বর ! আমিও তখন,
ইষ্টবর করিনু প্রদান।

শিব। অতঃপর কহ নারায়ণ !
কি করিল সেই দৈত্যগণ ?

বিষ্ণু। দৈত্যবাক্য করিতে পূরণ,
বুদ্ধজন্ম করিনু গ্রহণ,
মায়াময়ী মায়ার জঠরে।
বিলাসেতে হইলে অবশ,
সুখভোগ হয় যে বিরস,
শিখালেম প্রথমে সবারে।
দেখাইতে অনিত্য সংসার
জন্ম মৃত্যু যন্ত্রণা-আগার,
মায়া-ডোর করিনু ছেদন ;
যথাতথা দেখি অত্যাচার,
করিলাম মানবে প্রচার,
"অহিংসাই পরম ধরম।"
জ্ঞান-ধ্যানে থাকিয়া নির্জ্জনে,
লভিলাম জ্ঞান মহাধনে,
পাইবারে নির্ব্বাণ-উপায় ;
দেশে দেশে সন্ন্যাসীর বেশে,
জ্ঞান-রত্ন বিলানু হরিষে,
জ্ঞানবান্ করিতে সবায়।
কিন্তু নরে মোহ না ছাড়িল,
জ্ঞানলোভে অজ্ঞানে মজিল,
পাইল না আত্মতত্ত্বজ্ঞান।

ক্ষীণবুদ্ধি যত নর নারী,
বাহ্যকাণ্ডে আত্মহিত ভুলি,
জড়তত্ত্বে হ'ল ধাবমান।
পরমার্থ পরম ঈশ্বরে
ভুলিতে লাগিল মূঢ় নরে,
হ'ল সবে নাস্তিকের দাস!
আত্মজ্ঞান-লাভের উপায়
বেদের করিল অপচয়,
বিদ্যার করিল সর্ব্বনাশ।
করিতে সে কার্য্য নিবারণ,
শিখাইতে নির্ব্বাণ-সাধন,
শিষ্য সহ পশিনু গহনে।
পূরাইতে ভক্ত মনস্কাম,
ছাড়িবারে মায়াময় ধাম,
বসিলাম সমাধি-আসনে।
কহিলাম ধ্যানযোগে সবে,
কাল মম পরিপূর্ণ এবে,
শেষ কথা শুন ভিক্ষুগণ;
"ক্ষণস্থায়ী জীবন সবার,
নশ্বর এ মায়ার সংসার,
নির্ব্বাণের করহ যতন।"

পাইয়া পরম জ্ঞাননিধি
লভিলাম তখনি সমাধি,
  শিষ্যগণ প্রেমাশ্রু বর্ষিল ।
অদৃশ্যে থাকিয়া দৈত্যগণ,
হেরি সেই অপূর্ব্ব ঘটন,
  ধ্যানযোগে নির্ব্বাণ লভিল ।

শিব । ভাল হরি ! করি নিবেদন,
দিলে যদি অপূর্ব্ব রতন;
  নর তায় ঠেলিল কেমনে ?
এখনও বৌদ্ধসুতগণ,
নিয়তই করিছে যতন,
  যোগ্য হ'তে নির্ব্বাণ-সাধনে ।

বিষ্ণু । কথাতেই করিছে পালন,
কার্য্যে নাহি করে সম্পাদন,
  হেতু তার শুন মহেশ্বর !
বনস্থিত সেই শিষ্যগণ
মম হ'তে লভি জ্ঞানধন,
  ভবমায়া অনেকে ভুলিল ;
তার মধ্যে মূর্খ জন কত
ছিল তারা কাপুরুষ মত,
  পুনরায় সংসারে মজিল ।

তারা সবে করিল প্রচার,
"ত্রিপিটক করহ স্বীকার,
কর্ম্মকাণ্ড করহ সাধন ;
শুভকর্ম্মে হ'লে নিয়োজিত,
কল্পে কল্পে হইয়া উন্নত,
বোধিসত্ত্ব করিবে অর্জ্জন।"
মূলশূন্য বিটপী সমান,
ঈশ্বরের করি অসম্মান,
বৌদ্ধমত হ'ল বিপর্য্যয়।—
জৈনধর্ম্ম হইল প্রবল,
দেবার্য্যের অনুশিষ্যদল,
ধর্ম্মক্ষেত্রে হইল উদয় !
বৌদ্ধজৈন ধর্ম্ম-সঙ্ঘর্ষণে
নাগার্জ্জুন উদয় ভুবনে,
শূন্যবাদ যাহার প্রচার।
মোহজালে সকলে ঘেরিল,
নাস্তিকতা বিষম বাড়িল,
চার্ব্বাকের হ'ল অধিকার।
কীর্ত্তিবাস ! সেই মোহপাশ,
মূল সহ করহে বিনাশ,
তব পাশে করি নিবেদন।

আমি দেব ! এ কার্য্যের মূল,
তাই চাই কারণের কূল,
তুমি শিব সবার কারণ ;

তমোরূপী মেঘের আসনে,
মনোদু'খে এসেছি এখানে,
মন-আশা করহে পূরণ ।

আত্মময় জ্ঞানের কিরণে,
প্রচারিয়া নির্ব্বাণ-কারণে,
তমোজাল কর নিবারণ ।

শিব । কৃপা করি বল দয়াময় !
হেন তব অপূর্ব্ব আশয়,
কেমনে হে করিব পূরণ ?

বিষ্ণু । হরি হর মিলিয়া উভয়,
জগতের ঘুচাও সংশয়,
এক আত্মা নিখিল কারণ ;

এক আত্মা এই হরি হর,
একেতেই চলে নারী নর,
সূর্য্যে যথা সহস্র কিরণ ।

শিব । ধ্যানযোগ সার্থক আমার,
ঘুচে গেল সর্ব্ব অহঙ্কার ।

ধরাবাসী হের এ মহিমা,
মুছ তব বুদ্ধির কালিমা,
আত্মময় হের হরিহর,
আত্মজ্ঞানে হওরে তৎপর।

[জ্যোতিঃপ্রকাশ। হরিহর উভয়ের মিলন ও অন্তর্দ্ধান।]

বিদ্যা। হায় সখি! হায় একি হ'ল,
আশাজ্যোতিঃ সত্য কি নিবিল,
কোথা গেল ভবের ভরসা?

ধৃতি। ধৈর্য্যগুণে ত্যজহ রোদন,
পাইয়াছ নবীন জীবন,
মিটিবে লো ভবের পিপাসা!
চল সখি! চল যাই ভবে,
বিলাইতে অধম মানবে,
আত্মজ্ঞান জীবের ভরসা।

বিদ্যা। সর্ব্বভূত আশ্রয় যাঁহার,
নমি আমি শ্রীচরণে তাঁর,
মন-আশা পূরাও হে হরি।

[দৈববাণী।]

"আশা তব হইবে পূরণ,
মম অংশ করিব সৃজন,
যেন রবি কিরণ নবীন;

আত্মজ্ঞান করিয়া প্রচার,
করিবেক বেদের উদ্ধার,
ভাষ্য তার র'বে চিরদিন।
নাম তা'র রহিবে "শঙ্কর,"
জীবে সুখী করিতে তৎপর,
সে দেহে হওগে অধিষ্ঠান;
তোমাদের পাইলে সহায়,
তা'র আশা ফলিবে ত্বরায়,
মূর্খ হ'তে ধরা পা'বে ত্রাণ।"

ধ্বনি। পূর্ণ আজি মহিমা প্রচার,
ধরাবাসী পাইবে নিস্তার,
হও সবে পুলকিত প্রাণ।

[সমবেত গীত।]

প্রাণভরে ভজ তাঁ'রে পূর্ণ হ'বে মনস্কাম।
তিনি হরি তিনি হর অজ্ঞানের পরিত্রাণ।
কাননে নগরে, যত নারীনরে,
বাঁধ প্রেমডোরে, তাঁহারে অন্তরে,
ছয়ঋতু-ডালা, ভরি ধরা-বালা, যাঁ'রে নিয়ত আদরে;
রবিশশী ব্যোমে, বিমল কিরণে, যাঁ'র মহিমা প্রচারে;-
সাদরে তাঁহারে সাধরে অন্তরে, পা'বে শান্তিধাম।
মায়ামোহে না পড়িবে পা'বে তাঁ'রে অবিরাম॥

প্রথম অঙ্ক



প্রথম দৃশ্য।

কেরলনগর—শিবগুরুর কুটীর সম্মুখ।

(শঙ্কর আসীন, কুমারীর প্রবেশ।)

কুমারী। দাদা! দাদা! মা ডাক্‌চে। এসনা।

শঙ্কর। কেন এমন হ'ল? কিছুইত বুঝ্‌তে পারি না! যা' ছিল, তা' নাই;—সব ফাঁকা বোধ হ'চ্ছে।

কুমারী। দাদা! মা ডাক্‌চে—আমি ডাক্‌চি। শুন্‌তে পাওনা। মা মন্দিরে আছে।

শঙ্কর। আমি কোথায়? আমার মন বড়ই ব্যাকুল। আজ আমার মনে কেন এমন উদয় হ'ল? আমার অভাব কি দূর হ'বে না?

কুমারী। [নিকটে গিয়া শঙ্করের গাত্রে হস্ত দিয়া] দাদা! তোমায় ডাক্‌চি, শুন্‌তে পাওনা। তুমি কা'র সঙ্গে কথা ক'চ্চ?

শঙ্কর। কে কুমারি? এইখানে বোস। তুমি ডাক্‌চো, তা' আমি শুনি নাই।—

ছায়া দেখি হৃদয়-আকাশে,
কি মধুর সুষমা বিকাশে!
পূর্ণজ্যোতিঃ তা'র কি পা'ব না?
যে সুবীজ হইল রোপিত,
হ'বে না কি তাহা অঙ্কুরিত,
সুফল কি তা'য় ফলিবে না?
জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানের প্রতিভা,
সুবিমল চিদানন্দ-শোভা,
কবে পা'ব? হৃদয়-বাসনা!

কুমারী। দাদা! কা'র সঙ্গে কথা ক'চ্চ? বলনা দাদা! —মা যে তোমায় ডাকৃচে।

শঙ্কর। কুমারি! তুমি যে আমার কাছে, তা' আমার মনে ছিল না।—মা আমায় কেন ডাকৃচেন্?

কুমারী। তা' আমি জানি না।—মা মন্দিরে আছে, সেইখানে চল।

শঙ্কর। তুমি মাকে বলগে আমি এখনি যাচ্চি।

কুমারী। না, দাদা! তুমি আমার সঙ্গে চল। মা তোমায় ধ'রে নে যেতে বোলেছে। তোমায় একা রেখে যা'ব না। তা'হ'লে কত কি ভাবৃবে, নয় কা'র সঙ্গে কথা ক'বে।

শঙ্কর। না কুমারি! আমি কিছু ভাব্‌ব না। আমি একটু পরেই মার কাছে যা'ব।

কুমারী। আমার সঙ্গে যা'বে না? তবে আমি মাকে ব'লে দিব, দাদা একলা ব'সে ভাবে, একা কা'র সঙ্গে কথা কয়।

শঙ্কর। মাকে বল'না। মা তা'হ'লে কাঁদ্‌বেন্, মনে কষ্ট পা'বেন্।

কুমারী। তবে চল।

শঙ্কর। আচ্ছা, চল, যাচ্চি।—

কুমারী। তবে ওঠ, ব'সে রহিলে কেন?

শঙ্কর। যদি তোমায় এখানে রেখে আমি পালিয়ে যাই, তুমি কি কর কুমারি?

কুমারী। কেন দাদা, কোথায় যা'বে?

শঙ্কর। মনে কর এক দূরদেশে, সেখানে কেবল বন, প্রায়ই মানুষ নাই।

কুমারী। না দাদা, যেও না। তা'হ'লে আমি কাঁদ্‌ব; মা'কে ব'লে দিব।

শঙ্কর। না ভাই! মাকে কিছু বল'না। আমি কি তোমায় ফেলে পলাতে পারি?

কুমারী। দাদা! আমার সঙ্গে আর খেলা কর না কেন? আজ ভাই, খেলা ক'র্‌বে চল।

শঙ্কর। না ভাই, আর খেলা ভাল লাগে না। চল, মার কাছে যাই। আমাদের দেরি দেখে মা কত ভাব্‌ছেন্।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পূর্ণানদীতীরস্থ জ্যোতির্লিঙ্গ শিবমন্দির।

(সতীর প্রবেশ।)

সতী। যখন একা থাকি, মন কি রকম করে। কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। হায়! অদৃষ্টে আমার এখনো কি যে আছে? কে বা জানে?—ভগবন্! দুঃখিনীকে দয়া ক'রো।—কই, শঙ্কর আমার এল না কেন? বাছার আমার ভারী দয়ার শরীর, কেরলরাজ এসে কত অর্থ দিতে চাইলেন্, বাছা সেই সমস্ত অর্থ দরিদ্রকে দান কর্‌তে বল্‌লে। বাছা, ছেড়া কাপড় প'রে থাকে, তবু রাজার কাছথেকে এক কড়িও নিলে না, বরঞ্চ রাজাকে উপদেশ দিয়ে কত সুখী কর্‌লে। মনে ভয় হয়, এমন রত্ন কি চিরদিন আমার কোল আলো কর্‌বে। হে মহেশ্বর! তোমার পূজা ক'রে আমার বাছাকে পেয়েছি। দয়াময়! তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রেখো!

ওই আসে দু'খিনীর ধন,
অমারাতি করিতে শোভন
নভে যেন পূর্ণেন্দু বিমল,
যত দু'খ আছিল অন্তরে,
দূর হ'ল চাঁদমুখ হেরে ;
আয় বাছা দু'খিনী-সম্বল !

(শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর। কেন মা ডাক্‌চো ?

সতী। আয় কোলে আয় বাছাধন,
বহুক্ষণ এ চাঁদবদন
দেখি নাই নয়নে আমার।—
বাছা ! কোথা ছিলে এতক্ষণ ?

শঙ্কর। কাননের দৃশ্য মনোরম
দেখিতে ছিলাম মা আমার।
নিরজনে প্রকৃতির হাসি
দেখিতে মা বড় ভালবাসি,
হয় কিবা ভাবের সঞ্চার !

(কুমারীর প্রবেশ।)

কুমারী। কেন মা আর দাদা খেলা করে না। কেন শুধু চুপ্ ক'রে বোসে থাকে ?

সতী। শঙ্কর! কেন ওর সঙ্গে খেলা কর না? আহা! কুমারীকে কি কষ্ট দিতে আছে? যাও বাছা, কুমারীর সঙ্গে খেলা করগে।

শঙ্কর। মাতঃ!

এ ভুবন খেলার ভবন,
খেলাতেই মগ্ন জীবগণ,
কিন্তু কেহ, খেলা কি বোঝেনা।
খেলাতেই কর্ম্মের প্রকাশ,
বাল্য হ'তে করি যা' অভ্যাস,
মন্দামন্দ ভবিষ্য ঘটনা।
সর্ব্ব শাস্ত্রে আছে মা বিধান
"মন্দ ছাড়ি সাধিবে নিষ্কাম,"
মন্দ তাই ক'রেছি মা ত্যাগ ;
যদি নিত্য কাননেতে যাই,
ফুল তুলে সর্ব্বাঙ্গ সাজাই ;
বিলাসেতে হ'বে অনুরাগ।
বদ্ধ হয় যে জন বিলাসে,
শান্তি নাহি পায় সে মানসে,
মুক্তিপথ কভু সে পায় না ;
বিলাসীরে মোহ এসে ঘেরে,
বুদ্ধি তা'র সম্ভোগে আদরে,
তা'র মন নিষ্কামে ধায় না।

তাই মাতঃ ক'রেছি মনন,
নাহি দিব বিলাসেতে মন।

সতী। বাছা আশ্চর্য্য করলি!—তোর কথায় বড় সুখী হ'লেম

কুমারী। মা! দাদা কেন খেলা করে না জান? দাদা! একলা বোসে ভাবে, একলা কা'র সঙ্গে কথা কয়। আবার বলে মাকে এ সব কিছু ব'লনা?—কেমন দাদা! মা'কে সব ব'লে দিয়েছি।

সতী। বাছা!

শিশু তুই এখনো অজ্ঞান,
মন তোর কুসুম সমান,
অল্পাঘাতে বাজিবে বিষম।
ভাবনা ভুজঙ্গ বিষময়,
তোরে হায় করিলে আশ্রয়,
মেধাশক্তি হইবে পতন।
তাই বলি ক'রনা ভাবনা,
বড় আমি পাইব বেদনা,
শিক্ষা তোর হইবে নিষ্ফল।

শঙ্কর। শুনোনা মা কুমারীর কথা। কুমারি! আয় ভাই, তুজনে সেই গানটী মাকে শুনাই।

কুমারী। তা হ'লে ভাই খেল্‌তে যাবে।

সতী। কি গান, শোনানা আমাকে ?

[শঙ্কর ও কুমারীর গীত।]

কা'র ভাবে ভাব তুমি ব'সে একধারে।
ভাবনায় কি ভাবনা ভাব সেই একাধারে ॥
কবে দিন ফুরাবে, সকল যা'বে,
মনের আশা লয় হ'বে ;
মিছে পরের তরে, আপন ভুলে,
মোহের ঘোরে মজ'নারে ॥

অগস্ত্য। [নেপথ্যে] এ নির্জ্জন মন্দির ভিতর কে এমন সুমধুর গায় ?

সতী। শঙ্কর ! ওই দেখ একজন ঋষি আস্‌ছেন্, সযত্নে আহ্বান করগে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দির সম্মুখস্থ চত্বর।

(অগস্ত্য ও শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর। পাদপদ্মে নমি ভগবন্ !
দীনাতিথ্য করুন্ গ্রহণ,
কৃপাকরি বসুন্ আসনে।

অগস্ত্য। প্রীত মনে করি আশীর্ব্বাদ,
ভুঞ্জ বৎস ধর্ম্মের প্রসাদ।

শঙ্কর । জ্ঞানী যথা তথা ধর্ম্মধন,
আত্মজ্ঞান জ্ঞানীর বচন,
শ্রুতি মধ্যে আছে সুবিধান ।
জ্ঞানী তুমি বল দয়া ক'রে,
আত্মজ্ঞান পা'ব কি প্রকারে,
যা'র ফল মুক্তির সোপান ।
অগস্ত্য । তুষ্ট আমি তব আলাপনে,
তুমি কি করিতেছিলে গান ?
যেই গান পশিলে শ্রবণে,
তৃপ্ত হয় অজ্ঞানীর প্রাণ ।
আশ্চর্য্য হইনু তব ভাষে,
বেদপাঠ এ অল্প বয়সে !
বেদ অর্থ জান কি বালক ?
শঙ্কর । জানি দেব তব আশীর্ব্বাদে,
বেদ অর্থ "জ্ঞানের আলোক ।
যে আলোকে অজ্ঞান মানব,
ভুলি মনে মায়াময় ভব,
পরাবিদ্যা করে উপার্জ্জন ।
অগস্ত্য । কহ শিশু !
পরাবিদ্যা দেখিতে কেমন ?

শঙ্কর। যা'র তেজে অবিদ্যা পলায়,
মূর্ত্তি তা'র পাইব কোথায়,
মুনিবর! এ কেমন কথা?
ইন্দ্রিয়ের যিনি অগোচর,
ব্যাপ্তি যার সর্ব্ব চরাচর,
অবিনাশী অখিল বিধাতা—
অতি সূক্ষ্ম, অক্ষয়, অব্যয়,
সেই ব্রহ্মে যাহে লাভ হয়,
জ্ঞানী তারে পরাবিদ্যা কয়।
অগস্ত্য। বড় সুখী তোমার কথায়!
ধন্য হল সন্ন্যাসী-হৃদয়।
শুন বৎস!
যদি চাও আত্মজ্ঞান ধন,
ভবমায়া দাও বিসর্জ্জন,
লহ তব গুরুর আশ্রয়;
তত্ত্বকথা শুনিয়া তোমার,
পূর্ণ এবে বাসনা আমার,—
যাই আমি দেহরে বিদায়।
আহা! জ্ঞাননেত্রে করি নিরীক্ষণ,
হ'বে মহাকার্য্য সংঘটন,
পাপীনর হইবে উদ্ধার!

পাপে নর করে হাহাকার,
কত সহে দু'খ দুর্নিবার,
মোহে স'ব ভ্রমে অনিবার !

শঙ্কর। কি বলিলে মোরে মুনিবর,
নর সব মোহে করি ভর,
পাপ কর্ম্মে হ'তেছে পীড়িত ?

বল মোরে কি কার্য্য সাধিলে,
জ্ঞানহীন তাহারা সকলে,
ধর্ম্মকর্ম্মে হ'বে প্রমোদিত ?

অগস্ত্য। আত্মজ্ঞান উপদেশ বিনা
নাহি যা'বে ভবের যাতনা,
হে যাতনে তুমিও পীড়িত,

ছাড় এই সংসার বিষম,
সার কর শ্রীগুরুচরণ,
জ্ঞানতৃষ্ণা হ'বে নিবারিত।—

(সতী ও কুমারীর প্রবেশ ও অগস্ত্যকে নমস্কারকরণ।)

সতী। মুনিবর !
কৃপাকরি যদি হে রহিলে,—
পূর্ণ কর একটী বাসনা ;—

কোন গ্রহে জন্মেছে নন্দন ?
কি কি কার্য্য করিবে সাধন,
বল দেব ! করিয়া গণনা !

অগস্ত্য। বৎসে !
পূর্ণ তব করিব প্রার্থনা।
তপন মেষেতে হলে যোগ,
জন্মেছিল এ তব কুমার।
মেষরূপী মদরিপু শাসি',
জ্ঞানপ্রভা করিবে বিস্তার।
শৈবসূত্রে হ'য়েছে জনম,
শিবময় করিবে ভুবন,
সবে ক'বে শিব-অবতার ;
আধি ব্যাধি নাহিক ধরিবে,
পুত্র-আয়ুঃ পরিমিত র'বে,
গণনার কহিলাম সার।

সতী। "পরিমিত পুত্র-আয়ুঃ র'বে" !
মুনিবর ! বল মোরে তবে,
কতদিন বাঁচিবে শঙ্কর ?

অগস্ত্য। এক্ষণেতে সৌভাগ্য বৎসর,
ষোল বর্ষে বিঘ্ন অতঃপর,
অদৃষ্টের করিনু গণন।

দেহ তবে বিদায় আমায়
নিজ কার্য্যে করিব গমন

শঙ্কর। প্রণমি চরণে, মহাশয়!

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য।

কুটীর।

(সতীর প্রবেশ।)

সতী। "ষোল বর্ষে বিঘ্ন অতঃপর!"
কেন হায় শুনিনু বচন,
প্রাণ কেন গেল না তখন,
ষোল বর্ষ বাঁচিবে শঙ্কর?
পলে পলে বর্ষ চ'লে যায়,
কালস্রোত প্রবাহের প্রায়,—
ষোল বর্ষ, অল্প যে সময়!
দেখিতে দেখিতে চ'লে যা'বে,
শঙ্কর কি মোরে ফাঁকি দিবে,
অভাগীর কি হ'বে উপায়!
নিশ্বাসের পবন সমান,
বর্ষ বর্ষ করি'ছে প্রয়াণ
করি মোর ঘোর অপকার।—

নিদায়ের কুঁড়িটীর মত,
বর্ষানীরে হ'বে কি নিহত,
ছেড়ে যা'বে শঙ্কর আমার ?
যা'র মুখ করি, নিরীক্ষণ,
পতিশোক করি না স্মরণ,
হেন ধনে ভুলিব কেমনে ?
কেন তুমি এসেছিলে মুনি,
বজ্রসম এ কঠিন বাণী,
কেন হায় শুনাইলে কাণে !

(শঙ্কর ও কুমারীর প্রবেশ।)

কুমারী। দাদা ! মা কেন এমন হ'ল, ওই দেখ দাদা ! মা কেন কাঁপ্‌ছে !

শঙ্কর। মাতঃ !

শোকাকুল কেন তোমা হেরি ?
বল এ সন্তানে দয়া করি।

সতী। [অন্যমনস্কভাবে] কোথা হ'তে এসে কাল মুনি,
হরি, মন-শান্তিরূপ মণি,
দু'খ দিয়া মোরে চ'লে গেল,
হা শঙ্কর ! বাছারে আমার,
আয়ুঃ তোর এত অল্পকাল,
কেন মোর মৃত্যু নাহি হ'ল !

শঙ্কর। মোর তরে কেন মা দুঃখিত,
চিরদিন কে রহে জীবিত?
জীবনে যে মরণ নিশ্চয়!
নিদাঘ-প্রসূত ফুল মত,
কাল গেলে হইবে মুদিত,
কেন তবে মমতা তাহায়?
এ শরীর, সমীর-কম্পিত
পদ্মপত্রে শিশিরের মত,
ক্ষণে ক্ষণে বড়ই চঞ্চল,
স্থির নহে জানিয়া শরীর
মুর্খেও যে হয় না অধীর,
জেনে শুনে কেন মা বিহ্বল?
এ সংসারে জন্মি' কতবার,
দারাসুত কত পরিবার,
করিয়াছ লালন পালন;
বল মাতঃ! কোথা এবে তা'রা,
কা'র জন্য মিছে হও সারা,
কেবা তুমি কেবা পরিজন?
এ সংসার পথিক-নিবাস,
পান্থ মোরা, করিবারে বাস
ক্ষণতরে ল'য়েছি আশ্রয়;

নির্দ্দিষ্ট সময় হ'লে গত,
কে কোথায় হ'ব অন্তর্হিত,
কে তখন রহিবে কোথায় ?
অজ্ঞানেতে হইয়া মগন,
এ সংসারে নিয়ত যে জন,
সুখ-আশে ঘুরিয়া বেড়ায়,
পিঞ্জরের বিহঙ্গ মতন,
সুখভোগ পেলেও যেমন,
তথাপি সে সুখী নাহি হয় !
মায়ারূপী পিঞ্জর মাঝার,
প্রাণ-হংস করে হাহাকার,
ভেঙ্গে ফেল মায়ার পঞ্জর ;
মনোপাখী হইলে স্বাধীন,
পা'বে মাতঃ ! শান্তির পুলিন,
মোর তরে হ'বেনা কাতর ।

সতী। বাছা ! কভু যা'র জন্মেছে তনয়,
শান্তি তা'র আছে কি ধরায়,
প্রতিপদে অশান্তি যে তা'র !
জাননা রে আমার বেদনা,
কি বলিব, জানে সেই জনা,
মম সম অবস্থা যাহার ।

শঙ্কর। মাতঃ! শান্তি যদি নাহি এ ধরায়,
কেন বৃথা রহিব হেথায়,
মায়াঘোরে রহি অচেতন।
প্রতিপদে যথা অন্ধকার,
অবিরত শুনি হাহাকার,
শোক যথা অঙ্গের ভূষণ!
দারাসুত-বিচ্ছেদ ঘটিলে,
হৃদি যথা দহে দু'খানলে,
হেন ভবে কেন তবে মায়া?
ছাড়িতে এ মায়াবী সংসার,
চায় এবে হৃদয় আমার,
পুত্রে তব কর মাতঃ দয়া!—
ইচ্ছি' মা সন্ন্যাসী হ'ব তাই,
মুক্তিরত্ন যদি কভু পাই
শান্তিধামে করিতে গমন।
থাকিলে এ সংসার মায়ায়,
তব সম হায় মা আমায়,
শোক সদা করিবে পীড়ন।
সতী। ভাগ্যদোষে একি শুনি কথা!
দিস্‌নে মায়েরে আর ব্যথা,
বড়ই ব্যথিত বাছা আমি!—

দহ্যমান্ আগ্নেয়-প্রপাত,
হৃদে মম করে গতায়াত,—
ভুলে যারে ও নিষ্ঠুর বাণী।
তোরে লয়ে করিব সংসার,
তুই যেরে আশ্রয় আমার,
তোরে বাছা ছাড়িতে নারিব ;
মোর কাছে যা' চা'বি যখন,
সত্য করি কহি বাছাধন,
তখনি তা' পূরণ করিব ;
অন্যথা হ'বেনা মোর কথা ;—
মাথা-কুটে মরিবরে হেথা ;
বাঁচিব না তুই ছেড়ে গেলে !

শঙ্কর। (স্বগত।)
মায়াডোরে কেন বাঁধি মন,
পা'ব না যে নিত্যজ্ঞান-ধন,
অনিত্য যে মায়ার সংসার !
মাতৃমায়া বিষম বন্ধন,
যদি পারি করিতে খণ্ডন,
শান্তিধন হইবে আমার।

কুমারী। কেন দাদা মাকে কষ্ট দাও ?—ওই দেখ দাদা ! মা কাঁদচে। দাদা ! তোমার মনে কি কষ্ট হয়

না? (সতীর প্রতি) মা! মা! তোমার পায়ে পড়ি, কেঁদ'না মা।

শঙ্কর। মাতঃ!

কেঁদে মায়া বাড়িও না আর;
কাঁদে মনে শঙ্কর তোমার,
মায়াডোর করিতে ছেদন!

[শঙ্করের প্রস্থান

সতী। দাঁড়া দাঁড়া বাছারে আমার,
তোমা বিনা হেরি অন্ধকার,
শুনে যা'রে একটী বচন।

[প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

গ্রাম্য-পথ।

(কতিপয় প্রতিবাসী ও কুমারীর প্রবেশ।)

কুমারী। হ্যাঁগা, তোমরা কি আমার দাদাকে এই-খান দিয়ে যেতে দেখেছ?

১ম প্রতি। না, তা'কে ত এদিকে দেখি নাই। কেন কি হ'য়েছে?

কুমারী। না খেয়ে কোথায় চ'লে গেছে; এত খুঁজ্‌লুম্, কোথাও তা'কে দেখ্‌তে পেলুম্ না।

২য় প্রতি। শঙ্করকে নদীর ধারে আমি দেখে এসেছি, বোধ হয় সেইখানেই আছে।

কুমারী। তবে আমি মাকে বলিগে। মা এখনও খায়নি, দাদার জন্যে ব'সে আছে।

[কুমারীর প্রস্থান।

৩য় প্রতি। আরে! আর এক সংবাদ শুনেছ!

২য় প্রতি। কি?

৩য় প্রতি। শঙ্কর সন্ন্যাসী হ'বে ব'লে এক রব উঠেছে।

২য় প্রতি। তা' কি সত্য?

১ম প্রতি। মনে কল্লেই সত্য, মনে কল্লেই মিথ্যা। আমার মনে হয় শঙ্করের মাথা গরম হ'য়েছে। ক্ষুদ্র বালক তা'র কি এত চিন্তা, এত শাস্ত্রালোচনা সহ্য হয়।

৩য় প্রতি। আরে তা' নয় বুড়, শঙ্কর কি রকম বিগ্‌ড়েছে। এখন তা'র প্রধান ইচ্ছা কিসে সন্ন্যাসী হ'বে, কিসে সন্ন্যাসীদের দলে মিশ্‌বে।

২য় প্রতি। এই ঠিক কথা! আমি বাঁশবনের ধার দিয়ে আস্‌ছিলাম, আস্‌বার সময় গাছতলায় একজন সন্ন্যাসীকে শঙ্করের নাম দু'তিনবার বল্‌তে শুনেছি। এখন বোধ হ'চ্ছে, সেই যত নষ্টের গোড়া। তা'কে

একবার পেলে হয়, দেখিয়ে দিব, ছেলেমানুষকে সন্ন্যাসী করা কেমন সুখ।

৩য় প্রতি। শুন্‌লেম শঙ্করের মাও তা'র সন্ন্যাসী হ'বার কথা শুনে বড়ই কাতর হ'য়েছেন।

২য় প্রতি। তা'র আর কথা আছে! অমন গুণের ছেলে আর অমন দয়াময়ী মা কি কারুর মেলে!

৩য় প্রতি। চল শঙ্করের কাছে যাওয়া যাগ্। আমরা যদি বুঝিয়ে শুঝিয়ে তা'কে রাখ্‌তে পারি। সূর্য্য না উঠ্‌তে উঠ্‌তেই জগৎ আঁধার হ'বে, এ বড় আক্ষেপের কথা!

২য় প্রতি। তা'কে রাখ্‌তে পাল্লে গ্রামের সকল ছেলেরই উপকার হয়। এখন চল, দাঁড়িয়ে বিলম্ব ক'ল্লে কি হ'বে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কেরল-নদীতীর।

(শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর। কেহ যা'র এ সংসারে নাই,
হেন জনে কোথা আমি পাই?
শিখিব কেমন মন তা'র!

কা'র' স্নেহে নহে সে জড়িত,
কা'র' তরে নহে সে বিব্রত,
সীমাশূন্য হৃদয় তাহার।
বহিতেছে প্রীতি-পারাবার,
আপনার ভাবে চমৎকার,
সে হৃদয় কোমলতাময়!
সে কি জানে এ জ্বালা কেমন,
জ্বলিতেছে কেন বা এ মন,
এ যন্ত্রণা কি হ'লে না রয়?
মায়ামুগ্ধ জীবন আমার,
স্বার্থ তরে করে হাহাকার,
স্বার্থত্যাগ করিব কেমনে?
ভুলিব কি মায়েরে আমার?
ভুলিব কি প্রীতির আধার
কুমারীরে হায় এ জীবনে?
পারিব না, ভুলিব কি ব'লে?
জ্বলে মন ভুলিবারে গেলে,
হেন আশা কি হেতু আমার!
জ্বল্ মন! যত চাস্ জ্বল,
জ্ব,লে গেলে পা'বি শান্তিজল,
আত্মজ্ঞান-সুধা-পারাবার

পরমেশ ! হে শান্তিনিলয় !
তুমি হরি দীনের আশ্রয়,
হর মম স্বার্থ-মায়া যত ;
মায়াবহ্নি জ্বলিছে অন্তরে,
নিবাও হে হরি দয়া ক'রে,
নহে প্রাণ হয় বহির্গত !—
স্বার্থ বৃথা, স্বার্থত্যাগ চাই,
ত্যাগ বিনা মুক্তি কভু নাই,
স্বার্থত্যাগে দেহ উপদেশ।—
ওই আসে জননী আমার,
পুনরায় প্রবাহ মায়ার,
তবে করি নদীতে প্রবেশ।

(শঙ্করের নদীতে অবগাহন। সতী ও তৎপশ্চাৎ কুমারীর প্রবেশ।)

সতী। বাছাধন কেন গেলি চ'লে,
আয় বাছা দু'খিনীর কোলে,
শূন্যকোল রহে যে আমার।

শঙ্কর। [জল হইতে] মাতঃ !
স্বার্থ-রূপী কুম্ভীর ভীষণ,
মোরে হায় করে আকর্ষণ,
মম মায়া কর পরিহার !

সতী। [নদীর তীরে আসিয়া]
হা ঈশান! এই ছিল মনে,
দিয়ে নিধি বল হে কেমনে,
কেড়ে নাও না হ'য়ে কাতর! (রোদন।)

কুমারী। দাদা! দাদা! তবে কি হ'বে! কুমীর কি ছাড়্বে না?

শঙ্কর। এ কুম্ভীর ছাড়িবার নয়,
ইহা হ'তে সবার হৃদয়,
প্রতিপদে যায় ছারখারে!
মাতঃ! রাখ যদি একটী বচন,
এ কুম্ভীরে ছাড়িবে এজন,
কহিলাম নিশ্চয় তোমারে।

সতী। কি বঁলিবি বল বাছাধন,
দিতে পারি আমার জীবন,
যদি তাহে ছাড়েরে কুম্ভীর!

শঙ্কর। মা সত্য কর, কথা রাখ্‌বে?

সতী। ইষ্টদিব্য ক'রে বল্‌ছি তোর কথা শুন্‌ব।

শঙ্কর। তবে মাতঃ! হ'ওনা অধীর,
মন দিয়া করহ শ্রবণ,
সন্ন্যাসী মা হইবে এজন,
তাহা হ'লে ছাড়ে এ কুম্ভীর।

সতী। পুনঃ কেন ক'স্ হেন কথা,

সন্ন্যাসীর নামে পাই ব্যথা।

শঙ্কর। ইহা ভিন্ন ছাড়ে না কুম্ভীর।

কুমারী। মাগো! ওই কথা বলই না কেন!

সতী। (স্বগত।) ব'লব কি? বলি। আগে বাছার প্রাণ বাঁচুক্, তা'র পর যেতে দিব না। বাছা কি আমার কথা এড়াতে পারবে?

(প্রকাশ্যে।) বাছা! আয় কাছে উঠিয়া সত্বরে,

সন্ন্যাসী হইতে দিব তোরে।

শঙ্কর। [উপরে উঠিয়া] মাতঃ!

হৃষ্ট আমি তোমার কথায়,

সন্ন্যাসীকে দাও মা বিদায়,

জ্ঞানার্জ্জনে করিব গমন;

বেদরত্ন বিলাইব নরে,

অজ্ঞানতা পলাইবে দূরে,

পা'বে সবে শান্তির জীবন।

সতী। বাছা! ঘরে গিয়ে খা'বি দাবি চল। আহা! বাছার মুখ শুকিয়ে গেছে।

শঙ্কর। যাইব না কুটীরে জননী,

মিনতি করিয়া বলি আমি;

মায়াফাঁদে ফেল' না আমায়!

ওই দেহ মধ্যাহ্ন ভাস্কর,
বরষিয়া তেজোপূর্ণ কর,
যেন মোরে কহে ইশারায়,—
'উত্তেজিত হৃদয় তোমার,
যদি চায় বেদের উদ্ধার,
ইষ্টপথে যাওরে ত্বরায়।
গেলে এই তেজোময় কাল,
আসে যথা মৃদু সন্ধ্যাকাল,
আসিবে তেমতি সন্ধ্যা তব ;
যা'বে তব উৎসাহ-তপন,
মহাকার্য্য হ'বে না সাধন,
আত্মজ্ঞান পা'বে না মানব।'
তাই মাতঃ ! দাও গো বিদায়,
উৎসাহ যে ক্ষণে হ্রাস পায়,
নিরুৎসাহ ক'র' না আমারে।

সতী। তোর হাতে ধর্‌চি ; বাছা ! অনাহারে যাস্‌নে। তা' হ'লে মনে আজন্ম ব্যথা থাক্‌বে।

শঙ্কর। মায়াপাশে কেন বাঁধ পুনঃ,
করযুগ ছেড়ে দাও মম,
পদে তব করি নিবেদন।

সতী। বুদ্ধিমান্ তুই, তোর কি হেন কথা সাজে। হায়! হায়! তোর জন্যে যে এত কষ্ট পাব, তা' আমি স্বপ্নেও জানি না।—হে মহেশ্বর! অভাগীকে দয়া কর।

কুমারী। দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, কিছু খাবে চল। খাবার পড়ে আছে, কিসে এসে খেয়ে যেতে পাঁরে!

শঙ্কর। কিসে মন কুরে কুরে খায়,
তা'র জ্বালা কিসেই বা যায়,
বলে দিতে পার কি আমারে?
জ্বালা তা'র হইলে উদয়,
ক্ষুধা তৃষ্ণা আর নাহি রয়,
চায় সবে যাইতে নির্জ্জনে।
সেই জ্বালা জ্বালায় আমায়,
দেহ মাতঃ! আমারে বিদায়,
যাই আমি নিভৃত বিপিনে।

সতী। শুষ্ক দারু দহে যথা বনে,
বাছা তোর বচন আগুনে,
জ্বলে যায় শুষ্ক প্রাণ মম;
কত কষ্টে ধরিয়া জঠরে,
তোর মত পেয়েছি নিধিরে,
কেমনে তা' হ'ব বিস্মরণ?

যবে তোরে ধরি দশমাস,
মনে বড় হ'য়েছিল আশ,
পুত্রহস্তে মুখঅগ্নি পা'ব ;
কিন্তু আজ ঘুচা'তে সে আশা,
সন্ন্যাসী কি হ'বি তুই বাছা,
নিরাশার চিরদুঃখ স'ব।
আগে বাছা যা'ক্ মম প্রাণ,
মুখে মম অগ্নি করি' দান,
সন্ন্যাসী হ'ও রে তা'র পর,
হাতে ধরি' বলি বারবার,
অনুরোধ রাখ রে আমার,
হুহু ক'রে জ্বলিছে অন্তর।

শঙ্কর। মাতঃ ! তা'র তরে কিসের ভাবনা,
পূরাইব তোমার বাসনা,
তব পাশে আসিব আবার।
ঐ দেখ ভানু ডুবে যায়,
পরমাণু ধূলাতে মিশায়,
অন্ধকার করে আগমন !
ঐ দেখ তরঙ্গের বারি,
স্বর্ণ মাখি চলে ধীরি ধীরি,
মোরে যেন করিতে জ্ঞাপন,—

'চ'লে যায় উৎসাহ-ভাস্কর,
নিজ কার্য্যে হও অগ্রসর,
মায়ামেঘ উদিল গগণে !"
ঐ দেখ শাখী পাখিগণ,
ঊর্দ্ধশ্বাসে করিছে গমন
সকাতরে কাননে গহনে !
এই মত নরনারী যত,
অজ্ঞানে মা হ'য়ে মর্ম্মাহত,
চারিদিকে খুঁজিছে আশ্রয় ;
কালমেঘ গগণে উদিল,
অজ্ঞানীর কি উপায় বল,
পায় না যে আশ্রয় কোথায় !
ছেড়ে দাও ত্বরা মা আমারে,
যাই আমি কানন ভিতরে,
আত্মজ্ঞান করিতে সাধন ;
যদি কভু পাই আত্মজ্ঞান,
শান্ত হবে তাপিত পরাণ,
ভবক্লেশ হ'বে বিমোচন। (প্রস্থানোদ্যম।)

সতী। দাঁড়া বাছা যাস্‌নি রে চ'লে,
ছেড়ে দিলে পা'ব নারে তোরে ;
যেন মন বলিছে আমার।

শঙ্কর। মায়ায় আচ্ছন্ন তব মন,
তাই মাতঃ! ভাবিছ এমন ;
মনোমায়া কর পরিহার ;—
[বজ্রনাদ।]

ঐ দেখ জলদ গগণে,
মুহুর্মুহুঃ ভীষণ গর্জ্জনে,
যেতে মোরে বলিছে আবার।
নমি তব চরণকমলে,
আসি আমি মা জননী ব'লে,
ত্যজ দুঃখ হৃদয়ে তোমার।
ভাবিও না আমার কারণ,
বৃথা তুমি ক'র' না রোদন,
বেঁচে থাকি আসিব আবার।

[যাইতে যাইতে যোড়হস্তে।]

তব তরে হইনু সন্ন্যাসী,
হে আত্মন্! মম হৃদে বসি,
মায়া যত করহে হরণ।
বহিতেছে দ্রুত সমীরণ,
কাঁদে ওই পশুপাখীগণ,
বৃক্ষ যত করে হাহাকার!

বড়ই আকুল মম মন,
ছাড়িতে এ মায়ার বন্ধন;
নারায়ণ! বল দাও হৃদয়ে আমার!

[দ্রুতপদে শঙ্করের প্রস্থান।

সতী। শঙ্কর! শঙ্কর! ফিরে আয়! বাছারে আমার ফিরে আয়! বার বার জ্বালা দিস্‌নে। ওরে একি হ'ল! জগৎশূন্য, চারিদিক্ অন্ধকার! আমি যে চক্ষে দেখ্‌তে পাই না। হায়! হায়! আমার তবে কি হ'বে! আমার নয়নতারা, আমায় ছেড়ে কোথা গেল। শঙ্কর! শঙ্কর! আমায় ফেলে যেওনা; আমার আর কেউ নাই।

কুমারী। মা! মা! তুমি অমন ক'চ্চ কেন! দাদা কোথায় গেল? দাদা কি আর আস্‌বে না?

সতী। কি বল্‌লি, কুমারি! আমার বাছা আর আস্‌বে না? ওরে কে তোকে বল্‌লে আমার বাছা আস্‌বে না? সত্যই কি আর আস্‌বে না? আমায় আর মা ব'লে ডাক্‌বে না! কে বল্‌লে? আমার বাছাকে এ মতি কে দিলে? আমার শঙ্কর ত তেমন নয়! ওরে, আমার চক্ষু অন্ধ হ'য়ে গেল, আর যে দেখ্‌তে পাই না, কাণে শুন্‌তে পাই না! কুমারি! দেখ্, দেখ্, আমার বাছা কোথায় গেল!

কুমারী। ওমা! আর যে দাদাকে দেখ্‌তে পাই না! দাদা যে ঐ বনে গিয়ে লুকাল! ওমা কোথায় গেল দাদা?

সতী। বনে গেল? আমার শঙ্কর বনে গেল। ওহো!

[সতীর মূর্চ্ছা।

(একজন প্রতিবাসিনীর প্রবেশ।)

প্রতিবা। এ কি! তোমার মা এমন ক'রে পড়ে কেন?

কুমারী। ওগো! দাদা কোথায় দৌড়ে চ'লে গেল, তাই মা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এমনি হ'ল।

প্রতিবা। হায়! হায়! পাড়ায় যা গুজব উঠেছিল, তাই সত্য হ'ল। সতি! সতি! তোমার শঙ্কর আবার আস্‌বে; সে কি তোমায় ফেলে যেতে পারে? একি সংজ্ঞা নাই!—কুমারি! শীঘ্র এই কাপড়খানা ভিজিয়ে আন। বড়ই বিপদ্।

(কুমারীর কাপড় ভিজাইয়া আনয়ন। প্রতিবাসিনী কর্ত্তৃক কাপড় নিংড়াইয়া সতীর মুখে জল প্রদান।)

সতী। [সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল পরে।]

স্থির হও মেঘের গর্জ্জন,
শব্দে তোর হয় ভূকম্পন,
বাছা মোর একাকী কাননে!

আবার, আবার হুহুঙ্কার,
কথা নাহি শুন বারবার,
(তবে) বধ মোরে বজ্র বরিষণে।

প্রতিবা। তবে একি উন্মত্তের প্রলাপ! শোক নাই, বিলাপ ক'চ্চে। আহা! অভাগীর কপালে এত কষ্ট লেখা ছিল। সতি! সতি! ওঠ, কাতর হ'ওনা; শঙ্কর এখনি আস্‌বে। কেন এত আকুল হ'য়েছ?

সতী। অস্তে গেলে কেন দিবাকর,
উঠ, উঠ, উঠ হে সত্বর,
একবার দেখিব শঙ্করে!
অন্ধকার, শুধু অন্ধকার,
ওই শুনি মেঘের চীৎকার,
বাছা কোথা গেল এ আঁধারে?

কুমারী। ওগো! মা অমন ক'চ্চে কেন? আমার দাদা কি আর আস্‌বে না। আমি মা'কে দাদার কথা ব'লে দিয়েছিনু ব'লে, তাই কি দাদা কোথায় চ'লে গেল। আমি যে দাদাকে বড় ভালবাসি। ওমা! তুমি ওঠ না মা, দাদাকে খুজিগে চল না। তুমি মা এমন ক'রে থাকৃলে আমার কান্না পায়! [প্রতিবাসিনীর প্রতি।] তুমি আমায় দাদার কাছে নিয়ে চল, আমি দাদার কাছে যা'ব। [ক্রন্দন।]

প্রতিবা। স্থির হও, কেঁদনা। তোমার দাদা আবার আস্‌বে। এখন তুমি চুপ কর, নহিলে তোমার মা এখনই কাঁদ্‌বে।

কুমারী। আমি চুপ কর্‌চি। আমার দাদাকে ডেকে আন।

সতী। [অকস্মাৎ উঠিয়া] পেয়েছি, পেয়েছি, পেয়েছি! কোথায় যা'বে। ঐ যে আমার শঙ্কর। সূর্য্য! দেখ দেখ, আমার শঙ্কর তোমার চেয়ে উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে ব'সে! দেখ, দেখ চারি জন জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি বাছাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌চে। ওরা কে? ছয় জন যোড়হস্তে দণ্ডায়মান, ম্লানমুখ, কম্পান্বিত কলেবর! আমার শঙ্কর ছ'জনকে শাসন কর্‌চে। পাঁচ জন বশীভূত!—ওরা আবার কে? আহা! কি মধুর রূপ! চাঁদের কিরণে অমৃত মাখান! মরি, কি মনোহর স্বরে বাছাকে ধন্যবাদ ক'চ্চে! একি হ'ল! একি হ'ল! বাছা আবার কোথায় গেল। যাই দেখিগে, দেখিগে। ধ'রে রাখিগে।

[দ্রুতপদে সতীর প্রস্থান।

প্রতিবা। উন্মাদিনী দ্রুতবেগে ছুট্‌চে। শীঘ্র ওর পেছনে পেছনে চল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রজতগিরিপার্শ্বস্থ কানন-সম্মুখে নর্ম্মদানদী।

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ।)

শঙ্কর। পুণ্যবন নিত্য শান্তিময়,
মেঘে মাখা রজত-হৃদয়,
পার্শ্বে নেচে চলে তরঙ্গিণী !
জ্ঞান, ভক্তি, প্রেমের উল্লাস,
বন, গিরি, তটিনী প্রকাশ,
হাস্যময়ী প্রকৃতি-কামিনী !
গুঞ্জে অলি, মুঞ্জে ফুলদল,
বিভুপ্রেমে হইয়া বিহ্বল,
পাখী গায় জগদীশগান ;
ধীরে বয় বসন্ত-মলয়,
ধীরে যেন বলি'ছে সবায়,
ধীর হও পা'বে আত্মজ্ঞান !
[ক্ষণপরে] কিন্তু,
আন্দোলিত হৃদয়ে আমার,
কেন বহে লহরী অপার ?
এ তরঙ্গ নিবারি' কেমনে ?

ছাড়িয়াছি মায়ার সংসার,
ছাড়িয়াছি যা' কিছু আমার,
তবু টানে কে যেন পিছনে ?

(স্তুতিগান করিতেং যোগীন্দ্র গোবিন্দনাথের প্রবেশ।)

পরমরতন, জয় নিরঞ্জন, অখিল পাবন হরি !
পূর্ণজ্ঞানময়, পাতকী-সদয়, নিরুপম জ্যোতিঃধারী !
চিন্ময় ধ্রুব সর্ব্ববাস,
মায়ামোহহর রিপু-বিনাশ,
ক্রমবিকাশ, সাধক-আশ, অনাদি হৃদিবিহারী।
প্রেমানন্দময়, নির্গুণ-নিলয়, সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী ॥

শঙ্কর। আত্মজ্ঞান-চিন্তা-নিমগন,
শান্তিময় যাঁহার জীবন,
ব্রহ্মপূর্ণ উপদেশ যাঁ'র
সংসারের বিষম বাসনা,
যাঁ'র মনে স্পর্শিতে পারে না,
নমে দাস চরণে তাঁহার !

গোবিন্দ। নবীন জীবন, কে তুমি সুজন,
কি কারণ এ বিজন বনে ?

শঙ্কর। আত্মজ্ঞান-ধন, করি আকিঞ্চন,
ভগবন্ ! পাইব কেমনে ?

যা'র আশে ছেড়েছি সংসার,
বুঝিয়াছি অভাব আমার,
ফিরি' সদা গুরু-অন্বেষণে!
তুমি গুরু, চিনেছি তোমায়,
জ্ঞানজ্যোতিঃ মুখে শোভা পায়,—
জ্ঞানসুধা বিতর এ দীনে।

গোবিন্দ। বৎস! আত্মতত্ত্ব বড়ই কঠিন। সামান্য মানবের সাধ্যাতীত নহে। আমি অতি দীন, আমার সাধ্য নাই, কেমন ক'রে তোমাকে প্রদান ক'র্ব্বো। যোগী ঋষিগণ শত শত বৎসর কঠোর তপস্যা দ্বারা যাহা পা'ন না। ব্রহ্মাদি দেবগণও যা'র প্রত্যাশী। আমার কি সাধ্য যে তোমাকে তাহা প্রদান ক'র্ব্বো। বৎস! তুমি বালক, সংসারে ফিরে যাও, পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা করগে! এ বিজন বন, এখানে হিংস্র জন্তুর বাস, এখানে থাক্‌লে তোমার প্রাণহানির সম্ভাবনা। তোমার মুখ দেখে জান্‌চি, ভবিষ্যতে তোমা দ্বারা জগতের অনেক মঙ্গল কার্য্য সাধিত হ'বে। কিন্তু এখানে থাক্‌লে, সকল ভাবী আশা পণ্ড হ'বে। যাও, গৃহে ফিরে যাও, তোমার অভাবে তোমার পিতামাতা কতই ক্রন্দন ক'চ্চেন, তোমার পরিজনেরা কতই কষ্ট পা'চ্চেন।

শঙ্কর। মহাত্মন্!
এই কথা শুনিতে কি হায়,
ছাড়িলাম মায়ার সংসার!
জননীর স্নেহের বন্ধন,
ভগিনীর প্রীতির বচন,
কেন তবে করি পরিহার?
দেখিয়াছি মাতার রোদন,
কুমারীর মলিন বদন,
মায়া সহ করিয়াছি রণ।—
কেন, প্রভো! ভুলাও আমায়,
আত্মজ্ঞান ভুলিবার নয়,
পূরাও দাসের নিবেদন!

গোবিন্দ। ('স্বগত।) এতদিনে সার্থক জীবন,
শিশুরূপে কোন মহাজন,
দীক্ষা আশে কাননে উদয়!
তেজোময় উজ্জ্বল বদন,
মানসের তমো-নিবারণ,
সামান্য বালক কভু নয়।
(প্রকাশ্যে।) বৎস! ইচ্ছা তব হইবে পূরণ,
পঞ্চপূজা করিয়া সাধন,
অষ্টপুরী আগে কর জয়;

মনোবৃত্তি নিরোধ করিয়া,
বাহ্যকাণ্ড সকল ভুলিয়া,
আত্মযোগ করহ নির্ণয়।
যাবৎ না হয় তব জ্ঞান,
সর্ব্বভূতে আত্মা অধিষ্ঠান,
কোনভূত নাহিক আত্মায় ;
আত্মাতেই চলিছে সংসার,
সূক্ষ্মময় প্রভাব তাঁহার,
সূক্ষ্ম হ'তে স্থূলের উদয়।
সাম্যভাব পাইবে যখন,
সৌম্যগুণে করিবে দর্শন,
এক আত্মা নিখিল আবাস ;
জ্ঞানবলে বুঝিবে যখন,
নাশ নাই আত্মার কখন,
তবে পূর্ণ হ'বে তব আশ।

শঙ্কর। মূলতত্ত্ব বুঝেছি এবার,
ছাড় মন অনিত্য ব্যাপার,
নিত্যতত্ত্বে কর আকিঞ্চন।
গুরুদেব! দেহ অনুমতি,
আত্মযোগে হই আমি ব্রতী,
জড়ক্রিয়া দিয়া বিসর্জ্জন।

গোবিন্দ। উঠ, বৎস! আশীষি তোমারে,
আশা তব ফলিবে সত্বরে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কেরলনগর—উপবন।

(কুমারীর প্রবেশ।)

কুমারী। এল গেল কত রবি শশী,
হেরি কত ঊষাসন্ধ্যা হাসি,
ব'সে থাকি চে'য়ে পথ পানে;
কত ঋতু এল ফিরে গেল,
দাদা মোর কেন না আইল,
ভাবি হায় সদা মনে মনে!
মা আমার কাঁদিয়া আকুল,
কে আবার হ'য়ে অনুকুল,
দিবে আনি তাঁ'র সমাচার!
আশাতৃষা করি' নিবারণ,
কে করিবে শীতল জীবন?
নিরাশা মরু যে চারিধার!

(মাধবীর প্রবেশ।)

মাধবী। কেন, ভাই, মলিন বদন?
দীর্ঘশ্বাস মনের বেদন
প্রকাশিছে আঁখি-সরোবর!

চেপে কেন রাখ মনোভাব,
বল তব কিসের অভাব,
কা'র তরে সতত কাতর ?

কুমারী । ভাই !
নাহি জানি কেন কষ্ট পাই !
যবে আকাশের দিকে চা'ই,
বহে হৃদে বিষাদ-পবন ।
ইচ্ছা হয় আকাশের গায়,
মিশাইয়া এ তাপিত কায়,
হেরি সদা সমগ্র ভুবন ।

মাধবী । ভস্ম ঢাকা রহে কি অনল,
সমীরণ হইলে চঞ্চল ?
চাপিয়ে রাখিবে কতক্ষণ ?
ভালবাসা নিরাশের আশ,
মানসের প্রবল হুতাশ,
প্রকাশিছে ও মুখ-দর্পণ !

কুমারী । ছি ছি ভাই ! ও কথা ব'ল' না ।
শুষ্ক প্রাণ মরুর সমান,
ভালবাসা নাহি পায় স্থান,
নাহি জাগে প্রমোদ বাসনা ।

মাধবী। শোন ভাই! ভালবাসি যা'রে,
দূর হ'তে দেখিতে তাহারে
বড়ই আনন্দ বোধ হয়।
যত দেখি তত অভিলাষ;
নাহি মিটে দর্শন পিয়াস,
অদর্শনে দু'খের উদয়।
সেই দু'খ বড়ই মধুর,
কষ্টেতেও প্রমোদ প্রচুর,
ইন্দ্রধনু পদ্মের দর্শন!
পুনঃ তারে নিকটে পাইলে,
ভাসি কত সুখের-সলিলে,
লজ্জায় না বাহিরে বচন!
দেশান্তরে সে যদি আমার,
চ'লে যায় করি' পরিহার,
ব্যথা পাই তা'র অদর্শনে।
নয়নে সলিল অবিরল,
শূন্যময় হেরি ধরাতল,
কতই আশঙ্কা হয় মনে।—

কুমারী। ভাল, বোন, এত ভালবাসা কে শিখালে?

মাধবী। স্বামী, যাঁর গলায় মালা দিয়েচি।

কুমারী। ধন্যি তুই ভাই! এই সবে দেড় বৎসর বিয়ে হ'য়েচে, এর মধ্যেই তোর এত! আচ্ছা ভাই! তা'র সঙ্গে কথা কইতে তোর লজ্জা হয় কেন?

মাধবী। এখন হয়, দু'দিন পরে কি আর হ'বে? তখন ভালবাসা সমান থাকবে, কিন্তু বোধ হয় এমন আমোদ আর পা'ব না। ভাল, কুমারি! তুমি ভাই কা'কে ভালবাস, আমায় বোল্লে না।

কুমারী। আমি আর কা'কে ভালবাস্‌ব বোন্‌? আমার ভালবাসার পাত্র ত খুঁজেই পাই না।

মাধবী। তবে, যখন তখন এই নির্জ্জন স্থানে এসে কি ভাব? কা'র জন্যই কাঁদ, কা'র জন্যই বা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল? তোমাকে আমি মনের কথা বলি, তুমি বল্‌বে না? কা'র জন্য কাঁদ? বলি, সে কে?

কুমারী। দাদা।

মাধবী। অ্যাঁ! এখনও কি তা'র জন্য ভাব? এত দিন সে নিরুদ্দেশ হ'য়ে চ'লে গেছে, তা'র কি আর উদ্দেশ পা'বে? সে যদি বেঁচে থাকৃত, তা' হ'লে এতদিনে আস্‌তই আস্‌ত। কুমারি! তোমাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি। তোমার কষ্ট হ'লে, আমার বড়ই কষ্ট হয়!

কুমারী। ভাই! তোমার ঋণ আমি এ জন্মে শুধ্‌তে পারব না। তুমি যদি আমাকে এত যত্ন না

ক'র্ত্তে, তা' হ'লে কুমারী হয় ত ইহলোক পরিত্যাগ করতো।

মাধবী। কুমারি! আমি বার বার ব'লৃচি, তোমার দাদাকে ভুলে যাও। যখন চার পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সে এল না, কিছুমাত্র তার সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন নিশ্চয়ই তার ভালমন্দ ঘ'টেচে। তা'কে জন্মের মত ভুলে যাও। সে ত তোমার মা'র পেটের ভাই নয়, তা'র জন্য তবে এত চিন্তা, এত দুঃখ কিসের?

কুমারী। ভাই! তাঁ'র অমঙ্গলের কথা ব'ল না। তাঁ'র কোন বিপদ হয় নাই। তিনি নিশ্চয়ই কোন দূর-দেশে আছেন। যখন আমি নিদ্রা যাই, তাঁ'র মূর্ত্তি আমি স্বপ্নে দেখ্‌তে পাই। আমার মন আশা দেয়, "কুমারি! তুমি একদিন না একদিন তাঁ'কে দেখ্‌তে পা'বে!"

মাধবী। শোন ভাই, তোমার বয়স হ'য়েচে; নানাস্থান হ'তে তোমার সম্বন্ধ আস্‌চে; আমার স্বামী কাল একজনের সঙ্গে সমস্ত কথা বার্ত্তা স্থির ক'রে এসেচেন! বোধ হয়, কালই তোমার বিবাহ হ'বে। বিবাহ হ'লে আর কোন ভাবনা থাকৃবে না! তখন স্বামীকে পেলে তোমার দাদাকে একবার মনেও হবে না।

কুমারী। কি ব'ল্লে, মাধবি! আমার বিবাহের সব স্থির হ'য়ে গেচে? মা কি তা'তে মত দিয়েচেন?

মাধবী। পাত্রটী দেখ্‌তে বেশ সুন্দর; বিদ্যাবুদ্ধিও বিলক্ষণ আছে। তোমার মা পাত্রটীর বিষয় শুনেই মত দিয়েচেন। আহা! তিনি এখন পুত্রশোকে জর-জর শয্যাশায়ী। কবে তিনি মর্‌বেন তা'র ঠিক নেই, এ সময় তোমার বিবাহ দিয়ে যেতে পাল্লে ও কতকটা তিনি সুস্থির হ'তে পারেন।

(দুইজন সমবয়স্কার প্রবেশ।)

১ম স। কুমারি! চল ভাই, আজ তোমার গায়ে হলুদ। তোমার মা তোমায় ডাক্‌চে।

কুমারী। তোমরা ভাই যাও, আমি একটু পরেই যা'চ্চি।

২য় স। না ভাই, দেরী কর্‌তে পার্‌বে না। তোমায় এখুনি নিয়ে যেতে ব'লেচে।

মাধবী। চল ভাই, আর দেরী ক'রে কাজ নেই।

কুমারী। যাও ভাই, তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা মাকে বলগে আমি একটু পরেই যা'চ্চি, আমি একবার খানি এইখানে একা থাক্‌ব।

মাধবী। কেন ভাই, একলা থাক্‌বে কেন?

কুমারী। মাধবি! আমি জানি না, আমার মন কেমন ক'চ্চে, আমার ইচ্ছা হ'চ্চে একবার একলা থাক্‌ব। যদি তুমি সত্যই আমায় ভালবাস, তা' হ'লে কথাটী রাখ্‌তে হ'বে।

মাধবী। কুমারি! আমার ইচ্ছা নাই তোমাকে একা রেখে যাই। কিন্তু তা'তে যদি তোমার কষ্ট হয়, তা' হ'লে আমরা যাচ্চি। তুমি ভাই শীঘ্র এস, তোমার মাকে বলিগে কুমারী আস্‌চে।

কুমারী। আমি শীঘ্রই যা'ব।

মাধবী। [সমবয়স্কাদের প্রতি] তবে চ ভাই, আমরা কুমারীর মা'র কাচে যাই।

[কুমারী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কুমারী। একি হ'ল! মন কেন উঠিল জ্বলিয়া,
কাঁপে বুক অস্থির হইয়া
যাতনার উপর যাতনা!—
ছিনু যা'র চির সহচরী,
যা'র তরে সদা কেঁদে মরি,—
কোথা পা'ব' দেখা কি হ'বে না?
দাদা! দাদা!
স্মরণ হ'তেছে সে ঘটন,
হই নাই তাহা বিস্মরণ,
তুমি সেই ব'লেছিলে হেথা,
"যদি কোন্ দূর বনে যাই,
যেই খানে জনপ্রাণী নাই,
কুমারি! তুমি কি পাও ব্যথা?"

ওহো !
কেন শুনেছিনু, মরমে মরিনু,
এ বেদনা কবে যা'বে হায় !
দাদা মোর বিজন বিপিনে,
আমি হেথা, বিবাহ-বন্ধনে
বদ্ধ হ'ব সুখের আশায় ?
নাহি চাহি সুখ, বিধাতা বিমুখ,
দু'খে সুখী জীবন আমার !
তবে কি করিব ? কোথায় যাইব ?
লঙ্ঘিব কি আদেশ মাতার ?
দাদা ! দাও বল, হ'য়েছি বিহ্বল,
কোথা তুমি ? সেথা চ'লে যাই !
অশ্রুনীরে ভিজাব চরণ,
নিবেদিব মনের বেদন,
কি কারণে ছেড়ে গেলে ভাই ?

[প্রস্থান।

(মাধবীর প্রবেশ।)

মাধবী। কোথায় গেল, এইখানে যে ছিল। তা'রে একা রেখে যাওয়া ভাল হয় নাই। কুমারি ! কুমারি ! সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়। কোথায় তুমি !—কই সাড়া শব্দও পাই না। দেখি, আবার কোথায় গেল।

[প্রস্থান।

(দুইজন সমবয়স্কার প্রবেশ।)

১মা। তবে ভাই কি হ'বে? তা'কে ত খুঁজে পাওয়া গেল না।

২য়া। আমি ভাই একজন ছেলেকে ঐ পশ্চিম দিকের পথ দিয়ে ছুটে পালাতে দেখিচি। তা'কে দেখ্‌তে ঠিক কুমারীর মতন।

১মা। তবে ঐ দিকে শীঘ্র চল, ঝোঁপে ঝাঁপে হয় ত লুকিয়ে আছে। বিবাহ হ'বে কিনা, তাই ভারি লজ্জা!

২য়া। তা'র মনে কি আছে? ভগবানই জানে। আমার মনে কেমন সন্দেহ হ'চ্চে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নর্ম্মদানদী—পার্শ্বে রজতগিরি।

(শঙ্কর ধ্যানে নিমগ্ন, গোবিন্দনাথ ও শিষ্যগণের প্রবেশ।)

১ম শিষ্য। গুরুদেব!

হেরিয়াছি অপূর্ব্ব ঘটন,
মনে হয় কত আন্দোলন,
নাহি পারি করিতে প্রকাশ।

তরুমূলে রাখি উপাধান,
গত নিশি আছিনু শয়ান,
　স্বপনের হইল বিকাশ।
মনোহর দিব্য কলেবর,
জ্যোতির্ম্ময় নর কি অমর,
　নাহি জানি, করিনু দর্শন !
স্বর্গীয় সৌরভ সুখময়,
দেহ হ'তে যেন বাহিরয়,
　ভক্তি সনে জ্ঞানের মিলন !
নহে যুবা নহে সে কুমার,
মুখে তা'র আনন্দ অপার,
　পূর্ণতত্ত্ব আকারে প্রকাশ।
পাছে ধায় কত শত জনা,
যোড়করে করি'ছে প্রার্থনা,
　মহাজন দিতেছে আশ্বাস।
হেনকালে পাখীর কুজন,
সহসা ভাঙ্গিল সে স্বপন,
　সমীরণে উন্মীল নয়ন।
অর্দ্ধ রবি—সম্মুখে অম্বর,
ধ্যানে মগ্ন শিখরে শঙ্কর,
　পরক্ষণে করি বিলোকন।

গোবিন্দ। বৎস!

ঘটিবে যে ভবিষ্য-ঘটনা,
অগ্রে তা'র হইল সূচনা,
স্বপ্নে তা'র অস্ফুট আভাস।

বাঞ্ছে যা'রা বিজ্ঞানে মোহিত,
জ্ঞানতন্ত্রে হ'বে নিয়ন্ত্রিত,
বেদকীর্ত্তি হইবে বিকাশ।

সম্মুখে যে হের যতিবর,
ধ্যানে মগ্ন, আত্মায় অন্তর,
জেনো তব স্বপ্নের দেবতা।

জ্যোতিষ্মান্ বিশোক মানস,
সমাধিতে নিয়ত অলস,
আত্মার সাক্ষাতে মত্ত সদা

বিশ্বহিত করিতে সাধন,
লভিয়াছে জনম গ্রহণ,
তরিতে পাতকী জীবগণে।

তোমাদের সাধু অভিপ্রায়,
এতদিনে মুকুলিত প্রায়,
জ্ঞানরবি উদিত গগনে।

(শঙ্করাচার্য্যের ধ্যানাবসানে গোবিন্দনাথের
নিকট আগমন।)

শঙ্কর। গুরুদেব! প্রণমি চরণে,
আশীর্ব্বাদ কর এ অধীনে,
ব্রহ্মনাম বিলাব সবায়।

গোবিন্দ। পূর্ণ হ'ক বাসনা তোমার,
বেদরত্ন করিয়া প্রচার,
পুণ্যময়ী কর বসুধায়।

হের বৎস! শারদ গগণ,
ব্রহ্মমত অদ্বৈত মতন,
সুশোভিত নির্ম্মল আভায়;

মায়ারূপ মেঘ-আবরণ,
যেন আজ করিয়া দমন,
ব্রহ্মতত্ত্ব জগতে জানায়!

ভস্ম সম কুসুম পরাগ,
পত্রবাস যা'দের সোহাগ,
অলিদল প্রিয় জপমালা,

কমণ্ডলু কলিকা-নিচয়
যাহাদের চির শোভাময়,
সূর্য্য-রশ্মি রুদ্রাক্ষের বালা,

ওই দেখ হেন তরুগণ,
যতি সম হইয়া শোভন,
পিকতানে ব্রহ্মনাম গায়!
ওই দেখ উদিত তপন,
মায়ামেঘ করিয়া দমন,
পট্টবাসে আরক্তিম কায়!
আজি বৎস! তব শুভদিন,
রবি সম হইয়া নবীন,
যাও বৎস দীনের উদ্ধারে।
হেন দিনে দীন হীন নর,
মোহবশে হইয়া কাতর,
পাপস্রোতে হাহাকার করে।

শঙ্কর। গুরুদেব! যাঁহার কৃপায়,
এ দাসের পূর্ণ অভিপ্রায়,
শেষ ভিক্ষা চরণে তাঁহার!
অজ্ঞান-তিমির-নাশকারী,
পদরজঃ দিয়া শিরোপরি,
পূর্ণ কর বাসনা আমার।

গোবিন্দ। শিষ্য হ'য়ে গুরুর সম্মান,
যথার্থই রাখিলে ধীমান্!
কীর্ত্তি তব ঘোষিবে ভুবন।

কিন্তু হেন কি সাধ্য আমার,
যা'র মূর্ত্তি জ্ঞানের আধার,
শিরে তা'র দিব এ চরণ!

গুরু হ'তে জ্ঞানী যেই জন,
আত্মারে যে ক'রেছে দর্শন,
তা'র কাছে তুচ্ছ তুলনায়;

কত কল্প ক'রেছি সাধন,
শিষ্য তাই তুমি মহাজন;
(কিন্তু) না পারিনু চিনিতে তোমায়।

শঙ্কর। গুরু হ'তে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই,
যাহা হ'তে হেথা স্বর্গ পাই,
হৃষ্ট মন জ্ঞানের প্রভায়।

গুরুপদ করি সার, পাইয়াছি সারাৎসার,
অসার এ সংসার মায়ায়।

গোবিন্দ। প্রিয়জন!
দেহ মোরে দেহ আলিঙ্গন,
পূর্ণ আজি হইল জীবন,
নাহি সাধ ইহলোকে আর।
বেদের রক্ষায়, ছিলাম ধরায়,
তোমারে দিলাম সেই ভার।

ব্রহ্মার পরম জ্ঞানধন,
সযতনে করিও রক্ষণ,
অনুরোধ রাখিও স্মরণ।

ল'ব আজ সমাধি আশ্রয়,
জীব হ'বে জীবাত্মায় লয়,
অবসর এবে প্রয়োজন।

যাও সবে প্রিয় শিষ্যগণ,
ব্রহ্মনাম করি উচ্চারণ,
যতিশ্রেষ্ঠ শঙ্করের সনে।

বিলম্ব ক'র'না আর, কর বেদের প্রচার,
পাইয়াছ জ্ঞানীর প্রধানে।

সকলে। জয় জয় পূর্ণব্রহ্ম।

[সমবেত গীত।]

তরুণ অরুণ বনপাখিগণ ভজরে মধুর নামে।
কানন গহন কর আরাধন কুসুম বরিষণে॥
ছড়ায়ে পবন সুরভীবাস ;
প্রেমময় গুণ কর বিকাশ,
প্রেমে মজ' তা'র ফুল্লবাহিনী কুলুকুলু কল গানে।
নর মোহপাশ বিনাশ হ'বে পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানে॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কাশীধাম-মণিকর্ণিকার ঘাট।

(শঙ্কর ও ভাস্করের প্রবেশ।)

ভাস্ক। ও ঠাকুর! আমায় ছেড়ে দিন; আপনার সঙ্গে আর যে চল্‌তে পারি না; এই দেখুন আমার পায়ে ফোস্কাটা গোলে গেল। উহু! উহু! গেলুম্ রে বাবারে, বড় জ্বালা, বড় জ্বালা।

শঙ্কর। সহ্যগুণে সহরে যাতনা;
জ্ঞানরত্ন নহিলে পাবে না,
সহ্যগুণ জ্ঞানের উপায়।

ভাস্ক। রেখে দিন আপনার জ্ঞান! আমার প্রাণ যায়। সাধুগিরির না'কে খৎ। উহু! আমার মাথা খুঁড়্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে। পা'টা যে জ্ব'লে গেল; কেটে ফেল্‌ব না কি?

শঙ্কর। বৎস!
কষ্ট বিনা ইষ্ট নাহি হয়,
ধর্ম্মশাস্ত্র করি'ছে নির্ণয়,
সাধুগণ তাই কষ্ট পায়!

ভাস্ক। ও ঠাকুর! আপনি ক্ষান্ত হ'ন, এখন আপনার উপদেশ ভাল লাগে না। জানি, আপনি একজন ভারী পণ্ডিত। আমার মতন লোকের আর উপদেশে

কাজনেই। আপনার আশ্রয় ল'য়েছি ব'লে কি এতই কষ্ট দিতেহয় ! আমার ভারী ইচ্ছা একজন সাধু হ'বো। তা' আমার অদৃষ্টে ঘট্‌চে না। আজ্ঞা করুন আমি চ'লে যাই। আপনার সঙ্গে এ দেশ ও দেশ ঘুরে আর পায়ের ফোস্কার জ্বালা সহিতে পারি না। আমায় ছেড়ে দিন, আমার মতন লোক সঙ্গে থাকৃলে আপনার কি লাভ হ'বে?

শঙ্কর। শুন, বৎস! কি লাভ আমার,
শান্তি পা'ব মানব জীবনে!
একজন হ'লে জ্ঞানবান্,
দলমধ্যে শৃগাল সমান,
শতজন চা'বে জ্ঞানধনে।
জ্ঞানরবি উদিত হইলে,
মোহের কুয়াসা যা'বে গ'লে,
রোগ শোক র'বে না ধরায়;
চিদানন্দে ভাসিবে মানব,
ভুঞ্জিবেক শান্তির উৎসব,
ভব হ'বে ত্রিদিব-আলয়।
(তাই) শত শত জ্ঞানীজন হ'তে,
তব সঙ্গ ভালবাসি চিত্তে,
হয় যদি তোমার উদ্ধার;

অস্ত্রাঘাতে কাতর হ'ওনা,
সহ্য কর যতেক যাতনা,
জ্ঞানলাভে চেষ্ট অনিবার।

ভাস্ক। ও ঠাকুর! ক্ষান্ত হন। জ্ঞান জ্ঞান ক'রে কি আপনি পাগল হ'তে চান? কথায় বলে, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, এবার আমাকেও দেখ্‌চি, পায়ের ঘায়ে পাগল হ'তে হয়! ও বাবারে, কুকুরের নাম ক'ত্তে ক'ত্তেই যে কুকুরের সঙ্গে কে আস্‌ছে গো! ও বাবা কি কিম্ভূত কিমাকার চেহারা! ছেড়ে দিন ঠাকুর আমি পালিয়ে বাঁচি।

(কুকুর সহ একজন চণ্ডালের প্রবেশ।)

ভাস্ক। ও ঠাকুর! ও যে আবার কাছে ঘেঁসে আসে!

শঙ্কর। হে চণ্ডাল! একটু পাশ দিয়ে যেও।

চণ্ডাল। ঠাকুর! বলি তোর এ কি রকম কথা শুন্‌লেম্, তুই একজন ভারী পণ্ডিত, ভারী বুঝিস্, তা এই বুঝি? মুই যাব, কোথা যাব? মুই কি ছাড়্‌তে পারি। সে যে যাবার নয়; লোকে বলে সে ছেড়া কানি বদলে নতুন কানি পরে। হায়! হায়! বড় দুঃখু! যে জানে সেও অন্ধার করে।

শঙ্কর। চণ্ডাল! তুমি আমার গুরু। আমার দোষ মার্জ্জনা কর। আমি ভ্রমক্রমে এমন কথা ব'লেছি।

ভাস্কর। বলি ঠাকুর! ও করেন কি? ও কিম্ভূত কিমাকার চণ্ডালের পায়ে ধরেন? বলিহারি আপনার ব্রহ্মজ্ঞান! এই কি আপনার সাধুগিরি?

চণ্ডাল। ঠাকুর! তুই মোর গুরু, মুই সামান্যি চণ্ডাল! মোর সব চুল সাদা হ'য়ে গেল, এ বয়েসে তোর মতন লোক কখন দেখিনি। তুই গ্যাব্‌তা!

শঙ্কর। হে চণ্ডাল! তোমার কৃপায় জীবন সার্থক হ'ল। আজ আমার জ্ঞানচক্ষু মোচন হ'ল। ভেদজ্ঞান দূরে গেল।

চণ্ডাল। তোর কথায় ভারী খুশী হলুম্। আজ মুই মনখুলে আশীষ্ ক'চ্চি, দেখিস্ ভগবান্ তোর দুনো পরমাই দেবে। মোর কথা কখন ঝুট হ'বে না। শোন্ ঠাকুর! আজ তোর কাছে এক কথা জান্‌বার লেগে এসেচি। বল্‌তে পারিস্, লোক গুলা কেন মরে, ম'রে কোথায় যায়।

শঙ্কর। কার্য্য সাঙ্গ হ'লেই অবসর। সেই অবকাশই মরণ। অবসর পেলে যেমন আমাদের কোন হানি হয় না, সেইরূপ মরণে জীবের কোন হানি হয় না। জীবাত্মা পুনরায় নূতন কাপড় পরেন।

চণ্ডাল। আচ্ছা ঠাকুর, জীব নতুন কাপড় পরে, কেমন ক'রে? তখন কি তার পের্‌মাই নষ্ট হয়?

শঙ্কর। জীবাত্মা নির্লেপ ভাবে যতদিন একদেহে থাকেন সেই সময়ের নাম পরমায়ু। পরমায়ু শেষ হ'লে জীবের নূতন কাপড় পর্‌তে ইচ্ছা হয়। যেমন একখানি কাপড় অনেক দিন পর্‌লে তাহা পুরাতন ও জীর্ণ হ'য়ে যায়, তখন সে খানি ত্যাগ ক'রে একখানি নূতন কাপড় পর্‌তে হয়, সেইরূপ এই দেহ কর্ম্মভোগে জীর্ণ হ'লে, জীব ইহাকে ছেড়ে নূতন দেহে প্রবেশ করেন। পরমাত্মা সকলের দেহেই বিদ্যমান, কিন্তু সাধারণে জান্‌তে পারে না। যে জানে সেই মুক্ত।

চণ্ডাল। ভাল ঠাকুর! যখন পেরমাই শেষ হয়, তখন জীবের সঙ্গী হয় কা'রা?

শঙ্কর। তখন, সূক্ষ্ম পঞ্চভূত তাঁ'র সঙ্গে নূতন দেহে প্রবেশ করে। যে লোক যেরূপ কাজ করে তা'র সেইরূপ দশা হয়। ভাল মন্দ কাজের জন্যই লোক সুখ দুঃখ ভোগ করে। কেহ পশু, কেহ মানুষ, কেহ বা দেবতা হয়। এইরূপে একআত্মা বহু জীবরূপে উৎকৃষ্ট হ'তে নিকৃষ্ট কীটাণুতেও বাস ক'রেন। সেই আত্মাই উপাধিবিশিষ্ট হ'য়ে ঈশ্বর বা সকল সমষ্টিস্বরূপ হিরণ্যগর্ভ নামে কথিত হ'ন। যিনি ভবিষ্যতে শান্তি চান,

সেই ব্যক্তিই হিরণ্যগর্ভকে জান্‌তে চেষ্টা করেন। তাঁ'কে জান্‌তে পার্‌লে, তাঁ'র পরলোকের ভয় থাকে না। নির্ভয়, নিশ্চিন্ত, জিতেন্দ্রিয় ও সংসারের হাত হ'তে মুক্ত হ'য়ে মানব পরমানন্দ লাভ করে।

চণ্ডাল। ঠাকুর! তোর দয়ায় মোর প্রাণের ভয় গেল। মুই আজ আনন্দ রাখ্‌তে পারি নে, তোকে পেন্নাম। মুই চল্লুম। তোর কথা শুনে, আর যম-বেটাকে ভয় করিনি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

গৃহ।

(মণ্ডনমিশ্র ও শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ।)

মণ্ডন। দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি কা'র আদেশে আমার গৃহে প্রবেশ করিলে?

শঙ্কর। যাঁ'র আদেশে এই সংসারে এসেছি, যাঁ'র আদেশে ভিক্ষু হ'য়েছি। যে জন্য তোমাকে প্রয়োজন হ'য়েছে।

মণ্ডন। চোরের মতন কি জন্য এলে?

শঙ্কর। পরমজ্ঞানী মণ্ডন বাহির দ্বার রুদ্ধ ক'রে কা'র শ্রাদ্ধ ক'চ্চেন, তাই জানতে এলেম।

মণ্ডন। তুমি জ্ঞানী ব'লে পরিচয় দিতে চাও; কিন্তু তুমি ভণ্ডের অগ্রগণ্য! নহিলে গর্দ্দভের দুর্ব্বহ কন্থাভার বহনে যা'র কষ্টবোধ হয় না, শিখা ও যজ্ঞসূত্র বহন কর্ত্তে তা'র মাথায় কি আকাশ ভেঙ্গে পড়ে?

শঙ্কর। তোমার পিতৃপুরুষের দুর্ব্বহ কন্থাভার আমার পক্ষে কষ্ট কর নয়। শিখা ও যজ্ঞসূত্র শ্রুতির-ভার, তাই পরিত্যাগ ক'রেছি।

মণ্ডন। তুমি অতিকপট! তুমি পাণিগৃহীত স্ত্রী-রক্ষণে অসমর্থ হ'য়ে শিষ্যপুস্তকভার বহন ক'রে লোকে ব্রহ্মনিষ্ঠতা দেখা'চ্ছ।

শঙ্কর। ছি! ছি! গুরুসেবায় অলস স্ত্রীসেবায় রত ব্যক্তি কর্ম্মনিষ্ঠ ব'লে খ্যাত হয়, এ বড়ই আশ্চর্য্য!

মণ্ডন। যে স্ত্রীলোক হ'তে জগৎ দেখিল, লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হ'ল, সে কি না স্ত্রীলোকদিগকে নিন্দা করে। এমন কৃতঘ্নতায় ধিক্!

শঙ্কর। যা'র স্তন্য পান ক'রেছ, যা হ'তে জগৎ দেখ্‌লে, এমন মাতৃসম স্ত্রীলোকের সহিত কি প্রকারে পশুবৎ আচরণ কর। এরূপ মূর্খতায় ধিক্!

মণ্ডন। পিতা মাতা পুত্র পরিজন,
জগতের নন্দনকানন,
স্নেহ, প্রেম, ভক্তিফুল ধরে!
স্নেহরস অমিয় মাতার,
ত্রিদিবে তুলনা নাহি যা'র
শান্তি-সুধা কলুষ সংসারে।
অপার্থিব প্রিয়ার মিলন,
সুখময় প্রেমের বন্ধন,
বিধাতার স্বর্গ-নিদর্শন।
বন্ধুর সরল প্রিয়ালাপ,
শরতের নির্ম্মল কলাপ,
সন্তাপীর তাপ নিবারণ।
পিতা মাতা পুত্র পরিজন,
পরস্পরে হইলে নির্ম্মম,
বিপর্য্যয় হইত সংসার।
মাতা যদি ত্যজিত কুমারে,
পত্নী যদি ভুলিত পতিরে,
বিশ্বসৃষ্টি হইত সংহার।
কে করিত বেদের গৌরব,
কে করিত যাগাদি উৎসব,
হে দুর্ব্বুদ্ধে! থাকিতে কোথায়?

পাপমতি নর জেনে শুনে,
পরিহাসে রমণী রতনে,
জানে না যে নিন্দে বিধাতায়!

শঙ্কর। পিতা মাতা পুত্র পরিজন,
এ সকল সংসার-বন্ধন,
জ্ঞানী জন করে পরিহার;
এ বন্ধন নরক ভীষণ,
মোহে নর সহে উৎপীড়ন,
মুক্তিপথে মায়া-অন্তরাল।
মায়ামোহে মোহিত যে জন,
অজ্ঞানতা যা'র আবরণ,
তা'র তরে ঘৃণিত সংসার;
তাই সিদ্ধ যোগী ঋষিগণ,
এ বন্ধন ক'রেছে ছেদন,
শ্রুতিশাস্ত্র করি'ছে প্রচার।

মণ্ডন। বিশ্বহিতে ধাতার সৃজন,
সৃষ্টিহিতে যাগাদি সাধন,
বেদবাক্য করে সপ্রমাণ।
গৃহধর্ম্ম করিয়া পালন,
মহাসত্ত্ব করিল সাধন,
রাজর্ষি জনক মতিমান্।

শঙ্কর। হে মণ্ডন! মুণ্ডকাদি শ্রুতি নির্দ্দেশ করিতেছে, যে অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য করে সে স্বর্গাদি ভোগের নিমিত্ত একমাত্র পথ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অপরাবিদ্যা ব্রহ্মলাভের কারণ নয়। কর্ম্মকাণ্ডের ফল স্থায়ী হয় না। এই জন্য বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী, জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করিলে, পুণ্যপাপশূন্য হইয়া প্রলয় কালাবধি হিরণ্যগর্ভে বাস করেন; পরে পরমব্রহ্মে লীন হন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন, "হে অর্জ্জুন! বেদ ত্রিগুণবিষয়ক, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও।" অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকাণ্ড অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে ত্রিগুণাতীত পরমব্রহ্ম তাহাই পাইবার যোগ্য হও। জ্ঞানীমাত্রেই পরমব্রহ্মের উপাসনা করিবেন। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে তিনিই জ্ঞানী, বেদে তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়াছে। তাই বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রহ্মর্ষি, জবালা নাম্নী বেশ্যার পুত্র সত্যকাম জ্ঞানযোগে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অহো! বেদের পরমার্থ জানিয়া তুমি প্রবৃত্তিতে মুগ্ধ রহিয়াছ। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক।

মণ্ডন। সন্ন্যাসিন্! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। তুমি পরমজ্ঞানী; তোমাকে চিনিতে পারি নাই। আজ আমি তোমাকে পাইয়া অতিশয় কৃতার্থ হইলাম। তোমার বয়স অল্প, কিন্তু তুমি বিদ্যায় প্রবীণ।

আজ আমি তোমার সঙ্গে শাস্ত্রতর্কে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি।

শঙ্কর। হে মণ্ডন! আমি যে আশায় আসিয়াছি, সেই কথা তোমার মুখে শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তোমার সহিত শাস্ত্রালাপ করিব ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।

মণ্ডন। শাস্ত্রতর্কে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা এক অঙ্গীকার সূত্রে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করি। হে সন্ন্যা-সিন্! যদি তুমি পরাস্ত হও, তাহা হইলে তুমি আমার শিষ্য হইয়া সংসারাশ্রম গ্রহণ করিবে, আর যদি আমি পরাস্ত হই, তাহা হইলে এই যজ্ঞসূত্র ও শিখা পরিত্যাগ করিয়া তোমার সহিত বনবাসী হইব।

শঙ্কর। ভাল, তাহাই আমি স্বীকার করিলাম। কিন্তু হে মণ্ডন! আমি তোমার পত্নী ভারতীকে মধ্যস্থ করিতে ইচ্ছা করি। শুনিয়াছি, বিদ্যায় তিনিই সাক্ষাৎ সরস্বতী।

মণ্ডন। ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অমৃতপুর-গুহাচৈত্য।

(সুবাহু আসীন। অগ্নিভূতি ও সুমতি জৈনের প্রবেশ।)

অগ্নি। হে ভগবন্! হে অর্হন্! বিধর্ম্মীর অত্যাচার আর ত সহ্য করা যায় না। দিন দিন পারগত মহাবীরের নামে কলঙ্ক র'ট্‌ছে। এখন কেহ আর জিনেশ্বরের মহাবাক্য পালন করে না। অহিংসা, সুনৃত, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ ছেড়ে, এখন লোকে লোভী, মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী, কপট ও মোহবন্ধে জড়িত হ'য়েছে। জিন নাম বিলুপ্ত হ'বার উপক্রম। আপনি দয়া না ক'ল্লে, বোধ হয় এবার আর কেহই কেবলীর নাম মুখে আনবে না!

সুবাহু। বিনেয়! বৃথা পরিতাপ পরিত্যাগ কর। আমি এসেছি, আমার কাজের নিমিত্ত, অপরের চর্চ্চায় আবশ্যক কি? আশ্রমেই যদি জীবন গেল, তবে ভিক্ষু জীবনের ফল কি?

সুমতি। হে শুদ্ধমতি! কেন যে আপনার নিকট এসেছি, তা' আপনি এখনও জান্‌তে পারেন নাই। স্বধর্ম্মের উপর যা'র অটল বিশ্বাস, বিধর্ম্মীর তীব্র কটাক্ষপাতে তা'র হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগে! এমন কে

নরাধম আছে, যে নিজ ধর্ম্মের অবনতি দেখলে কাতর না হয়!

সুবাহু। হে অনূচান! লোক-বিজয়তত্ত্ব জেনেও এখনও তোমার আস্রব যায় নাই। গুণের বন্ধে এখনও তুমি বন্দী? নহিলে যা'র বোধ জন্মেছে সে কি সুখ দুঃখকে মনে স্থান দেয়? ত্রিকালজ্ঞিৎ বর্দ্ধমানের মহাবাক্য এই, "মেধাবী অরতি নিবারণ করিবে, যথাকালে মুক্তি পাইবে।" তুমি অনাগার, অন্যে কি ক'চ্চে তা' দেখ্‌বার তোমার আবশ্যক নাই। শুভকর্ম্মে অনেক বিঘ্ন, তা' ব'লে কি ভিক্ষু বিঘ্নের দিকে দৃক্‌পাত করে?

অগ্নি। হে সিদ্ধোপাসক! পিতার মুখে বাল্যকালে শুনেছিলাম, ভট্ট কুমারিল বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারকালে, অস্ত্র ও কৌশল বলে আপনার পথ পরিষ্কার ক'রেছিল। ইন্দ্রজাল দ্বারা জৈনরাজগণকে বশীভূত ক'রে প্রধান প্রধান যতিগণের প্রাণবধ ক'রে সুখী হ'য়েছিল। এমন কি শুনেছি, আমার প্রপিতামহের ভ্রাতা সেই পাপাত্মা দ্বারাই নিহত হ'ন। প্রভো! সেই কুমারিলের এত অত্যাচারেও যে ধর্ম্মের কণামাত্র ক্ষয় হয় নাই, এখন কি একজন সামান্য বালক হ'তে এই পবিত্র ধর্ম্ম লয় প্রাপ্ত হ'বে! আমাদের ধর্ম্মপালনে ধিক্!

সুমতি। আপনি সদয় না' হ'লে জৈনভিক্ষুর অস্তিত্ব লোপ হয়। সত্য, কুমারিলের অত্যাচারে জৈনমাত্রে কষ্ট সহে ছিল; কিন্তু তা' শুনেছি মাত্র, দেখি নাই। এখন বোধ হ'চ্চে তা'র চেয়ে দুঃসময় উপস্থিত। জৈনভিক্ষু অগারীদের গৃহে গেলে, তা'রা আর পূর্ব্বমত যত্ন করে না, স্বইচ্ছায় খাদ্যদ্রব্যাদি দেয় না, গৃহ হ'তে বাহির ক'রে দিতে চেষ্টা করে। সাধুগণ ধর্ম্মপালন জন্য কা'রও কাছে কিছু চাইতে পারেন না, পাছে মানবের মনে কষ্ট হয় এই জন্য কিছু ব'লৃতেও পারেন না, ধর্ম্ম-নিন্দা শ্রবণ মহাপাপ, এ কারণ তাঁ'রা আর লোক সমাজে যা'ন না। অনাহারে কতশত ভিক্ষু প্রাণত্যাগ ক'চ্চে, কতশত ভিক্ষু স্বধর্ম্ম ছেড়ে পরধর্ম্ম গ্রহণ ক'চ্চে। হে প্রভো! আমরা অকৃতসন্তান। আমাদের কোন ক্ষমতা নাই; তাই আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করি।

সুবাহু। "আমি একা, আমার কেহই নাই, আমিও কাহারও নহি।" এই মহাবাক্য জেনেও ভিক্ষু অন্যের জন্য কাতর হয়, এ বড় অন্যায়! যে ভিক্ষু স্বধর্ম্ম পাল-নের জন্য প্রাণত্যাগ করে সে ধর্ম্মপদ লাভ করে। তবে কেন তোমরা ব্যাকুল হ'য়েছ? যে নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে পরধর্ম্ম গ্রহণ করে, তা'র বাসস্থান সপ্ত নরক। জীবের ২৫ যোনি পরিভ্রমণ পরেও স্বধর্ম্ম-

ত্যাগী নির্ব্বাণপদ পায় না। তোমরা আপন কাজ পালন কর। পরচর্চ্চা করা ভিক্ষুর উচিত নয়।

সুমতি। ভগবন্! আপনি যদি অনুমতি করেন, তা' হ'লে জৈনরাজ পরিমল স্বধর্ম্মের জন্য অস্ত্রধারণ করে। এখন বোধ হ'চ্ছে, অস্ত্রধারণ ব্যতীত সেই বালকের কূটতর্ক হ'তে কা'রও জয়লাভের সম্ভাবনা নাই। অপ্রত্যক্ষ দেবতা মত প্রচার ক'রে সে এখন সকল স্থানে বিখ্যাত হ'য়েছে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, ভাগবত, পঞ্চরাত্র, বৈখানস, সৌর, গাণপত্য, ভৈরব, কাপালিক, সাংখ্য, যোগ, চার্ব্বাক, জৈন এবং সৌগতাদি অনেক বিভিন্ন মতাবলম্বী, তা'র কাছে পরাস্ত হ'য়ে অপ্রত্যক্ষ দেবতামত স্বীকার ক'রেছে!

অগ্নি। প্রভো! আজ্ঞা করুন, আমি সেই দুরাচারকে হত্যা ক'রে হৃদয়ের আক্ষেপ নিবারণ করি। জানি প্রাণীহিংসা মহাপাপ, মহাবাক্য লঙ্ঘন হ'বে। কিন্তু স্বধর্ম্ম ও জৈনদের জন্য সে মহাপাপ বহিতেও দুঃখিত নহি।

সুবাহু। ছি! ছি! তোমার কথা শুন্‌লেও মহাপাপ হয়। স্বধর্ম্ম লঙ্ঘন অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রবার শ্রেয়ঃ। জিনদেব আচারাঙ্গে উপদেশ দিয়েছেন, 'লঙ্ঘন অপেক্ষা বিষগ্রহণ করিবে।' যদি বিধর্ম্মীর অত্যাচার নিতান্তই

অসহ্য হয়, তবে আয়ুর অবসান কর। এগারখানি সূত্রমধ্যেই মহাবাক্য একভাবে বল্‌ছে "প্রাণীহিংসা করিও না, প্রাণীহিংসা মহাপাপ!"

সুমতি। তবে কি প্রভো! জৈনধর্ম্ম লোপ হ'বে? জিনদেবের নাম পৃথিবীতে থাক্‌বে না?

সুবাহু। তুমি এখনও প্রাথমকল্পিক। তাই জান না, যে ধর্ম্মের মূলে সত্য আছে, কোনকালে তা'র লোপ হয় না। জীব, লোক, সিদ্ধ ও সিদ্ধিতত্ত্ব যে জানে না, সেই বালক হ'তে কেমন ক'রে অর্হৎধর্ম্মের লোপ হ'বে। যে নবতত্ত্ব জানে না, শূন্যের সত্ত্বা স্বীকার করে, সে কেমন ক'রে জিনদেবের পুত্রগণকে বশীভূত ক'র্‌বে! এমন কি সেই দুরাচার কুমারিলও এক সময় জিনধর্ম্মের নিকট পরাজিত হ'য়েছিল। পরে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র জান্‌বার জন্য একজন অর্হতের কাছে কিছুকাল অধ্যয়ন করে। সেই অধ্যয়ন বলেই শ্রমণ ও অর্হণগণকে পরাস্ত কর্ত্তে সমর্থ হ'য়েছিল। বৃদ্ধবয়সে যখন তা'র অনুতাপের সময় এল, গুরুহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার জন্য অগ্নিকুণ্ডে জীবন প্রদান করে। বৃদ্ধ জেনেছিল, জিনদেবের মহাবাক্য মিথ্যা নয়।

অগ্নি। তবে কি আমরা অজীবের মত নিশ্চেষ্ট থাকব। আপনি কি সদয় হ'বেন না! আপনি যদি

সদয় হ'ন; তা' হ'লে নিশ্চয় আমাদের দুঃখ দূর হয়।

সুবাহু। আমাকে কি কর্ত্তে বল? যা'তে তোমরা সুখী হ'বে।

অগ্নি। আপনি যদি সেই বালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, তাঁকে ধর্ম্মশাস্ত্রে পরাজয় ক'রেন, তা' হলেই আমরা যার পর নাই সুখী হই। সে বালকের সঙ্গে তর্ক করা, আমাদের ক্ষমতার অতীত।

সুবাহু। শত বৎসর গত হ'ল!—এ বৃদ্ধবয়সে আর শাস্ত্রালোচনা কর্‌বার ইচ্ছা নাই। এখন যে ক'দিন জগতে আছি, ধর্ম্মপদ চিন্তায় জীবন ক্ষয় করি, ইহাই আমার ইচ্ছা।

সুমতি। আপনাকে কোনকালে অনুরোধ করি নাই, মিনতি ক'চ্ছি, এবার দয়া ক'রে আমাদের অনুরোধ রক্ষা করুন। নাহ'লে আত্মঘাতী হ'য়ে, আপনার সম্মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন ক'র্ব্বো।

সুবাহু। ভাল, আমি স্বীকার ক'ল্লেম। তোমরা এই গুহাচৈত্যে অবস্থান কর, আমি শৃঙ্গগিরির মঠে যা'ব। সেখানকার প্রধান যতির সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে, কোন কাজই কর্‌বো না।

অগ্নি। আমরা কৃতার্থ হ'লেম।

সুমতি। জিনদেব বুঝি এবার মুখ তুলে চাইলেন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গুহা-চৈত্য সম্মুখ।

(কুমারীর প্রবেশ।)

কুমারী। সুখহাসি ছায়াবাজি সম,
নিশান্তে স্বপন-রেখা যেন
আশা দিয়া ভাসিয়া প'লায় !—
কত দেশ ঘুরিনু ফিরিনু,
তবু তাঁ'র দেখা না পাইনু,
বিফল এ পরিশ্রম হায় !

[নিকটস্থ বৃক্ষতলে উপবেশন।]

(কিয়দ্দূরে সুমতি ও অগ্নিভূতির প্রবেশ।)

সুমতি। দেখ, অগ্নিভূতি ! দেখ, একজন বালক সন্ন্যাসী ঐ গাছ তলায় ব'সে !

অগ্নি। বালকটী দেখ্‌তে কেমন সুন্দর !

কুমারী। (স্বগত।) পা'ব কি পা'ব কি পুনঃ তাঁ'রে ?
প্রাণ মম কি যেন কি করে,
পা'ব না কি দাদারে আমার ?

ধীরে ধীরে ওই সন্ধ্যা আসে,
কাঁদে প্রাণ, আকুল তরাসে,
বুঝি দেখা নাহি হ'ল আর !

অগ্নি। দেখ, সুমতি, বালকটী ব'সে কি ভাব্‌ছে !

সুমতি। চল, কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, ও কে ? এ সময় এখানে কেন ?

[কুমারীর নিকট উভয়ের গমন।

অগ্নি। কে তুমি ? তুমি বালক, তোমার এ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণের কারণ কি ?

কুমারী। আমি কে ? তা' আমি নিজেই জানি না। কেন সন্ন্যাসী হ'য়েছি, তা'ও বল্‌তে পারি না। এসেচি শঙ্কর আশায়। কিন্তু সন্ধ্যার কিরণ, কতক্ষণই বা আশা দেয় ?

অগ্নি। তোমার দেশ কোথা ? আর সে শঙ্করই বা কে ?

কুমারী। কোথা দেশ ? তা'ও কি মনে আচে ! শুধু এইমাত্র জানি।

দু'খে সুখী যথায় জীবন,
প্রকৃতির কুসুম-কানন,
মধুর মলয় ধীরে বয় !

ফোটে ফুল আপন আদরে,
নীরবতা কুসুম আখরে
কহে কথা লতায় পাতায় !—

অগ্নি। এ কেমন দেশ ? ফুল কথা কয়, দু'খে সুখী হয়, আদরে ফুল ফোটে ! এ কেমন ধরা ? সে কি ভুইফোঁড় দেশ !

কুমারী। কিন্তু আর নাহি সে রকম,
হারাইয়া প্রাণের রতন,
অনাথিনী তাপিত হৃদয় !
শরতের নীরব রজনী,
নহে আর তাপ-নিবারিণী;
হাসে না সোহাগে ফুলচয় !
পাখীগণ করে না কূজন,
লতাপাতা মুদিত নয়ন,
উষা-ফুলে ঝুরে আঁখি জল !
যা'র সুখে সুখী সে নগর,
হারাইয়া প্রাণের শঙ্কর,
নিরন্তর শোকেতে বিহ্বল !

সুমতি। বালক ! তুমি কি আমাদের সঙ্গে উপহাস ক'চ্চ ? তোমাকে যা' জিজ্ঞাসা ক'চ্চি, তা'র প্রকৃত উত্তর দাও। শঙ্কর শঙ্কর ক'চ্চ, সে কে ?

কুমারী। তৃপ্তিময় মুখে হাসি মাখা,
অমিয়ার তুলি দিয়া আঁকা,
অমল ধবল সুধাকর!—
কোমল অধীর ভাবভরা,
উজলে বিমল সুখ-তারা,
বিকল অন্তর দিবাকর!

অগ্নি। অত ভূমিকায় কাজ নাই, থাম। আমরা ত খুব বুঝ্লেম!

সুমতি। তুমি যে শঙ্করের নাম ব'ল্লে, সে কি সাধু?

কুমারী। সাধু কি অসাধু, তা' তিনিই জানেন।

সুমতি। তোমার বাড়ী কি কেরলদেশে? কেরলের মত ঠিক তোমার কথা। কেরলদেশের ছেলেগুলই অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হয়। অগ্নিভূতি! আমাদের বিপক্ষে যে ধর্ম্ম প্রচার ক'চ্চে, তা'রও বাড়ী না কেরলদেশে?

অগ্নি। হ্যাঁ, কেরলদেশেই বটে। দশ বার বছর বয়সের সময় সে সংসার ছাড়ে।

কুমারী। সেই বটে, নিশ্চয়ই তিনি। আমাকে দয়া ক'রে ব'লে দাও কোথায় তিনি আছেন, তাঁ'কে একবার দেখ্‌বো ব'লে, দু'বছর আমি ঘুরে ঘুরে

বেড়াচ্চি। কোথাও তাঁ'র সন্ধান পাই নাই। আজ আমার সুপ্রভাত, তাই তোমাদের সঙ্গে দেখা হ'ল। দয়া ক'রে বল, কোথায় তিনি আছেন?

সুমতি। যেখানে দশজন সেখানেই সে, সেই বিধর্ম্মীর নাম ক'ল্লেও মহাপাপ হয়, অপর ধর্ম্মের নিন্দা তা'র অঙ্গের ভূষণ।—ভাল, তা'কে তোমার দরকার কি? আর তা'র জন্যই বা ঘুরে বেড়াচ্চ কেন?

কুমারী। তাঁ'কে একবার দেখ্‌বো ব'লে।

অগ্নি। বা! এত ভারি মজার লোক। এক-জনকে দেখ্‌বে ব'লে দু'বছর এদেশ ওদেশ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্চে।

সুমতি। ওহে সন্ন্যাসী! সেই দুর্ব্বৃত্ত শঙ্কর এই দেশেই আছে। ঐ যে পর্ব্বত দেখ্‌চো, ক্রমে অন্ধকার হ'য়ে আস্‌চে, ওরই পাশের বনে আছে। তুমি তা'র কাছে যেওনা। সে অতি কপট, সে এক রকম ইন্দ্র-জাল জানে, যে তা'র কাছে যায়, তা'কেই সে বশ ক'রে ফেলে। এইখানে থাক। তোমাকে মহাবীরের মহাবাক্য সকল শোনাব। তুমি মোক্ষপথ শীঘ্রই চিনে নিতে পারবে।

কুমারী। শঙ্করের যে নিন্দা করে, সে আমার শত্রু। তা'র সহবাস, আমার পক্ষে বিষপান। তাঁ'র

সন্ধান ব'লে দিয়েচ, তাই এখনও এখানে আছি। নাহ'লে তোমাদের মুখদর্শনও আমার পক্ষে মহাপাপ। আজ আমার যা' উপকার ক'রেচ, চিরকাল তা' মনে থাকবে। যতদিন বাঁচব ততদিন তোমাদের মঙ্গল কামনা ক'র্‌বো। এখন চল্লেম, নমস্কার।

সুমতি। এ নিবিড় বন দিয়ে কোথায় যা'বে! তোমার কি ভয় হয় না! রাত্রি হ'য়ে আস্‌চে, এ সময়ে গেলে নিশ্চয়ই প্রাণ হারাবে। তুমি বালক, তাই তোমায় সতর্ক ক'রে দিচ্ছি। কাল সকালে সেই বিধর্ম্মীর কাছে যেও।

কুমারী। না, আমি এখুনি যা'ব। আমার কিসের ভয়? যত এখানে থাক্‌ব, তত তাঁ'র অখ্যাতি শুন্‌বো। কিন্তু, তা' আমি পার্‌ব না; সেই মহাপুরুষের অখ্যাতি, আমার অসহ্য। দেখ্‌চি তোমরা ভাল লোক নও, ভাল লোক হ'লে তাঁ'র নিন্দা কখনই ক'ত্তে না।

অগ্নি। এত বড় স্পর্দ্ধা! আমাদের অপমান!—সুমতি! এ দুরন্ত বালককে শাস্তি দেওয়া উচিত। একে কোন মতেই সেই দুর্ব্বৃত্তের কাছে যেতে দেওয়া হ'বে না।

(বেগে কুমারীর হস্তধারণ।)

কুমারী। তুমি আমাকে যেতে দেবে না? কেন দেবে না, আমি কি ক'রেচি যে যেতে দেবে না।

অগ্নি। কখনই তো'কে ছাড়ব না। যে আমাদের ধর্ম্মের প্রতি খড়্গহস্ত, যা'র নাম শুনলে হৃদয় জ্ব'লে উঠে, তুই যখন তা'র লোক, তো'কে কখনই ছাড়্ব না।

কুমারী। তোমার পায়ে পড়ি, দয়া ক'রে আমায় ছেড়ে দাও। আমি অনাথা, এই সংসারে আমার কেহ নাই, আমি অনেক কষ্ট পেয়েচি আর কষ্ট দিও না। আমায় দেড়ে দাও, আমি একবার তাঁ'কে দেখে আসি।

সুমতি। আহা! বালকের কথা শুনলে বড়ই কষ্ট হয়। অগ্নিভূতি! ওকে ছেড়ে দাও; বালক কিছু জানে না, না জেনে এক কথা ব'লেছে, তা'তে রাগ করা উচিত নয়।

অগ্নি। দেখ, সুমতি! একে কোন মতেই ছাড়া হ'বে না। এ বালক সর্পশিশু, এখন কিছু জানে না, কিন্তু সময়ে আমাদেরই দংশন করবে। যতদিন এখানে থাকব, ততদিন ঐ গুহামধ্যে এই বালককে বেঁধে রাখ্‌বো।

কুমারী। তুমি আমাকে বেঁধে রাখ্‌বে? তবে কি আমি তাঁ'কে দেখ্‌তে পা'ব না; না, না, এমন কাজ ক'রো না, আমাকে জীয়ন্তে মেরো না। অনাথাকে দয়া কর, তোমার মহাপুণ্য হ'বে। আমায় আর কষ্ট

দিও না। হা! জগদীশ্বর! আমায় দয়া কর। হায়, হায়, আমার কপালে এত কষ্ট ছিল!

অগ্নি। চল্ ঐ গুহাতে চল্, এখন্ কান্না রাখ্। আমার হাতে পড়েছিস্, কোন মতেই তোর নিস্তার নাই।

কুমারী। ওগো! আমাকে সত্যই কি বেঁধে রাখ্‌বে? আমায় আর ছেড়ে দেবে না? আমি আর তাঁ'কে দেখ্‌তে পা'ব না! আমি বার বার মিনতি ক'রে বল্‌চি, আমায় একবার ছেড়ে দাও, একবার তাঁ'কে দেখে আসি। আহা! অনেক দিন তাঁ'কে দেখি নাই, তিনি কেমন আছেন একবার দেখে আসি! তারপর আমায় মেরে ফেলো। যা' ইচ্ছা যায়, তাই ক'রো। আমায় ছেড়ে দাও!

দিগ। তোর ক্ষমা নাই।

[কুমারীর হস্তধারণ করিয়া বেগে অগ্নিভূতি ও তৎপশ্চাৎ সুমতির প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অমৃতপুর—গিরিপথ।

(অচলার প্রবেশ।)

গীত।

কুসুমের পাতায় পাতায় কোমল কেমন উষার কিরণ।
শিশির কণায় আভায় আভায় পাথরের মধুর বরণ।
ফুলে ফুলে থরে থরে
উষার হার শোভা করে,
হেসে হেসে কাছে ঘেঁসে পরিমল ছড়ায় পবন।
আদরে সোহাগ ক'রে ফুলবালা হাসে কেমন॥

(সুমতি ও অগ্নিভূতির প্রবেশ।)

অগ্নিভূ। বা! বা! এমন গাইছে কে হে?

সুমতি। ওই যে পাহাড় থেকে একটী মেয়ে নাব্‌ছে। ওই গাইছে।

অগ্নিভূ। ওকে এখানে ডাক দেখি। ও কেমন ক'রে এখানে এল।

সুমতি। আর ডাক্‌তে হ'বে না। আপনিই এদিকে আস্‌ছে।

অগ্নিভূ। (অচলা কাছে আসিলে।) তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে?

অচলা। কেন, আমি কি এখানে আস্‌তে পারিনি, আমিত রোজই এখানে একবার ক'রে বেড়াতে আসি।

সুমতি। তোমার নাম কি? আর তুমি কোথায় থাক?

অচলা। আমার নাম অচলা। আমি ঐ পাহাড়ের উপরে মঠে থাকি।

অগ্নিভূ। ও ত বৌদ্ধদের মঠ। তুমি কি বৌদ্ধকন্যা?

অচলা। হ্যাঁ! আমার বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন আমার বাবা ওই মঠে রেখে যান।

সুমতি। তুমি কি ভিক্ষুণী হ'য়েছ? চিরকাল ধর্ম্মসেবায় কাটাবে?

অচলা। ধর্ম্মসেবায় আমি বড় আনন্দ বোধ করি। সাত আট বছর প্রায় এই কাজে আচি।

অগ্নিভূ। ভাল! তুমি এক কাজ ক'ত্তে পারবে? আমরা দুজনে একবার অপর জায়গায় যা'ব, বিশেষ দরকার। তুমি আমাদের চৈত্যে থাকবে? কোন লোক যদি আসে, তা'কে ব'লো গুহাতে যেন প্রবেশ না করে।

অচলা। আমি থাকতে পারি, কিন্তু গুহার ভিতর অপর লোককে যেতে বারণ করবো কেন?

অগ্নিভূ। গুহার ভিতর অপদেবতা আছে। সে মার। যে যা'বে, তা'কেই সে মুগ্ধ কর্ব্বে। পরে তা'র সুখ হরণ ক'রে তা'কে ঘোর দুঃখে ফেলবে।

অচলা। কেমন ক'রে জান্‌লে?

অগ্নিভূ। আমরা অনেক দিন থেকেই জানি। দেখ, তুমিও যেন যেও না। আমরা শীঘ্রই আস্‌বো, যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ তুমি থেকো।

সুমতি। তোমার ভয় হ'বে না ত?

অচলা। না।

অগ্নিভূ। চল তবে যাই। (জনান্তিকে।) সুমতি! এ মেএটী যা'বে না ত। তা'হ'লে সব ফস্‌কে যা'বে।

সুমতি। বোধ হ'চ্ছে যা'বে না। অল্প বয়স, ধর্ম্ম-ভয় আছে!

[অগ্নিভূতি ও সুমতির প্রস্থান।

অচলা। সত্যই কি গুহামধ্যে মার আচে? অসম্ভব, বুদ্ধদেবের আলোক যতদূর আচে, ততদূর মারের থাকা সম্ভব হয় না।

[নেপথ্যে আর্ত্তনাদ।]

ওকি! কিসের শব্দ? কেউ যেন কাঁদ্‌চে। একি মারের মায়া! অসম্ভব!—নিশ্চয়ই মানুষের কণ্ঠস্বর।

[নেপথ্যে পুনর্ব্বার আর্ত্তনাদ।]

পুনর্ব্বার!—কখনই এ মারের মায়া নয়। নিশ্চয় কোন স্ত্রীলোকের আর্ত্তস্বর!—কি করি?— যা'ব কি? না। যা'ব না। যদি সত্যই মারের মায়া হয়।—হউক,

ক্ষতি কি তা'য়। বুদ্ধদেবের নাম যা'র হৃদয়ে জ্বলন্ত র'য়েচে, মারের কি সাধ্য যে স্পর্শ ক'রে।—ওই! আবার রোদনধ্বনি!—স্থির থাকৃতে পারি না। যাই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অন্ধকার গুহা।

(বন্ধনাবস্থায় কুমারী।)

কুমারি। ওহো!

কেন রহে এখনো জীবন ;
নাহি পা'ব তাঁ'র দরশন,—
শুকাল আশার সরোবর!—
কত কাঁদি, কত ডাকি তাঁ'রে,—
তবু হায় না'রি ভুলিবারে ;
ছায়া তাঁ'র দেখি নিরন্তর!—
হায়! হায়। কে আছ বাহিরে,
দয়া ক'রে, খুলে দাও মো'রে,—
অনাথার কর উপকার!

(আলোকহস্তে অচলার প্রবেশ।)

অচলা। কে তুমি? এ অন্ধকারে চীৎকার ক'রে কাঁদৃচ কেন?

কুমারী। আমি অনাথ! আমায় বেঁধে রেখেচে, দয়া ক'রে খুলে দাও।

অচলা। (স্বগত।) আহা কি মধুর স্বর। কি সুন্দর রূপ!—এই কি মার? আমাকে ভুলাবার জন্যে এসেচে? জৈনদের কথা কি সত্য?—(প্রকাশ্যে।) কে তোমায় বাঁধ্‌লে?

কুমারী। তা'র নাম অগ্নিভূতি। শুনেচি সে মহাবীরের পূজ' করে।—আমায় খুলে দাও,—আমি বড় কষ্ট পাচ্চি।

অচলা। (স্বগত।) নিশ্চয় এ মানুষ। জৈনদের কথা মিথ্যা। তা'দেরই এ কাজ। আহা! এমন মনোহর দেহে কেমন ক'রে হাত দিলে। কেমন ক'রে এ ভয়ানক কাজ ক'ল্লে! (প্রকাশ্যে।) আমার কাছে স'রে এস, আমি এখুনি খুলে দিচ্চি।

কুমারী। আমার হাত পা বাঁধা, নড়্‌বার শক্তি নাই।

অচলা। (বন্ধনমোচন করিতে করিতে।) আহা! যখন সে এই কোমল দেহ বেঁধেছিল, তখন কি তা'র কষ্ট হয়নি। (হস্তব্যতীত সকল দেহের বন্ধন মোচনের পর।)—হাতের বাঁধন ত আর খুল্‌তে পারিনি। কি করি, এখন কি উপায়ে খুলি।

কুমারী। আলো একবার আমার হাতের কাছে ধর। আলোর উপর হাত রাখি, তা'হ'লে দড়ি পুড়ে গিয়ে আপনিই ছিঁড়ে যাবে।

অচলা। আহা! তা'হ'লে হাতে তাৎ লাগ্‌বে। হয়ত পুড়ে যাবে। না, না আলোয় হাত দিওনা। আমি দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে দিচ্চি। (তথাকরণ।)

কুমারী। তোমার দাঁত দিয়ে যে রক্ত পড়্‌চে। আর খুল্‌তে হ'বে না। আমি খুল্‌চি। (বন্ধনমোচন।) কে তুমি? এত কষ্ট স'হে আমার উপকার ক'ল্লে। আমায় আজ জন্মের মত কিনে রাখ্‌লে। তোমার ঋণ কখন শুধ্‌তে পার্‌ব না।

অচলা। আমি বৌদ্ধবালা। আমার নাম অচলা। আমি তোমার উপকার করি নাই। বুদ্ধদেব তোমায় দয়া ক'ল্লেন।— আর এখানে থাকা উচিত নয়। এখুনি তা'রা আস্‌বে। চল, শীঘ্র এখান থেকে চ'লে যাই।

[প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

গুহা-চৈত্য সম্মুখ।

(অচলা ও কুমারীর প্রবেশ।)

অচলা। এইদিক্ দিয়ে চল। শীঘ্রই আমাদের মঠে যেতে পার্‌বে।—জৈনেরা তোমার কিছুই ক'ত্তে পার্‌বে না।

কুমারী। না, আমি এই পশ্চিম দিক্ দিয়ে যাই। তুমি ব'ল্‌তে পার, এই দিক্ দিয়ে গেলে কতক্ষণে শ্মশানে যেতে পার্‌ব।—সেইখানে একজন মহাপুরুষ আছেন, আমি তাঁ'কে দেখ্‌বো।

অচলা। ও দিক্‌দিয়ে গেলে, হয়ত আবার জৈন-দের হাতে পড়্‌বে। ও দিক্‌দিয়ে যেও না।—আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় শ্মশানে নিয়ে যা'ব।—তুমি যা'কে দেখ্‌তে যা'বে কে সেই মহাপুরুষ?

কুমারী। তাঁ'র নাম শঙ্কর।

অচলা। চীনদেশ থেকে একজন মহাপুরুষ এসে-ছিলেন বটে, কিন্তু এখনত শ্মশানে কেহ নাই। গিয়ে কি ক'র্‌বে?

কুমারী। সত্য কি নাই? চ'লে গেচেন? তবে কি দেখা হ'ল না।—তিনি কোথায় গেচেন, জান?

অচলা। স্বদেশে ফিরে গেচেন।

কুমারী। দেশে ফিরে গেচেন!—হায়! হায়! তবে কি হ'বে। তিনি দেশে ফিরে গিয়ে যখন দেখ্‌বেন আমি নাই; হয় ত মাও ম'রে গেচেন্! তখন তিনি কি মনে কর্‌বেন? আহা! যদি তিনি দেশে পৌঁছে থাকেন! শূন্য কুটিরে কত তিনি ভাব্‌চেন! সেখানে আমি নাই, হয় ত মাও নাই, একজন জল দেবারও লোক নাই! শূন্যকুটির হাহাকার ক'চ্চে।

অচলা। তোমার দেশ কোথা?

কুমারী। কেরল।

অচলা। তবে সে মহাপুরুষ নয়। কেরলদেশের একজন সন্ন্যাসী ঐ পাহাড়ের পাশে এসেচেন বটে। তাঁ'রই কাছে কি যেতে চাও?—তাঁ'কেই কি খুঁজ্‌চ?

কুমারী। হ্যাঁ। তাঁ'রই কাছে আমি যা'ব।

অচলা। তবে আমার সঙ্গে চল। এ দুর্গম পথে সহজে যা'বার উপায় নাই। সন্ন্যাসী প্রতিদিন একবার ক'রে শ্মশানে গিয়ে থাকেন। আমাদের মঠে চল, সেখানে থেকে লোক সঙ্গে দেব, তোমায় শ্মশানে নিয়ে যা'বে।

কুমারী। আমার বড় ইচ্ছা, এখুনি তাঁ'র সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো। আমায় পথ দেখিয়ে দাও, দুর্গম হ'লেও আমার যেতে কষ্ট হ'বে না।

অচলা। ও পথ দিয়ে যেতে হ'লে, হয়ত তুমি জৈনদের হাতে পড়্‌বে। তাই পুনঃ পুনঃ বল্‌চি, আমার সঙ্গে চল। তোমার ভাল জন্যেই বল্‌চি।

কুমারি। তুমি আমার যে উপকার ক'রেচ, তা' আমি কি ভুল্‌তে পারি! তুমি আমার প্রাণ দিয়েচ।— কিন্তু আমি মিনতি ক'চ্চি,—যেন তাঁ'র সন্ধান পেয়েও তাঁ'কে যেন আর না হারাই!

অচলা। আমি দিব্য ক'চ্চি, সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তোমার দেখা করিয়ে দেব।—এখানে আর বিলম্ব করা উচিত নয়; যত বিলম্ব হ'বে, ততই কাছে বিপদ্‌। শীঘ্র আমার সঙ্গে চল।

[প্রস্থান।



চতুর্থ অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

অমৃতপুর—শ্মশান।

(শঙ্করাচার্য্য ও পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ উপস্থিত। সুবাহু, সুমতি ও অগ্নিভূতির প্রবেশ।)

সুবাহু। হে সন্ন্যাসিন্। শুন্‌লেম, আপনি না কি অদ্বৈত মত প্রচার ক'চ্চেন! এক আত্মা সকলের দেহে আছে, এ কথা কি প্রকারে সম্ভব। কারণ এক আত্মা যদি সকলের দেহে থাকে, তবে একজন সুখী হ'লে অন্যে কেন সুখী হয় না? একজনের রোগ হ'লে অপরের কেন রোগ হয় না?

শঙ্কর। হে বৃদ্ধ! এক আত্মাই সর্ব্বদেহে বাস করেন। তাঁ'র কার্য্য নাই, কারণ নাই। তাঁ'র সমান নাই, অধিক নাই। হাত নাই অথচ তিনি গ্রহণ করেন, পা নাই অথচ তিনি চলেন। চক্ষু কর্ণ নাই তবু তিনি দেখেন শোনেন। তিনি সকলই জানেন, তাঁ'র জান্‌বার কিছুই নাই। জ্ঞানীগণ তাঁকেই মহান্ ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলেন। তিনিই পরমব্রহ্ম।

সুবাহু। জিনদেবের পূর্ব্ববাদ মতে প্রত্যেক জীবেরই আত্মা ভিন্ন। ঐ আত্মা কর্ম্মফলে সুখ দুঃখ পায়। প্রত্যেক জীবকেই পঁচিশ যোনি ভ্রমণ করতে হয়। স্যাদ্বাদ অনুযায়ী কর্ম্ম ক'ল্লে জীব ধর্ম্মপদ প্রাপ্ত হয়। তাহাই নির্ব্বাণ। সুতরাং সূত্রে যখন বলছে, তখন আত্মার বহুত্ব স্বীকার করা উচিত।

শঙ্কর। হে বৃদ্ধ! শাস্ত্র কখন মিথ্যা নয়। যা'রা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য জানে, তা'রা কখন আত্মার বহুত্ব স্বীকার করে না। যা'রা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অস্বীকার করে, তা'রাই আত্মা অনেক মনে করে। বস্তুত আত্মা এক, অভিন্ন ও অদ্বিতীয়। জীবই বহু, কর্ম্মফলে জীবেরই নানা প্রকার গতি হয়। কিন্তু জীব ও আত্মা এক নয়, প্রাণাদি দেহশক্তির অধিষ্ঠাতাই জীব। সমগ্র জীবের সমষ্টিস্বরূপ ঈশ্বরই আত্মা। জীব বহু, এজন্যই একের সুখ দুঃখে অন্যে সুখ দুঃখ ভোগ করে না। আত্মা এক, নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দময়। আনন্দ ব'লেই জীব মাত্রেই আনন্দের জন্য লালায়িত। কেহ ইচ্ছা করে না যে আমার দুঃখ হ'ক, কিন্তু সকলেরই ইচ্ছা যেন আমি সর্ব্বদাই সুখী হই, পরমানন্দ লাভ করি। সকলেই যখন একভাবে আনন্দ চায়; তখন পরমানন্দময় আত্মা যে এক, তা'র আর সন্দেহ হ'তে পারে না।

সুবাহু। হে মহাত্মন্! আপনার কথায় আমার অনেক সন্দেহ দূর হ'ল। বুঝিতেছি আত্মা এক। কিন্তু আজীবন যে সঙ্কল্প হৃদয়ে র'হেছে, কেমন ক'রে তা নিবারণ করি। কি প্রকারে প্রত্যয় হয়, আত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। যখন বিশেষ প্রমাণ নাই, তখন কি প্রকারে আত্মার একতা স্বীকার করি?

শঙ্কর। হে বিজ্ঞ! তোমার মিথ্যা সন্দেহ এখনই আমি ভঞ্জন ক'চ্ছি। এক আত্মা, তিনি নির্লেপ ভাবে দেহান্তর অবলম্বন করেন, তাহা প্রত্যক্ষ দেখ।—পদ্মপাদ! তুমি আমার অভিপ্রায় সকলই জান। আমি দেহান্তর অবলম্বন কর'ব। আমার জড় দেহ রক্ষা ক'রো। আবার আমি মিলিত হ'ব।

[শঙ্করের ধ্যানে আসীন। নেপথ্যে শঙ্খনাদ ও যন্ত্রধ্বনি।]

পদ্ম। হে জৈনগণ! ঐ দেখ, মৃত রাজার দেহে জগদ্‌গুরু প্রবেশ ক'ল্লেন্। এক আত্মাই দেহান্তর অবলম্বন করেন, জানাবার জন্য প্রভু আপন জড় দেহ রেখে গেলেন।

সুমতি। হে আচার্য্য! আপনি সাক্ষাৎ তীর্থঙ্কর! আপনি আমাদের মনের সন্দেহ দূর ক'ল্লেন।

অগ্নি। হে পদ্মপাদ! আমার উপায় কি হ'বে, আমি যে মহাপাপী! আমি যে মহাপুরুষের একজন

প্রিয়ভক্তের ঘোর অনিষ্ট ক'রেছি। আমাকে পূজ্য-পাদ মার্জ্জনা ক'র্‌বেন কি ?

পদ্ম। পাপীর অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত। তুমি যদি গুরুদেবের কোন অনিষ্ট ক'রে থাক, তা'হ'লে দয়াল-গুরু নিশ্চয় অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন।

সুবাহু। অগ্নিভূতি ! তুমি কা'র অনিষ্ট ক'রেছ।

অগ্নি। হায় ! হায় ! একজন বালক আচার্য্যকে দেখ্‌বার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে তুবছর দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি অতিপাপিষ্ঠ ! তা'কে আমি বন্ধন ক'রে অন্ধকার গুহায় ফেলে রেখেছি।

সুবাহু। যাও, এখনি যাও, এখনি তা'কে মুক্ত ক'রে দাওগে। তোমাদের এই পাপ কর্ম্মের জন্যই জৈনধর্ম্ম বুঝি পৃথিবী হ'তে লুপ্ত হয়। আমিও চ'ল্লেম। সেই সর্ব্বাত্মার ধ্যান ক'রে জীবনের অবিশিষ্ট কাল নির্ব্বাহ করি।

[অগ্নিভূতি ও সুবাহুর প্রস্থান।

পদ্ম। শিষ্যগণ ! চল, গুরুদেবের দেহ ঐ পর্ব্বত-গুহায় রক্ষা করি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৌদ্ধমঠ।

(অচলা ও বৃদ্ধা।)

অচলা। দেখ, আমি তোমায় যা' ব'লেচি তা' তোমায় ক'ত্তেই হ'বে।

বৃদ্ধা। তুই কেন বল্‌গে না। তুই কি ব'ল্‌তে পারিস্‌ নি।

অচলা। তবে তোমায় অনুরোধ ক'চ্চি কেন? দেখ, আমি তা'র কাছে সত্য ক'রেচি, আজই তা'কে পাঠিয়ে দেব। আহা! সে যখন গালে হাত দিয়ে ব'সে থাকে, তখন আমার বড় কষ্ট হয়!

বৃদ্ধা। তুই কেন নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা' না, যদি এতই তো'র কষ্ট হয়।

অচলা। আমাদের শ্রমণেরা উপদেশ দিয়ে থাকেন, যেখানে বহু ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী একত্র হ'ন, সেখানে বৌদ্ধকুমারীর যাওয়া উচিত নয়। সেখানে যাওয়া পাপ। এই জন্যে আমার যেতে সাহস হয় না। আর গেলেও তাঁ'রা অত্যন্ত ভৎ'সনা ক'র্‌বেন।

বৃদ্ধা। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, ঐ সন্ন্যাসীকে এনে অবধি, তুই যেন কি রকম হ'য়ে গেচিস্‌! এ দু'দিন ত দেখ্‌তে পাই, তোর খেতে শুতে ধর্ম্মকর্ম্ম ক'ত্তে সময়

হয় না। খালি ঐ নবীন সন্ন্যাসীর উপর দৃষ্টি! এর কারণ কি?

অচলা। জানি না, কেন আমার মন এমন হ'য়েচে! যখন বুদ্ধদেবের ধ্যান ক'ত্তে থাকি, তখন আমার চোখের সাম্‌নে সন্ন্যাসীকে দেখ্‌তে পাই। যখন কোন কাজে নিযুক্ত থাকি, তখন আমার মন সন্ন্যাসীর কাছে প'ড়ে থাকে। কোন কাজেই আর মন লাগে না।

বৃদ্ধা। গতিক দেখ্‌চি ভাল নয়, সন্ন্যাসীকে এখনি বিদায় করা উচিত। থাক্‌লে তো'র পবিত্র ধর্ম্মকর্ম্মে অনেক ব্যাঘাত হ'বে।

অচলা। তাই তোমায় বল্‌চি, যত শীঘ্র পার এক-জন লোক সঙ্গে দিয়ে তা'কে শ্মশানে পাঠিয়ে দাও। আমার এই উপকারটী কর।

বৃদ্ধা। শুনলেম, শ্মশানে অনেক বিধর্ম্মীর আগমন হ'য়েচে। অনেক স্থানের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরা এসে একজন নবীন সন্ন্যাসীর শিষ্য হ'চ্চে। এজন্যে আমা-দের প্রধান শ্রমণ আদেশ ক'রেচেন, যেন কোন হীন-যানের লোক সেখানে না যায়, বিধর্ম্মীর বাগাড়ম্বরে হ'য়ত অনেকে মুগ্ধ হ'য়ে বোধিসত্ত্বের অনাদর ক'ত্তে পারে।

অচলা। তবে কি করি? আমার কথা কি মিথ্যা হ'বে? তোমার কাছে মিনতি ক'চ্চি, তুমি ভগবানকে

বলগে, তা'না হ'লে আমার সত্য লঙ্ঘন হয়। যদি সত্য পালন ক'ত্তে না পা'ল্লেম, যদি আমা হ'তে একজনের উপকার না হ'ল, তবে এ জীবন ধারণের ফল কি?

বৃদ্ধা। ভাল, অচলা, তুই কেন তা'কে এইখান থেকে পথ ব'লে দে না। সে আপনি পথ চিনে যা'বে।

অচলা। তা' কি হয়। একেত সে কোন্ সন্ন্যাসীকে দেখ্‌বার জন্যে পাগল, সে এ দেশের বনপথ কিছুই জানে না। একা গেলে তা'র অনেক বিপদ্ ঘট্‌বে।

বৃদ্ধা। তবে কি শ্রমণের কাছে যা'ব?

অচলা। যাও, গিয়ে আমার কথা বিশেষ ক'রে জানিও! আর দেখে যেও সন্ন্যাসী কি ক'চ্চে! যদি তা'কে চিন্তিত বোধ কর, তা' হ'লে আমার কাছে আস্‌তে ব'লো।

[বৃদ্ধার প্রস্থান।

অচলা। বোধিসত্ত্ব! আমার সত্য রক্ষা কর। আমি অনাথা, অজ্ঞান, তোমা বই আমার আর এ জগতে কেউ আপনার নাই! আমি তোমার চরণ আশ্রয় ক'রেচি, তোমার সেবায় আমার জীবন দিয়েছি। সময় আমার কথা রক্ষা কর। তুমি অন্ধকে নয়ন দাও, বিপন্নকে বল দাও। তোমার প্রধান শত্রু অজাতশত্রুকেও কুষ্ঠরোগ হ'তে মুক্ত ক'রেছিলে, বনের পশুর প্রতিও

দয়া ক'রে অহিংসা পরমধর্ম্ম স্থাপন ক'র্‌লে? আমার প্রতি কি দয়া হ'বে না?—ওহো! কেন আমার মন এত চঞ্চল! একজনের জন্যে কেন মন ব্যাকুল হয়! হায়! কেন জৈন-চৈত্যে গিয়ে ছিলাম, তা' হ'লেত আমার মন এমন হ'ত না। আমার সদানন্দ মনে অসুখ কীট দংশন ক'রেচে।—বুদ্ধদেব! আমায় কৃপা কর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বৌদ্ধমঠস্থিত শয়নগৃহ।

(শয়নাবস্থায় কুমারী।)

কুমারী। কেন নিদ্রে!
বৃথা তুমি করিছ যতন?
গিয়াছে সে নিশার স্বপন,
নাহি আর প্রাণের আরাম!
শান্তিদেবি! ক'র'না সান্ত্বনা,
হৃদয়ের যাতনা যা'বেনা—
—জ্বলুক্ জ্বলুক্ অবিরাম! (ক্ষণপরে।)
আশা পেঁয়ে হইনু নিরাশ,
আদরেতে হ'ল কারাবাস,
মিথ্যা কথা, অবিশ্বাসী নারী!

দেখাইয়া স্বর্গের তোরণ,
পাতালেতে করিল পাতন,
হলাহল সুধাপাত্রে হেরি!

(অচলার প্রবেশ।)

অচলা। তুমি কি ঘুমিয়েচ, আমি এসেচি।

কুমারী। না, আমার চোক্ষে ঘুম নাই! তোমায় জিজ্ঞাসা করি, কেন তুমি আমায় কষ্ট দি'চ্চ। এ আদরের কারাবাস আমার ভাল লাগে না। তুমি আমায় বড় যত্ন কর, তা' জানি। কিন্তু এখানকার লোকেরা আমায় কেন মঠের বাহিরে যেতে দেয় না?

অচলা। তোমার মন বড়ই চঞ্চল। তুমি সদাই উদাস ভাবে থাক। মঠের বাহিরে যেতে দিলে পাছে তুমি কোথায় চোলে যাও, পাছে তোমাঁর কোন বিপদ ঘটে, এই জন্যে সকলে তোমায় বাহিরে যেতে দেয় না।

কুমারী। তবে কি আমি এইখানে চিরকাল থাকৃব! তুমি না দিব্য ক'রে ব'লেছিলে, আজই আমায় পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু সকলি মিথ্যা হ'ল!

অচলা। তুমি চুপি চুপি কথা ক'ও, চেঁচিও না. এই রাত্রেই তোমায় নিয়ে যা'ব। এখন সকলে ঘুমাচ্চে। এই আমাদের যা'বার সময়। সকাল হ'লে আমি আর তোমার সঙ্গে যেতে পারৃব না।

কুমারী। তুমি পথ ব'লে দাও না। আমি নিজে যাই। তুমি কেন আমার জন্যে এই রাত্রে কষ্ট ক'র্‌বে!

অচলা। পথ ব'লে দিলে তুমি চিনে যেতে পার্‌বে না। এ জোচ্ছনা রাৎ, তোমার সঙ্গে যেতে আমার কোন কষ্ট হ'বে না। তবে বিলম্ব ক'র না। এখুনি চল।

(বৃদ্ধার প্রবেশ।)

বৃদ্ধা। আমি দেখে এলুম। সকলেই ঘুমোচ্চে। কিন্তু এই ঘোর রাতে পাহাড়ে-বন দিয়ে কেমন ক'রে যা'বি। আমার কথা শোন্, কাল সকালে বরঞ্চ লুকিয়ে যা'স্।

অচলা। কাল ফাল্গুনী-পূর্ণিমা। শ্রমণেরা মঠে আস্‌বে; কাল আমি কেমন ক'রে যা'ব। যদি লুকিয়ে যাই, তা'রা জান্‌তে পালে আমায় বা কি ব'ল্‌বে। আজই যা'ব। অদৃষ্টে যা' আচে তাই হ'বে। তা' ব'লে সত্য লঙ্ঘন ক'র্‌বো না। তোমায় বার বার যোড় হাত ক'রে বল্‌চি। আমার এই কাজে সহায় হও।

বৃদ্ধা। আমার কথা রাখ্, তো'র গিয়ে কাজ নেই। বরঞ্চ আমি গিয়ে খানিক পথ দেখিয়ে দিয়ে আস্‌চি।

কুমারী। তোমায় বারণ ক'চ্চেন, তোমার গিয়ে কাজ নেই। উনি আমায় পথ দেখিয়ে দিলে, আমি নিজেই যেতে পার্‌ব।

অচলা। দেখ মা, আমি ছেলেবেলা থেকে মাতৃ-হীনা। ছেলে বেলায় আমার বাবা এই মঠে রেখে যা'ন। তুমিই আমায় পালন ক'রেচ। তোমারই যত্নে আমি এত বড় হ'য়েচি। আমি যখন যা' ব'লেচি, তখনি তুমি তাই ক'রেচ। কিন্তু আজ কেন ব্যাঘাত দাও। আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌চি, আমার মনের আশা পূর্ণ কর, জোচ্ছনা রাৎ আমার পথে কোন কষ্ট হ'বে না।

বৃদ্ধা। তবে বিলম্ব করিস্‌ না, এখুনি যা; রাৎ থাক্‌তে থাক্‌তে যেন ফিরে আসিস্‌। আমি মঠের দোরে তো'র অপেক্ষায় থাক্‌বো।

অচলা। তবে মা চ'ল্লেম। আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার বিপদ না ঘটে।

বৃদ্ধা। সত্য পালনের জন্যে যা'রা এতদূর কষ্ট সইতে পারে বুদ্ধদেব তা'দের দয়া করেন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পার্ব্বতীয় বনপথ।

(মশাল হস্তে অচলা ও তৎপশ্চাৎ কুমারীর প্রবেশ।)

কুমারী। কি ভয়ঙ্কর পথ! এমন স্থান দিয়েত কখন যাই নাই।

অচলা। বুদ্ধদেবের নাম স্মরণ ক'রে আমার পেছন্ পেছন্ এস! তোমার কোন ভয় হ'বেনা। শ্রমণের মুখে শুনেচি, চীনদেশের সাধুরা বুদ্ধদেবের নামাঙ্কিত পবিত্র তীর্থ সমস্ত দেখ্‌তে হিমালয় পাহাড় ছাড়িয়ে ছমাসের অন্ধকার পথ দিয়ে দশ বার বছর ঘুরে ঘুরে এই দেশে এসে থাকেন, তাঁ'দের কাছে, আমাদের কষ্ট অতিসামান্য!

কুমারী। ও কি! ও কিসের শব্দ! যত এগচ্চি, ততই বেশী ব'লে বোধ হ'চ্চে।

অচলা। ও ঝর্‌নার শব্দ! যাই হ'ক্! এ নির্জ্জন স্থান কেমন সুন্দর। উপরে জোচ্ছনা, দূরে সাদা পাহাড়, গাছগুলির অবনত মুখ, পাশে ধূধূ ক'চ্চে ঘাসের মাঠ! এই স্থান কেমন মানিয়েচে। শান্তিদেবী এখানে যেন স্বয়ং এসেচেন!

কুমারী। এখনো কতদূর পথ যেতে হ'বে?

অচলা। আর বেশী দূর নয়। প্রায় একক্রোশ পথ।

কুমারী। এইবারে মশাল সাবধান ক'রে নিও; যেন নিভে যায় না। এইবারে অন্ধকার বনে যেতে হ'বে। (ক্ষণপরে।) এ পথে আর জোচ্ছনা নাই, মশাল না আন্‌লে ভারি কষ্ট হ'ত।

অচলা। এইবার সাবধান হ'য়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে, এস। বাতাসের জোরে মশালের বেশী ভাগ পুড়ে গেচে। এখনি নিভে যা'বে।

কুমারী। জোরে জোরে চল! এ বনটার পরে-তেই বোধহয় জোচ্ছনার আলো পা'ব।

অচলা। মশাল নিভে গেল! এখন জ্বালাই কেমন ক'রে?

কুমারী। ওহো! কি ভয়ানক অন্ধকার। থেকে থেকে গাছের মড়্ মড়্ শব্দে বুক্ কেঁপে উঠ্‌চে।

অচলা। তাইত, এ যে ঘোর বিপদে পড়্‌লেম, এ অন্ধকারে কেমন ক'রে তোমায় নিয়ে যাই!

কুমারী। অচলা! জানি, আমার অদৃষ্ট অত্যন্ত মন্দ। তাই তোমায় সঙ্গে আস্‌তে বারণ ক'রে ছিলাম! এখনো বল্‌চি, তুমি ফিরে যাও। আমার জন্যে কেন বৃথা কষ্ট পা'বে।

অচলা। চল সন্ন্যাসী, এখন ফিরে যাই, বনের বাহিরে থাকি গে! ভোর হ'লে অপর পথ দিয়ে যা'ব। এই পথে শীঘ্র হ'বে ব'লে এসেছিলাম, কিন্তু আমাদের কপাল মন্দ। তাই আমরা পথের সম্বল হারালেম।

কুমারি। না, আমি আর ফিরে যা'বনা। যখন বিপদসাগরে নেবেচি, তখন তলা কতদূর দেখ্‌তে হ'বে। তুমি ফিরে যাও, বারবার ব'লচি ফিরে যাও।

এই অন্ধকারে এখুনি কোন বন্যজন্তু এসে প্রাণ সংহার কর্‌বে। পালাও, প্রাণরক্ষা করগে। আমার প্রাণের মমতা নাই, আমার জন্যে কাঁদ্‌বার লোক নাই! আমি পিতৃমাতৃহীন অনাথ, আমার জন্ম কষ্ট পেতে, আর অন্যকে কষ্ট দিতে। আমি তোমার হাত ধ'রে বল্‌চি, ফিরে যাও। তোমার জন্যে মঠের দোরে তোমার মার মতন বৃদ্ধা ব'সে আছেন।

অচল। শোন, সন্ন্যাসী, আমারও কেউ নাই। আমায় রেখে আমার মা ম'রেচেন, আমায় মঠে রেখে আমার বাবা নিরুদ্দেশ হ'য়েচেন। আমার আপ্‌নার ব'লে ভাব্‌বার কেউ নাই। তুমিও যেমন, আমিও তেমনি এ সংসারে একা। তুমি যখন প্রাণের ভয় কর না, তখন আমারই বা ভয় কিসের? যদি প্রাণ যায়, দুজনেরই এক সঙ্গে প্রাণ যা'বে।

কুমারী। ও কি? ও পট্ পট্ শব্দ কিসের? ও! দেখ অচলা, বনে আলো হয়ে উঠ্‌লো। বুঝি ভগবান্ আমাদের দয়া ক'ল্লেন।

অচলা। ও যে দাবানল! একে প্রবল বাতাস, তা'তে বনে আগুন লাগ্‌ল। ভয়ানক বিপদ্! চল, এখান থেকে পালিয়ে যাই! না হ'লে পুড়ে মর্‌তে হ'বে।

[প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

বনের অপরপার্শ্ব।

(কুমারী ও অচলার প্রবেশ।)

কুমারী। ভগবানের কৃপায় আমরা আজ পুনর্জ্জীবন পেলুম। কি ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড! বনের বড় বড় গাছগুলো পুড়ে ছারখার হ'ল।

অচলা। বিপদে পড়্‌লে কা'রও শত্রুমিত্র জ্ঞান থাকে না। তা'র সাক্ষী, বনের বড় বড় জন্তু সব আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে গেল, তবু কিছু ব'ল্লে না।

কুমারী। আর কতদূর যেতে হ'বে?

অচলা। আর বেশী যেতে হ'বে না। জোছনার আলোয় ওই যে দূরে একটা বড়গাছ দেখা যা'চ্চে। ওরই পাশে শ্মশান। আমি আর যা'ব না। এখান থেকেই ফিরে যা'ব।

কুমারী। তোমার দয়ার তুলনা নাই। তুমি নিশ্চয়ই কোন দেববালা! তোমার কাছ থেকে কি ব'লে যে বিদায় নিব, তা'র কথাই পাই না। আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরসুখী হও। তুমি যে ধর্ম্মকর্ম্মে নিযুক্ত আছ, তাহা যেন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। আর আমি—যতদিন বেঁচে থাক্‌বো, ততদিন তোমার নাম ক'র্‌বো। ততদিন দেবী ভেবে হৃদয়ে তোমার পূজা কর্‌বো!

অচলা। সন্ন্যাসী! আমি তোমায় কখন অনুরোধ করি নাই! অনুরোধ ক'র্ত্তেও সাহস করি না!—তুমি আমার একটী কথা রাখ্‌বে?

কুমারী। কি অনুরোধ? এখুনি বলো, আমি প্রাণপণে তাহা পালন ক'র্ব্বো!

অচলা। সন্ন্যাসী! তুমি আস্‌চে চৈত্র-পূর্ণিমায় আমায় একবার দেখা দেবে? আমি তোমায় মঠে যেতে বলি না, কারণ সেখানে গেলে হয় ত তোমার কষ্ট হ'বে। তুমি একবার এইখানে আস্‌বে কি? আমি সেই দিনে এই সময়ে এইখানে আস্‌বো। অন্য দিন আস্‌তে পার্‌বো না। তুমি আস্‌বে কি? বলে যাও, তুমি আস্‌বে কি?

কুমারী। যদি আমি বেঁচে থাকি, নিশ্চয় আমি এখানে আস্‌ব। এখন তবে বিদায় হই, মন বড়ই উতলা হ'য়েচে।

[কুমারীর প্রস্থান।

অচলা। (যাইতে যাইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া।) দেখে নিই! আর কি দেখ্‌তে পা'ব। এমন মিষ্টভাষী, নির্ম্মল স্বভাব, সরল লোক ত কখন দেখি নাই। আমার মন আর যেতে চায় না। ইচ্ছা করে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। আর দাঁড়িয়ে থেকে কি

ক'র্‌বো, আর তা'কে দেখ্‌তে পাই না। যাই, হয় ত মঠের শ্রমণেরা এতক্ষণ উঠেচে, আমায় না দেখ্‌তে পেয়ে, কত সন্দেহ ক'চ্চে। হয় ত আমি গেলেই তা'রা গালি দেবে, কত কথাই বল্‌বে!—ওহো! সন্ন্যাসী! কেন তোমায় দেখে ছিলাম!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শ্মশান।

(পদ্মপাদ ও আনন্দগিরি প্রভৃতি শিষ্যগণের প্রবেশ।)

আনন্দ। পদ্মপাদ! গুরুদেব আবার কবে আস্‌বেন। তাঁ'র জড়দেহ কতদিন শূন্য থাকৃবে?

পদ্ম। প্রভু শীঘ্রই আস্‌বেন। লোকশিক্ষা দিতেই তিনি রাজদেহে প্রবেশ ক'রেচেন।

আনন্দ। লোকশিক্ষা দিতে, রাজার দেহে প্রবেশ ক'ল্লেন কেন? আমি শুন্‌লেম, গুরুদেব মণ্ডনের কাছে শাস্ত্রালাপ কর্‌তে গমন করেন। শাস্ত্রালাপ সঙ্গে কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের কথা উঠে। মণ্ডন কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষপাতী। গুরুদেবকে পরাস্ত কর্‌বার ইচ্ছায় জৈমিনি দর্শনের কথা উত্থাপন করেন।

১ম, শিষ্য। তা'র পর কে পরাস্ত হ'লেন?

আনন্দ। তর্ক হ'বার পূর্ব্বে মণ্ডনাচার্য্য ও গুরুদেব উভয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলেন। যিনি পরাস্ত হ'বেন, তিনিই অন্যের শিষ্য হ'বেন। গুরুদেব মণ্ডনপত্নী ভারতীকে মধ্যস্থ ক'রেন। আট দিন তর্কের পর মণ্ডন পরাস্ত হন।

২য় শিষ্য। তা'র পর গুরুদেব কি ক'ল্লেন?

আনন্দ। মণ্ডন পরাস্ত হ'য়ে গুরুদেবের শিষ্য হ'লেন, সংসারধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণ ক'ল্লেন! ভারতীদেবী পতিকে সন্ন্যাসী হ'তে দেখে চিতানলে প্রাণত্যাগ ক'র্ত্তে সঙ্কল্প ক'রেন। গুরুদেব ঐ কাজ হ'তে নিরস্ত ক'রবার জন্য ভারতীর সঙ্গে শাস্ত্রতর্কে প্রবৃত্ত হ'ন। ভারতী সাক্ষাৎ সরস্বতী। ১৫ দিন তর্কের পর কোন শাস্ত্রেই গুরুদেবকে পরাজয় কর্‌তে না পেরে, তিনি কামশাস্ত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। গুরু-দেব সংসার-ধর্ম্ম করেন নাই, কাজেই ভারতীর কাছে সময় লয়ে এসেছেন, কামশাস্ত্র শিক্ষা ক'রে আবার ভারতীর কাছে শাস্ত্রালাপ ক'র্ত্তে যাবেন। বোধ হয় ঐ শাস্ত্রলাভের জন্যই গুরুদেব দেহান্তর অবলম্বন ক'রেছেন।

পদ্ম। এ সমস্ত কথা কল্পনামাত্র। পতি সন্ন্যাসী হ'লে, স্ত্রীর ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করা উচিত, এই শিক্ষা দিবার

জন্যই ভারতীর সহিত গুরুদেব শাস্ত্রালাপ করেন। তিনি সামান্য কামশাস্ত্র শিক্ষার জন্য দেহান্তর অবলম্বন করেন নাই! লোকশিক্ষা, আত্মতত্ত্বপ্রচার এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজপদও অতিসামান্য, জগতে এই মহত্তত্ত্ব প্রচার কর্‌বার জন্যই তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত শরীর পরিবর্ত্তন ক'রেছেন।

আনন্দ। দেখ পদ্মপাদ একজন নবীন সন্ন্যাসী এই দিকে আস্‌ছে! চলন, ধরণ আর মুখের ভাব বড়ই তৃপ্তিজনক।

(কিয়দ্দূরে কুমারীর প্রবেশ।)

কুমারী। (স্বগত।) শূন্য প্রাণ, শূন্য এ শ্মশান!
পা'ব কি হেরিতে সে বয়ান!
তৃষাতুরা পা'বে কি জীবন?
মন প্রাণ বাসনা-অম্বরে
কান্তি যাঁ'র নিয়ত নেহারে,
পা'ব না কি তাঁ'র দরশন!

পদ্ম। (অগ্রসর হইয়া।) হে বালক! তুমি এই ভীষণ শ্মশানে কি জন্য এলে?

কুমারী। অলিকুল আকুল যখন,
পদ্মমদে আনন্দিত মন,
ধায় যথা নির্ভয় অন্তরে,—

উচ্চ-আশে উদ্দীপিত মন,
আশাতৃষা করিতে বারণ,
আসে হেথা যতীন্দ্রের তরে।

পদ্ম। তোমার মনে কি ভয় হ'ল না! এ ভয়ঙ্কর দুর্গম বন অতিক্রম ক'রে কেমন ক'রে এলে?

কুমারী। আছে মো'র আরাধ্য ঈশ্বর,
যা'র তেজে নির্ভয় অন্তর,
মনোবেগ যথা ইচ্ছা ধায়!—
কৃপা করি বল এ দীনেরে,
কোথা পা'ব আচার্য্য শঙ্করে,
আসিয়াছি দেখিতে তাঁহায়!

আনন্দ। অনেকেই গুরুদেবকে দেখ্‌তে আসে! কিন্তু তোমার মতন অল্প বয়স্ক বালক, এত কষ্ট ক'রে আস্‌তে কখন দেখি নাই।

পদ্ম। (দূরে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া।) ঐ দেখ! পূজ্যপাদ আচার্য্যের শরীর, কিন্তু দেহে তাঁ'র জীব নাই।

কুমারী। কি বলিলে বিষম বচন,
অগ্নিময়, হৃদয়-দহন,
জীব কিন্তু নাহি ও শরীরে?

অষ্টবজ্র হউক পতন,
দগ্ধ কর দ্বাদশ তপন,
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড় শিরে !
মেদিনী বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাও,
ত্বরা ক'রে মোরে স্থান দাও,
হায় ! হায় !
নাহি পা'ব আর আমি তাঁ'রে !
(কুমারীর মূর্চ্ছিত হইয়া পতন।)

পদ্ম। একি ! গুরুশোকে এ বালক মূর্চ্ছিত।

আনন্দ। (কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া কুমারীর মুখে প্রদান।) আমিত আশ্চর্য্য হ'য়েছি।

কুমারী। (চেতনা পাইয়া।)
কোথা গেলে পাইব তাঁহারে,
সত্যই কি ছেড়ে গেছে মোরে,
কেন তবে বাঁচালে জীবন ?
আশাতরু শুকাইল হায়,
কেন প্রাণ বাহির না হয় !
এত ছিল কপালে লিখন !

পদ্ম। বালক ! স্থির হও কেঁদ'না। আচার্য্যকে আবার ওই দেহে দেখ্‌তে পা'বে। আমার কথা শোন। তিনি অপর দেহে গিয়েছেন, আবার তিনি আস্‌বেন।

কুমারী। অসম্ভব বচন তোমার,
শবদেহে জীবন সঞ্চার!
মরেছে যে সে কি আসে ফিরে
চন্দ্র বিনা জলধী-জীবন,
কবে হয় হিল্লোল-কম্পন,
জ্যোতিঃ বিনা কিসে আলো করে!
তিনি নাই, কেন আমি হেথা,
তবু কেন জীবন-মমতা,
ছার প্রাণ কেন নাহি যায়,—
যা'র তরে সাজিয়া সন্ন্যাসী,
পথে পথে ঘুরি দিবানিশি,
দেখাত দিলে না সে আমায়!

আনন্দ। বালক! তুমি অত উতলা হ'ও না। গুরুদেব অমরক-রাজের দেহে অবস্থান ক'চ্চেন। পদ্মপাদ! আমরাও সেই নগরে যাই চল না। যেখানে গুরুদেব, সেখানে আমাদের যেতে বাধা কি?

পদ্ম। আনন্দগিরি! চল আমরা গায়কের বেশে রাজার কাছে যাই। সঙ্গীতচ্ছলে, তাঁ'কে জানাইগে, তিনি কৃপা ক'রে শীঘ্রই নিজদেহে আগমন করুন। এখনও অনেক পাপী, তাপী, অনুরাগী তাঁ'কে প্রার্থনা করে।

আনন্দ । উত্তম পরামর্শ ; বালক তুমিও সঙ্গে চল ।

কুমারী । না, আমি ঐ পবিত্র দেহ লয়ে থাক্‌ব । তোমরা যাও । [প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

বনপথ ।

(অচলার প্রবেশ ।)

অ্যালা । শুখতারা ডুবিল আকাশে,
ঊষা ওই ধীরে ধীরে আসে,
কিন্তু কই, এখনো এলনা !
মনে নাই, ভুলেছে নিশ্চয়,
আসিবে না গিয়াছে সময়,
তবে কেন দেখিতে বাসনা ।—
কিন্তু তার, কি মোহন কোমল বরণ,
মাধুরীতে কেড়ে নিলে মন,
সদা ইচ্ছা দেখিতে তাহারে ।—
বনফুল বিজনে শুকায়,
কেবা তা'র পরিমল চায়,
জন্ম তা'র শুকাবার তরে !
বাঁধা আছি ধর্ম্মের বন্ধনে,
এ কুআশা কেন হ'ল মনে,
কেন চায় সন্ন্যাসীরে প্রাণ ।

(সুমতীর প্রবেশ।)

সুমতি। বৌদ্ধবালা ! তুমি এ সময়ে এখানে কেন ?

অচলা। একজনের সঙ্গে দেখা ক'ত্তে এসেচি।

সুমতি। তুমি কোন সন্ন্যাসীকে আমাদের চৈত্য-গুহার ভিতর দেখেছিলে ? তুমিই কি অন্ধকার গুহায় গিয়ে তা'কে মুক্ত ক'রে দিয়েছ ?

অচলা। হ্যাঁ ! যে সন্ন্যাসীকে দেখ্‌বে ব'লে সে তোমাদের চৈত্যে গেছিল, সে সেই সন্ন্যাসীর কাছে গেচে।

সুমতি। তোমার এই উপকারে বড় সুখী হ'লেম। যে মহাপুরুষের কৃপায় আমরা মহত্তত্ত্ব পাইলাম, সেই যতীন্দ্রের কাছে আমরা বড়ই অপরাধী ছিলাম। আজ ভগবানের কৃপায় সেই সন্ন্যাসী আচার্য্যের কাছে গেছে শুনে, হৃদয়ের দু'খভার লাঘব হ'ল।

অচলা। এখন সেই মহাপুরুষ কোথায় জান ?

সুমতি। এখন রাজার শরীরে আছেন, শিষ্যগণও পুনরায় তাঁ'র সঙ্গে মিলিত হ'বার জন্য নগরে গেছেন।

অচলা। সেই নবীন সন্ন্যাসীও কি তা'দের সঙ্গে গেচে।

সুমতি। তা' বল্‌তে পারি না। বোধ হয় গিয়ে থাক্‌বে। তা' তুমি এখানে একা কেন ? এখানে বড় বাঘের ভয় হ'য়েছে। তুমি এখানে থেক না।

[সুমতীর প্রস্থান।

অচলা। তবু চাই থাকিতে হেথায়!
আরে তুই দুর্ব্বল হৃদয়,
　ভুলে যা'রে এখনো তাহারে!
নাহি আশা, সুদূরে সেজন,
মনে নাই আমারে এখন,
　আসিবে না আর এ কান্তারে।—
এ জীবনে হইনু উদাস,
সুখশান্তি ভাবী উচ্চআশ,
　দূর হ'ল হতাশ-হৃদয়ে,
নাহি চাই জগৎ সংসার,
এ কেবল যাতনা দিবার,
　হাহাকার শান্তির আলয়ে!

[প্রস্থান।



পঞ্চম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

শ্মশান—মধ্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড।

(কুমারীর প্রবেশ।)

কুমারী। (স্বগত।) বাসনা মিটিল এতদিনে !

কিন্তু কেন তাঁহার সদনে

যাইবারে-না হয় সাহস ?

সুখসূর্য্য উদিল গগণে,

প্রকৃতি শোভিল বিভুষণে,

চক্ষু তবু স্বপনে অলস !

যা'ব কি ? যা'ব কি তাঁ'র কাছে ?

কে যেন কি বাধা দেয় পিছে !

পদ নাহি হয় অগ্রসর।

মরি কি এ ভাব মনোহর !

পুলকিত শরীর অন্তর,

মনের না পাই অবসর !

(আনন্দগিরির প্রবেশ।)

আনন্দ। বৎস ! হেথা কেন র'য়েছ ? গুরুদেবের আদেশে শীঘ্রই আমরা অন্যত্র যা'ব।

কুমারী। মহাশয়! এই স্থান অতিপবিত্র! এই শ্মশান আমার পক্ষে পুণ্যতীর্থ। ইহার প্রতি ধূলিকণা, ইহার ভস্মরেণু আমার বড়ই আদরের জিনিস। এই-খানে গুরুদেবের প্রাণশূন্য দেহ দেখ্‌তে পাই, সেই দেহ লুকান ছিল; আমি একজন কুমারীর সঙ্গে দেখা-ক'ত্তে যাই! সেই সময়ে অমরকরাজের দুর্বৃত্ত মন্ত্রী সেই পবিত্র দেহ কৌশলক্রমে চিতানলে নিক্ষেপ করে। এই-খানে আমরা গুরুদেবকে না পেয়ে আকুল হ'য়ে কেঁদে ছিলাম; গুরুদেব কৃপা ক'রে ঐ অগ্নিকুণ্ড হ'তে উঠে আমাদের শোক দূর ক'রেছিলেন। এই স্থানে ভক্তির উদয় হয়, মনে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করি, তাই হেথা বেড়াচ্চি।

আনন্দ। তোমার নাম কি বৎস?

কুমারী। আমার নাম—কুমার।

আনন্দ। কুমার! গুরুদেবের কাছে তোমায় দেখি না কেন? তাঁ'র পাদপদ্ম দর্শন কর্‌তে কতদেশ হ'তে কতশত জ্ঞানী লোক আস্‌ছেন, আর তুমি এই নিকটে থাক, তবু তাঁ'র কাছে একবারও যাও না?

কুমারী। মহাশয়! তাঁ'র দশহাজার জ্ঞানী শিষ্য। আমি জ্ঞানহীন বালকমাত্র; পাছে কাছে গেলে তাঁ'র অবমাননা হয়, এই ভয়ে যাই না।

আনন্দ। কুমার! তুমি জ্ঞানহীন নও; তোমার বুদ্ধি অতিপ্রখর, অনেক সময় আমি তা'র পরিচয় পেয়েছি! অল্প বয়সে এরূপ গুণ প্রায়ই দেখা যায় না। কতশত অভক্ত তাঁ'র কাছে যায়, তুমি তাঁ'র ভক্ত হ'য়ে যাও না, এ বড় আক্ষেপের বিষয়।

কুমারী। মহাশয়! আমি প্রত্যহই দূর হ'তে গুরুদেবের উপদেশ শুনি। আহা! সেই উপদেশ কি সুধা মাখান! যখন শুনি, তখন আত্মহারা হ'য়ে যাই, তখন যেন আর এ সংসারে থাকি না, কোন অজানিত জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গে উপস্থিত হই; সেখানে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু নাই, সদাই আনন্দ, শান্তি পূর্ণরূপে বিরাজমান!

আনন্দ। কুমার! তোমার চরিত্র বড় আশ্চর্য্যজনক। এত লোকের সঙ্গে আলাপ ক'রেছি, কিন্তু এমন ভগবৎপ্রেমিক বালক কখন দেখি নাই। বৎস! তুমি পরমাত্মার কৃপাপাত্র! চল, আজ আমি গুরুদেবের নিকট তোমায় ল'য়ে যাব।

কুমারী। তবে—চলুন।—

আনন্দ। গুরুদেব তোমার কথা শুন্‌লে অত্যন্ত আনন্দিত হ'বেন।

কুমারী। মহাশয়! আমার যেতে সাহস হ'চ্চে না। আমার হৃদয় দুরুদুরু ক'চ্চে!

আনন্দ। ভয় কি? আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যা'চ্চি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীতীরস্থ শ্মশান।

(উগ্রভৈরব ও শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ।)

শঙ্কর। কাপালিক! তোমার কথামত আমি এসেছি।

উগ্র। হে মহাত্মন্! আপনার আগমনে আমি চরিতার্থ হ'লেম। এতদিনে আমার মহাকার্য্য সম্পন্ন হ'বে। (স্বগত।) এতদিনে পূর্ণমনস্কাম। দুর্ব্বৃত্ত আমাদের পবিত্র ধর্ম্মে দোষ দেয়! বলে কি না কাপালিকদের ধর্ম্ম নাই। কাপালিকধর্ম্ম কেবল নষ্টাচার। এবার আর নিস্তার নাই। মা কালিকে! তুই আজ প্রসন্ন হ'লি মা। আজ তো'র নিন্দাকারীর প্রাণ বধ ক'রে, তোর তৃপ্তিসাধন ক'র্‌বো।

শঙ্কর। কাপালিক! আর বিলম্ব ক'র্‌ছ কেন। শিষ্যগণ জান্‌তে পার্‌লে, তোমার কার্য্যে বোধ হয় ব্যাঘাত হ'বে। আমি লুক্কায়িত ভাবে এসেছি।

উগ্র। (অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া) আমি ততক্ষণ মা'র পূজা করি, আপনি স্থির হ'য়ে পাশে বসুন্।

(কিয়দ্দুরে কুমারীর প্রবেশ।)

কুমারী। (স্বগত।) এই ঘোর অন্ধকার! মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ আলোক ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। এ সময় প্রভু একা শ্মশানে এলেন কেন? আমার প্রাণ যেন কি রকম অস্থির হ'য়েচে! প্রভুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'ত্তে সাহস হ'চ্চে না। (উগ্রভৈরবকে দেখিয়া।) ও কে! হাতে তীক্ষ্ণ খড়্গ! সম্মুখে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড!

শঙ্কর। দেখ, কাপালিক! তোমার মঙ্গলের জন্য আমি প্রাণ দিতে এসেছি। কিন্তু তোমার ইষ্টদেবীর সম্মুখে বল, তোমার পশুর আচরণ পরিত্যাগ ক'রবে! আমি প্রাণ দিতে কাতর নই, কিন্তু তোমার পাপকর্ম্মের জন্য আমি বড়ই কাতর।

কুমারী। (স্বগত।) যা' মনে ক'রেচি তাই! কাপালিক প্রভুকে বধ করবে। ওহো! একে ঘোর রাত্রি, মেঘে আরও অন্ধকার। কি ক'রে প্রভুকে দুরাচারের খড়্গা হ'তে রক্ষা ক'রব! উপায় নাই! হা জগদীশ্বর! যা'র পবিত্র দেবমূর্ত্তি দেখ্‌বার জন্যে আমি একদিনও ঘুমাই না, দূর হ'তে যাঁ'রে নিয়তই দেখি!

প্রাণের চেয়েও যাঁ'কে অধিক জ্ঞান করি, আজ দুরাচারের হাতে তাঁ'র মৃত্যু হ'বে!

উগ্র। হে আচার্য্য! আমি দেবীর সম্মুখে দিব্য ক'রে বল্‌চি, পশুর আচরণ ত্যাগ ক'র্‌বো! যদি আমার ব্রত পূর্ণ হ'ল, যদি আমার দেবীদর্শন লাভ হ'ল, তা-হ'লে আর কিসের প্রয়োজন!

কুমারী। (স্বগত।) বিলম্ব ক'রে কি হ'বে। এখুনি গিয়ে পদ্মপাদকে ডেকে আনি! তা'ছাড়া আর উপায় নাই। হায়! হায়! আমার কি দুঃসময় উপস্থিত! নিশাদেবি! যতক্ষণ না আমি আসি, প্রভুকে রক্ষা ক'রো! তোমার শান্তিক্রোড়ে যেন আমার চিরশান্তি দূর না হয়!

[কুমারীর প্রস্থান।

শঙ্কর। কাপালিক! তোমাকে কি জগন্মাতা সুরাপানাদি পশুর কার্য্য ক'র্‌তে ব'লেচেন, কখনই নয়। তিনি জগতের পিতামাতা হর্ত্তাকর্ত্তা। পাপী-নরগণকে ভীত করবার জন্য কল্পিত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিরূপে বিরাজিত, বস্তুত, তা'র মূর্ত্তি নাই। চতুর্দ্দশ ভুবনে যতপ্রকার জীব-জন্তু আছে কা'রও সঙ্গে তাঁ'র মূর্ত্তি কল্পিত হয় না। মূর্খেই তাঁ'র নানা মূর্ত্তি কল্পনা করে। তিনি চতুর্দ্দশ ভুবনের জীবসমষ্টির ব্রহ্মরূপিণী পরাশক্তি। সৃষ্টির পূর্ব্বে

তিনিই একমাত্র ছিলেন। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তিনিই পরমাত্মা, তিনিই পরব্রহ্ম।

উগ্র। আপনার কথাগুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। আপনার উপর মা'র কৃপাদৃষ্টি হ'য়েচে। এক্ষণে আপনি মা'কে প্রণাম করুন্। আর সময় নাই।

(শঙ্করের নমস্কার করণ।)

উগ্র। (খড়্গ উত্তোলন করিয়া।)

নমামি কালিকে, কপাল মালিকে,
কৃশানুভালিকে মহেশ্বরি !
কৃতান্ত-অন্তকে, অশান্তি-হন্তৃকে,
ভবার্ণব-নৌকে দিগম্বরি !
হতস্মরজায়ে, পাপহারীপ্রিয়ে,
নির্জ্জিতে নির্জ্জয়ে ক্ষেমঙ্করি !
কাপালিকে কৃপে, করাল-তারিকে,
ভুবন-পালিকে শুভঙ্করি !

[দ্রুতপদে পদ্মপাদের প্রবেশ। তৎপশ্চাৎ কুমারীর আগমন ও উগ্রভৈরবের পৃষ্ঠদিক্ হইতে উত্তোলিত খড়্গ অকস্মাৎ কাড়িয়া লইয়া পলায়ন।]

পদ্ম। এতস্পর্দ্ধা তোর দুরাচার,
মুক্ত তোর শমন আগার,
প্রস্তুত হও রে ত্বরা করি।

ফেরু হ'য়ে রে ভীরু বর্ব্বর,
কেশরীর স্পর্শ কলেবর,
ভয় নাই কিরে নষ্টাচারী।
(উগ্রভৈরবকে পদাঘাত।)

উগ্র। আরে মূঢ় পতঙ্গ অধম,
এতদর্প তোর কি কারণ,
পড় এসে মম রোষানলে ?
নাহি তো'র কখন নিস্তার,
দেখ ভীরু শমন আগার
উদ্ঘাটিত আজিকার তরে।

(উভয়ের মল্লযুদ্ধ।)

শঙ্কর। পদ্মপাদ! একি তব রীতি? কাপালিককে ছেড়ে দাও। আমায় বলিদান দিগ্। যদি তা'হ'লে সন্তুষ্ট হ'য়ে পাপকর্ম্ম ত্যাগ করে।

পদ্ম। গুরুদেব! আমায় ক্ষমা করুন্। এ পাপীকে যথোচিত শাস্তি দেওয়া উচিত! এই দুষ্ট হ'তে অনেক লোক অকালে মরেছে।

[মল্লযুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

উগ্র। [নেপথ্যে।] ওহোঁ! মঁলেম! হে আচার্য্য! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন্। পাপকর্ম্মের সমুচিত দণ্ড হ'ল।

(পদ্মপাদের পুনঃপ্রবেশ।)

পদ্ম। গুরুদেব! আপনি দুঃখিত কেন? বলুন। আপনার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি!

শঙ্কর। হায়! কাপালিকের উদ্ধার হ'ল না। অকস্মাৎ হত্যা ক'র্‌লে। পরজন্মে কত কষ্ট পা'বে!

পদ্ম। গুরুদেব! অন্তিমে যে আপনার নাম করে, সেই পরিত্রাণ পায়। ও পাপীর কি ভয় তবে?

শঙ্কর। চল, পদ্মপাদ! আমি নিজে কাপালিকের সৎকার ক'র্‌বো! আমার জন্য কাপালিকের প্রাণ গেল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কেরলনগর—কুটির।

সতী শায়িত, পার্শ্বে একজন প্রতিবেশিনী।

সতী। কৈ বাছা! কৈ! বুঝি আর আস্‌বে না। হায়! হায়! কতদিন আর এত কষ্ট পা'ব! ওহো! প্রাণ কেন এখনো যেতে চায় না!

প্রতি। স্থির হও, কেঁদনা, আরও রোগ বৃদ্ধি হ'বে!

সতী। শিওরে যমদূত! এখুনি জীবন বাহির হ'বে। শঙ্করের আশায় এখনো প্রাণ আছে। হা শঙ্কর!

দু'খিনীর জীবন! আয় বাছা, আমার প্রাণ যায়! অন্তিম-কালে একবার দেখা দিয়ে যা'। হায়! হায়! আমি কা'কে ডাকৃচি? আমার হৃদয়ের মণি কি আচে? নাই। তা'হ'লে নিশ্চয় দেখা দিত!

প্রতি। কেঁদনা, তোমার শঙ্কর বেঁচে আচে। আবার আস্‌বে। শুনেচি, এখন সে সাধু হ'য়েচে। কত-পাপী তাপীকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে উদ্ধার ক'চ্চে।

সতী। তবে আস্‌বো ব'লে কেন এলনা? আমি এত কষ্ট পা'চ্চি তা'তেও কি দয়া হ'ল না! দেখ! আমিত চ'ল্লেম, ! এখন কথা কইতে কষ্ট হ'চ্চে। আমি চ'ল্লেম, একটী কথা রেখো! দেখ শঙ্কর এলে তা'কে যত্ন ক'রো। আর তা'কে ব'লো, তা'র শয়নঘরের মাটির ভিতর তা'র পিতৃপুরুষের ধন আচে, সে যেন সেই সমস্ত গ্রহণ করে। আর ব'লো, তা'কে না দেখ্‌তে পেয়ে, তা'র মা ম'ল।

প্রতি। কেন এত উদ্বিগ্ন হ'চ্চ? যে মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, সেই মুখ দিয়ে এ সব কথা কেন? বুঝি আজ জগদীশ্বর বিমুখ! তোমাকে হারাতে হ'বে।

সতী। শঙ্কর! শঙ্কর! আয়, আয়, ওই যমদূত, আমায় নিলে, আমি কি আর তো'কে দেখ্‌তে পাব না! প্রাণ যেযায়, ওই যমদূত! আমার শঙ্কর! কোথায় তুই?

(শঙ্করাচার্য্য ও জ্ঞাতিগণের প্রবেশ।)

শঙ্কর। মা, মা, আমি এসেছি, এই চেয়ে দেখ ?

সতী। আমার বাছা এলি, আয়, কোলে আয়, আর তো'কে দেখ্তে পা'ব না। দু'খিনীর ধন, আমায় ছেড়ে এতদিন কোথা ছিলি।

শঙ্কর। মা, আমি ত সকল সময়ই তোমার কাছে আছি! তুমি মায়ামোহে মুগ্ধ, তাই আমায় দেখ্তে পাও না। আজ আমি তোমার মায়ামোহ দূর কর্তে এসেছি। তোমাকে আর এ সংসারে জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ কর্বার জন্য আস্তে হ'বে না। তুমি মোক্ষধাম লাভ কর্বে। এ জগতের কাণ্ড সব ভুলে ভক্তিভরে জ্ঞান-রূপী পরম ঈশ্বরকে ডাক।

সতী। আমি তো'র মুখে ঈশ্বরের নাম শুন্তে, বড় ভালবাসি! তুই শোনা, আমি ভক্তিভাবে শুনি।

শঙ্করের স্তুতিগান।

করুণাময় পাপীসদয় নমো মানসরঞ্জন।
জ্ঞানাঞ্জন পরমব্রহ্ম সাধকপ্রিয়-সাধন॥
ত্রিগুণাতীত জগতপতি, পাপভঞ্জন দরিদ্রগতি,
ভবকর্ণধার, জয় নিরাকার, ওঙ্কার পতিতপাবন॥

সতী। ওরে আমার আর বেশী ভাব্বার শক্তি নাই। সরল ভাবে প্রভুর নাম শোনা! আমি যেন বুঝ্তে পারি।

শঙ্করের স্তুতিগান।

নীলকমল-বিমল বরণ, প্রলয় জল-শয়ন-কারণ,
শোভন নীল-গগন-বসন, জয় হরে তাপহারে!
বিশ্বসৃজন-করণ-কারণ, দুষ্টদমন অধমতারণ,
প্রণতজন-মন নারায়ণ, জয় হরে পাপহারে!

সতী। ধন্য হ'ল প্রাণ মন। আমি প্রাণের ঈশ্বর পেয়েছি! ওই! ওই। প্রভু। মরি কি সুন্দর আকাশের মতন রূপ। প্রভো! তোমায় চিনেছি, আমায় পদে স্থান দাও! দীননাথ হরি, আমায় নাও, হরি—(সতীর মৃত্যু।)

শঙ্কর। প্রতিবাসীগণ! তোমরা জননীকে ল'য়ে যাও। মৃত দেহের শীঘ্র সৎকার করা উচিত।

১ম জ্ঞাতি। আমাদের কি প্রয়োজন! আপনি কেন সৎকার ক'র্ত্তে লয়ে যান না।

শঙ্কর। আমি সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রেছি, কেবল সত্যপালনের জন্য আজ এই স্থানে এসেছি। সৎকার করা তোমাদেরই কর্ত্তব্য।

২য় জ্ঞাতি। (জনান্তিকে প্রথমকে) ওহে ভায়া! আমরা কেন এখান থেকে স'রে যাই চল না।

১ম জ্ঞাতি। হে জ্ঞানীবর! আমরা কোন বিশেষ কারণে আপনার মাতার সৎকার করতে পারব না। আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমরা চ'ল্লেম।

[জ্ঞাতিগণের প্রস্থান।

প্রতি। জ্ঞাতির মুখে ছাই! সময়ে সকলেই আপনার হ'ন। অসময়ে কেউ কা'রও নন।

শঙ্কর। তবে জননীর দেহ এইখানে প'ড়ে থাকবে?

প্রতি। আমি স্ত্রীলোক, পুরুষ মানুষ হ'লে একাই তোমার মা'কে লয়ে গিয়ে সৎকার ক'ত্তেম।

শঙ্কর। সময়ে সৎকার হ'ল না!—কেরলের লোক কি এতই স্বার্থপর! কেরলনগর! তুমি আমার অভি-শাপে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণশূন্য হ'বে। যত শূদ্র ও ম্লেচ্ছ এই দেশে ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচিত হ'বে। আমি জন-নীকে নিজেই ল'য়ে যা'ব।

(কুমারীর প্রবেশ।)

কুমারী। প্রভো! আমি আপনার জননীকে ল'য়ে যেতে এসেচি। এ দাসকে আজ্ঞা করুন।

শঙ্কর। কে তুমি? আমায় সাহায্য ক'ত্তে এসেছ।

কুমারী। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান।

শঙ্কর। বৎস! আমার আশীর্ব্বাদে তোমার মঙ্গল হ'বে। চল, জননীকে ল'য়ে যাই।

[সতীর শবদেহ লইয়া শঙ্করাচার্য্য ও কুমারীর প্রস্থান।

প্রতিবে। সতী! তো'র সার্থক মরণ, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শঙ্কর আজ তো'র সৎকার করবে। আমি ঈশানের

পূজা করিগে । যদি আর জন্মে এমন রত্ন আমার পুত্র হয় ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

কেরল ।

জ্যোতির্লিঙ্গ শিবমন্দির ।

(কুমারীর প্রবেশ ।)

কুমারী । আজ আমি হইব দীক্ষিত,
কিন্তু কেন হ'তেছে কম্পিত,
নিস্তরঙ্গ হৃদয়-সাগর ?
নারী আমি হ'ব কি সক্ষম,
লালসায় করিতে বর্জ্জন,
কামনায় দহে যে অন্তর !
পাসরিতে আশার বিলাস,
পূরিবে কি ধর্ম্ম-অভিলাষ,
নারী হ'য়ে সন্ন্যাসী রহিব ?
প্রভু যদি জানিবারে পারে,
তা' হ'লে কি বলিবে আমারে,
কোথা হায় তখন লুকাব ?

(শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ।)

শঙ্কর। বৎস ! ঋণ তব শুধিতে নারিব।
কি দিয়া যে তোমারে তুষিব,
সদা তাই ব্যাকুল এ মন ;
ইচ্ছা তাই হ'য়েছে অন্তরে,
জ্ঞানরত্নে তুষিতে তোমারে,
দীক্ষা দিব তোমারে সুজন !

কুমারী। প্রভুর আজ্ঞা কখন লঙ্ঘন ক'র্‌বো না। যা' আদেশ কর্‌বেন, তাই আমি আনন্দিত মনে পালন ক'র্‌বো।

শঙ্কর। ঈশ্বরকে সাক্ষী ক'রে বল। কোন্ ধর্ম্মে তোমার অভিলাষ? কি প্রকার উপাসনা করিতে ইচ্ছা? কারণ যে যে ভাবে ঈশ্বরকে ডাকে, সে সেই ভাবে ঈশ্বরকে পায়।

কুমারী। প্রভো !
সত্য করি নিবেদি চরণে,
সর্ব্ব ধর্ম্মে সম ভাবি মনে,
সর্ব্বদেব করি সম জ্ঞান,
(শুধু) এক দেবে করি আরাধনা,
হৃদে আঁকা রহে সে প্রতিমা,
সদা চায় তাঁ'রে মন প্রাণ।

শঙ্কর। বল বৎস !

যেই দেবে কর আরাধন,
তাঁ'র রূপ দেখিতে কেমন ?

কুমারী। শুন তবে নীরদ গগন,
শুন তবে দ্রুত সমীরণ,
শুন তবে নির্জ্জন প্রকৃতি !
ইচ্ছা ছিল অন্তরে অন্তরে,
বলিব না কাহারো গোচরে,
কি প্রকার সে প্রিয় মূরতি !
কিন্তু আজ গুরু অনুরোধে,
দেখাইব সবার প্রসাদে,
চিত্তপট করি উন্মোচন ;—
বহ সবে ভক্তির উজান,
মনে মম কর বল দান,
শুনিব হে অপূর্ব্ব কথন ।—
যাঁ'র নামে তরে পাপীজন,
আর্য্যধর্ম্ম হইল স্থাপন,
বেদরত্ন হইল উদ্ধার ;
দীন তরে হ'য়ে দীন হীন,
প্রিয় সাধে যিনি অনুদিন,
নররূপী দেব-অবতার !

যিনি মম পিপাসার বারি,
যিনি মম হৃদয়ের হরি,
যাঁ'র তরে নারী মরু সাজে ;
মূর্ত্তি যার জ্ঞান-নিকেতন,
যাঁ'র গুণ না যায় বর্ণন,
সেই মূর্ত্তি পূজি হৃদি মাঝে।

শঙ্কর। (স্বগত।) গত স্মৃতি কেন জাগে মনে.
সংসারের বিষম কাননে,
আছিল কি শৈশবে সঙ্গিনী ?
বহুকাল ক'রেছে গমন,
করি নাই সে মুখদর্শন,
এবে যেন তা'র কথা শুনি !

কুমারী। প্রভো ! দীক্ষা দিয়া সাধ ইচ্ছা তব,
লভি আমি অপূর্ব্ব বিভব,
শান্তিরত্ন করিতে গ্রহণ।

শঙ্কর। হা কুমারি ! বাল্যসহচরী,
হেন বেশে কেন তো'রে হেরি,
এত ছল শিখিলি কোথায় ?—
কপালেতে ওই সেই রেখা,
বাল্যকালে লাগি বৃক্ষশাখা,
যেই চিহ্ন হ'য়েছিল বনে।

মধুমাখা সে স্বর-লহ'র
শুনিতেছি যেন নিরন্তর,
ভুলি নাই আছেলো শ্রবণে !
এই সেই মন্দির-ভবন,
শৈশবের শান্তি-নিকেতন,
সুখস্মৃতি পড়ে সব মনে।—
হায় হায় সরলা অবলা,
মোর তরে সহি এত জ্বালা,
কেন বল সাজিলি সন্ন্যাসী ?
অতিতুচ্ছ আমি দীনজন,
মোরে কেন কর আরাধন,
থাকিতে সে ব্রহ্ম অবিনাশী ?—
ফিরে যা'রে শৈশব-কুটিরে,
মনোমত পরিণয় ক'রে,
গৃহ-ধর্ম্মে হওগে দীক্ষিত !
জ্ঞান, ভক্তি, স্নেহ, প্রেমগুণে,
তুষ্ট করি দুষ্ট নরজনে,
মায়া-রাজ্য করগে শাসিত।

কুমারী। স্বাধীন মুক্তির পথ ছেড়ে,
প্রবেশিতে মায়ার পিঞ্জরে,
কা'র প্রভো হয় অভিলাষ ?

কত শত সহি উৎপীড়ন,
বুঝেছি এ সংসার ভীষণ,
বাসনায় পেয়েছি হুতাশ !
ভুলিবারে ভবের বেদন,
আশ্রয় ক'রেছি শ্রীচরণ,
উপদেশ দেহ এ দাসীরে ;—
ক্ষণসুখ সম্ভোগ বিলাস,
পরিণামে যন্ত্রণা-নিবাস,
তাই আর যাব না সংসারে।
দেহ দীক্ষা হে দীনরঞ্জন,
জ্ঞানে হ'বে রিপুর ভঞ্জন,
ব্রহ্মচর্য্য করিব আশ্রয় ;
দীন দুঃখ করিতে মোচন,
তব সম করিব সাধন,
পূর্ণানন্দে পূরিবে হৃদয় !

শঙ্কর। বুঝেছি কুমারি ! তমোজাল ক'রেছ ছেদন,
রমণীর অসাধ্য-সাধন,
সাধিবারে বাসনা তোমার,
যে কামের ঘোর তাড়নায়,
ললনা আপনা ভুলে যায়,
বিলাসেতে মগ্ন হয় নর,

সে কাম পরাস্ত তব পাশে ;—
শুনি তব ধর্ম্ম-অভিলাষে,
প্রাণ মম আনন্দে মগন্‌।
কিন্তু বল রে বাল্যসঙ্গিনী,
মুক্তি পথে এসে কেন তুমি,
রজোগুণ করিছ ধারণ ?
এই দীক্ষা হৃদে কর সার,
রজোগুণ করি পরিহার,
মম মূর্ত্তি দাও বিসর্জ্জন ;
সত্ত্বরূপী পরম আত্মারে,
হরি ভাবি ভজহ অন্তরে,
শান্তি পা'বে প্রাণে অচিরাৎ ;
দেহ হ'বে নন্দনকানন,
বুদ্ধি হ'বে উজ্জ্বল তপন,
মন হ'বে প্রেম-পারিজাত।

কুমারী। তবাদেশ করিতে পালন,
সাধ্যমত করিব যতন,
প্রণিপাত করি শ্রীচরণে।

শঙ্কর। ছাড় তব কপট বসন,
প্রকৃতির চারু আভরণ,
বাকল ভূষণ কর সার !—

ঈশ্বরেতে করিয়া নির্ভর,
ধর্ম্মব্রত সাধ নিরন্তর
দূর কর পার্থিব আচার।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রয়াগ।

(অচলার প্রবেশ।)

অচলা। আর কেন? এখন কি জীবনের সাধ ফুরায় নাই? এখনো তা'র মূর্ত্তি দেখ্‌তে চাই! হা! সন্ন্যাসিনী, সংসারের বাসনা তো'র মন হ'তে কি যা'বে না! এত দেশ ঘুরে, এত কষ্ট সহে কেন হেথা এলি? বুদ্ধদেবের পবিত্র চিহ্ন এখানে নাই, ব্রাহ্মণেরা নষ্ট ক'রেচে? তবে কি দেখ্‌তে এলি? বাসনায় মত্ত হ'য়ে এসেচি! কুমারী-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে এসেচি! একজনের চরণে জীবন সমর্পণ ক'ত্তে এসেচি। ধিক্ সন্ন্যাসিনী! তোকে ধিক্! এখনো প্রলোভনে মুগ্ধ, এখনো উচ্চ আশায় মত্ত। তোর কি সে হ'বে, তা'কে কি আর পা'বি? আশা বিসর্জ্জন কর। এ দুর্ব্বহ জীবনে আর কাজ নাই! যমুনা! তুমি আমায় আশ্রয় দাও, এ পাপ জীবনের অবসান করি।

[যমুনাতে প্রাণত্যাগ করিতে অগ্রসর হওন।]

(সন্ন্যাসিনীবেশে কুমারীর প্রবেশ।)

ও কে? ও কি সেই সন্ন্যাসীর কেউ হয়! দেখ্তে ঠিক তা'র মতন! ওকে কি একবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো, আমার সন্ন্যাসী কি বেঁচে আছে!

কুমারী। (অচলার কাছে গিয়া।) অচলা! অচলা! তুমি এখানে? আমি প্রতিদিনই তোমায় মনে করি! তুমি কেমন আছ।

অচলা। (অশ্রুপূর্ণ নয়নে।) তুমি কি সেই সন্ন্যাসী?

কুমারী। অচলা! আমি গুরুদেবের দেহরক্ষায় নিযুক্ত ছিলাম। দেহ ফেলে এলে, পাছে কোন বন্য-জন্তুতে নিয়ে যায়, তাই রাৎপোহালে তোমার সঙ্গে দেখা ক'ত্তে গিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার কেন দেখা পাই নাই?

অচলা। সন্ন্যাসী! তুমি পূর্ণিমার দিন তবে গেছ্‌লে! আমি তোমার দেরী দেখে হতাশ হ'য়ে মঠে ফিরে গিয়েছিলাম।

কুমারী। অচলা! আমি সন্ন্যাসী নই, আমি তোমার ভগ্নী, সন্ন্যাসিনী।

অচলা। অ্যাঁ! তুমি পুরুষ নও, অসম্ভব! এখনো যেন ম'নে হ'চ্চে, তুমি সেই সন্ন্যাসী। এ জগতে আমি কিছু চাই না, চাই কেবল তোমায়। সন্ন্যাসী, আমি তোমায় প্রাণের সহিত ভালবাসি।

কুমারী। তুমি আমায় পুরুষ ভেব না, আমি প্রভুকে দর্শন কর্‌বার জন্যে পুরুষবেশে গৃহত্যাগ ক'রে ছিলাম। ভগ্নি! আমিও তোমায় প্রাণের সহিত ভালবাসি। তুমি আমার প্রাণ দিয়েচ।

অচলা। (অন্যমনে।)

লক্ষ্যহারা জীবন আমার,
হৃদয়ের ঝঞ্ঝা ঘোরতর
অকস্মাৎ হ'ল অবসান!—
কিছু নাই,—কিছু নাই আর,
বিনিময়ে—অভাব অপার!—
বৃথা, বৃথা বাসনা-সন্ধান!

কুমারী। অচলা! তুমি কি বল্‌চ? তোমার মুখ এমন শুকিয়ে গেল কেন?

(অচলার রোদন। কুমারীকর্ত্তৃক চক্ষু মুছাইয়া দেওন।) কেন, অচলা! তুমি কাঁদ্‌লে কেন?

অচলা। শোন, সন্ন্যাসিনি! আমি একজনকে দেবতা ভেবে নিত্য তা'র পূজা ক'রেছিলাম। কিন্তু, আমার দুরাদৃষ্টক্রমে সেই প্রিয়জন অন্তর্হিত হ'ল। এখন সব নূতন দেখ্‌চি, এখন আমি সুখী কি অসুখী তা' বুঝতে পা'চ্চি না! হায়! এমন কেন হল?

কুমারী। অচলা! অতীত স্মৃতি দাও বিসর্জ্জন।

এ সংসার মায়ার ভুবন,

ইন্দ্রজালে সকলে জড়িত।

ছায়াতে ভুলিয়া আপনার,

পর ত'রে করে হাহাকার,

সহে জীব যন্ত্রণা নিয়ত;—

তুমি আমি কেহ নহি কা'র,

পরে কেন ভাব আপনার,

আত্মহিত করহ সাধন।

দূর কর ছায়া মায়াময়,

ব্রহ্মপদে সঁপিয়া হৃদয়,

ব্রহ্মচর্য্য করহ পালন।

অচলা। এতদিনে খুলিল নয়ন,

মায়ার প্রবল প্রলোভন,

পারিবে না কখন ভুলাতে।

দাও, ভগ্নি! দাও আলিঙ্গন,

পূজিব তোমার শ্রীচরণ,

চক্ষু পেলে অন্ধ তোমা হ'তে।

কুমারী। অচলা! আজ আমি বড় আনন্দ লাভ ক'ল্লেম। এমন বিমল আনন্দ কখন বোধ করি নাই ভগ্নি! তুমি ঈশ্বরে সকল অর্পণ কর। যদি কাহাকেও

আপনার ভাবতে চাও, তা'হলে সেই করুণাময় ঈশ্বরকে আপনার ভাব। বস্তুত, ঈশ্বরভিন্ন কেহ আপনার নয়। অচলা! আমার প্রভুর কাছে চল, তাঁ'র মুক্তিপ্রদ উপদেশ শুনে প্রাণ মন পরিতৃপ্ত হ'বে। ঈশ্বরের অপার মহিমা জানতে পার্‌বে।

[কুমারী ও অচলার স্তুতিগান করিতে করিতে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কাশ্মীরদেশ—শারদামঠ।

(শঙ্করাচার্য্য, শিষ্যগণ ও যশোমিত্রাদি মহাযানমতাবলম্বী বৌদ্ধগণের প্রবেশ।)

যশো। হে আচার্য্য! আমি মহারাজ বৃহস্পতির আদেশে আপনার সহিত শাস্ত্রালাপের ইচ্ছায় আসিয়াছি। আপনি বিদ্বান্ হইয়া কেন লোকদিগকে ভ্রান্ত আত্মমতে মোহিত করিতেছেন। অভিধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিতেছে, আত্মা ভোগী, বিনাশী এবং ক্ষণস্থায়ী। আত্মার প্রাতিমোক্ষলাভই একমাত্র নির্ব্বাণের উপায়। শূন্যতাই নিত্য, অক্ষয়, অব্যয়। শূন্য হইতে সকলের উৎপত্তি। অভাব-স্বভাব জানিয়া সমাধি আশ্রয় করাই জীবগণের কর্ত্তব্য। ভাবার্ণব অতিক্রম করিয়া সমাধিস্থ

ব্যক্তি নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হন। সুতরাং আত্মমত পরিত্যাগ করিয়া শূন্যবাদ স্বীকার করাই জ্ঞানীগণের উচিত।

শঙ্কর। হে শূন্যবাদিন্! যাহারা বুদ্ধিক্রিয়াকে জ্ঞানতত্ত্ব মনে করে, তাহারাই আত্মাকে ভোগী ও ক্ষণস্থায়ী বলে। বস্তুত, আত্মার ভোগ নাই, বিনাশ নাই; জড়বাদীর স্থূলবুদ্ধিতে সেই গূঢ়াত্মা প্রকাশিত হন না। মায়া উপাধিবিশিষ্ট ঈশ্বর ও অবিদ্যা উপাধিযুক্ত জীব, এই উভয়ের মায়া ও অবিদ্যার অংশ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানীগণ নিত্যজ্ঞানের দ্বারা আত্মার অভিন্নত্ব স্বীকার করেন। আত্মা অবিনাশী, অক্ষয়, অব্যয়। তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন এবং পরেও থাকিবেন। সমাধিকালে জ্ঞানী আত্মারই দর্শন লাভ করেন।

যশো। বুদ্ধদেব আদেশ করিয়াছেন, মোক্ষপ্রার্থী গুণ পরিত্যাগ করিয়া বিবেক ও ক্ষান্তির আশ্রয় করিবেন। বিবেক দ্বারা সংসারাশক্তি ছেদন ও ক্ষান্তি দ্বারা সদ্‌গুণ-চিত্ত হইয়া লোকনাথকে জগৎময় দর্শন করিবেন। বিবেক ও ক্ষান্তিদ্বারা একাগ্রচিত্ত হইলে ভিক্ষু সমাধিস্থ হইবেন। বোধিসত্ত্বগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, যিনি সমাধি ইচ্ছা করেন, তিনি শূন্যবাদ, মৃত ও জীবিত তথাগতগণের পূজায় বিশ্বাস করিবেন। অতএব হে আচার্য্য! আপনি বিজ্ঞ হইয়া কেন বোধিসত্ত্বগণের

অনাদর করিতেছেন। তাঁহাদের মহাবাক্য পালন ভিন্ন লোকের মুক্তি কোথায় ?

শঙ্কর। শূন্যবাদ স্বীকার করা অন্ধের পর্ব্বত লঙ্ঘনের ন্যায়। শূন্যের কিছুই নাই, অতএব যা'র কিছু নাই, তাহাকে মহান্ বলিয়া স্বীকার করা মূর্খতার পরিচয় মাত্র।

যশো। হে আচার্য্য! দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসন, স্পর্শন এবং মন এই ছয়টী ইন্দ্রিয়। এই ছয়টীর কার্য্য দ্রষ্টব্যাদি গোচর। এখন দর্শনাদি স্বাভাবিক শক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু দর্শনের শক্তি থাকিতে পারে না। যদি বলেন, চক্ষু দেখিতে পায়, রূপ ইহার কর্ম্ম। কিন্তু বিনয়সূত্র নির্দ্দেশ করিতেছে, "চক্ষু স্বীয় আত্মতত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ নয়।" যখন চক্ষু আপনাকে দেখিতে পারে না, তখন অপর বস্তুর সম্যক্‌দর্শনলাভ কি প্রকারে সম্ভব? এইরূপে যখন দেখা যাইতেছে, ষড়েন্দ্রিয়ের মধ্যে কাহারও আত্মদর্শন করিবার ক্ষমতা নাই, তখন প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ অভাব রহিয়াছে। এই অভাব দূর করিবার জন্য জ্ঞানিগণ শূন্যবাদ স্বীকার করেন, এই জন্য সমাধিকালে শূন্যতেই মনঃসংযোগ করিতে হয়।

শঙ্কর। হে শূন্যবাদিন্! ইন্দ্রিয়গণের অভাব আছে বলিয়াই, জ্ঞানিগণ জ্ঞানযোগ দ্বারা আত্মতত্ত্বলাভে যত্ন

করেন। আত্মা ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, তিনি নির্লেপ-ভাবে সকলের হৃদি-পদ্মাসনে রহিয়াছেন। যে সমাধি-কালে শূন্যে মনঃসংযোগ করে তাহার সম্যক্ সমাধি-লাভের সম্ভাবনা নাই। এই জন্য যোগীমাত্রেই পরব্রহ্মের ধ্যান করেন। সমাধিকালে আমি ধ্যান করিতেছি এবং পরব্রহ্ম আমার ধ্যেয় বস্তু, এই উভয় জ্ঞান থাকে বলিয়া সমাধিস্থ ব্যক্তি নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হন না। এই জন্য জ্ঞানি-গণ নির্ব্বিকল্প-সমাধি আশ্রয় করেন। নির্ব্বিকল্প-সমাধি-কালে ধ্যানকারী ও ধ্যানবিষয় এই দুই প্রকার জ্ঞান থাকে না। তখন অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল পরমাত্মাতে একাগ্র হইয়া বায়ুশূন্য প্রদীপের ন্যায় স্থিরতর হয়। তখন আর কোন অভাব থাকে না। জন্মমরণ প্রবাহ-রূপ সংসারে পূর্ব্বজন্ম কৃত পাপপুণ্যাদি কর্ম্মবন্ধন এই নির্ব্বিকল্প-সমাধি দ্বারা নষ্ট হয়; আত্মজ্ঞানী জন্মমরণ অতিক্রম করিয়া এই নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে পরম নির্ব্বাণ-পদ লাভ করেন।

যশো। হে যতিপ্রধান! আপনার জ্ঞানবাক্যে নির্ব্বাণতত্ত্ব জানিয়া আজ আমাদের মোহজাল দূরীভূত হইল। প্রভো! আমরা হীনবুদ্ধি, না জানিয়া আপনার সহিত তর্ক করিতে আসিয়াছিলাম। আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

শঙ্কর। বৎস! তোমাদের নির্ব্বাণতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। আজ তাহা সার্থক হইল! আর এ জগতে আমার প্রয়োজন নাই। আমি নির্ব্বিকল্প-সমাধি আশ্রয় করিব, এ জগৎ হইতে অবসর লইব। শিষ্যগণ! তোমাদের নিকট হইতে বিদায়। আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে!—যতদিন তোমরা জগতে থাকিবে, আত্মজ্ঞান প্রচার করিও।

(শঙ্করাচার্য্যের ধ্যানে আসীন।)

বৌদ্ধগণ। দূর হল অজ্ঞান-তিমির,
প্রকাশিল জ্ঞানের মিহির,
সত্যধর্ম্ম করিয়া প্রকাশ!
দেবরূপী আচার্য্যচরণ,
এস সবে করি হে বন্দন,
পূর্ণ হ'বে ধর্ম্ম-অভিলাষ।

সকলে। জয় সত্য অদ্বৈতরূপী শঙ্করাচার্য্য।

সমবেতগীত।

নমো গৌরবরণ ভক্তজীবন জ্ঞানঅবতার।
বিদ্যাভূষণ, সত্য-নিকেতন করুণা-অপার॥
তাপী তাপহর ধর্ম্মবিজয়, জয় শঙ্কর প্রভো তৃপ্তিনিলয়,
মনোরঞ্জন দীনতারণ, পাপীকারণ জন্ম-ধারণ,
বেদোদ্ধারী ব্রহ্মচারী হর তামস আঁধার॥

যবনিকা পতন।